THE RAMAYUNU,

[illegible]EM

IN FIVE VOLUMES,

Translated from the original Sangskrit,

BY KIRTEE BASS.

VOL. I.

1802.

বাল্মীকিকৃত

রামায়ণ

মহা কাব্য।

কীর্ত্তিবাস বাঙ্গালি ভাষায় রচিত।—

প্রথম কাণ্ড।

শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।—

১৮০৩।—

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রায় নমঃ ।

অথ আদ্য কাণ্ড প্রভৃতি লিখ্যতে ।

গোলোক বৈকুণ্ঠ পুরী সভাকার পর
লক্ষ্মীর সহিত তথা আছেন গদাধর ।
অদ্ভুত গাছ আছে দেখিতে সুচাক
যাহা চাই তাহা পাই নাম কল্পতরু ।
নাহি দিবা নাহি নিশি চন্দ্র সূর্য্যের প্রকাশ
তার তলে আছে দিব্য বিচিত্র আওয়াস ।
নেতপাট সিংহাসন উপরেতে তুলি
বীরাসনে বসিয়াছেন ঠাকুর শ্রীহরি ।
মনেং প্রভুর হইল উল্লাস
এক অংশ চারি অংশ হইব প্রকাশ ।
শ্রীরাম লক্ষ্মন হৈল ভরত শত্রুঘ্ন
এক অংশ চারি অংশ হৈল নারায়ন ।

লক্ষ্মীমূর্ত্তি সীতা দেবী বসিয়াছেন বামে
সোনার ছত্র ধরিয়াছে ঠাকুর লক্ষ্মণে।
চামর ঢুলায় তারে ভরত শত্রুঘ্ন
যোড়হাতে স্তব করে পবননন্দন।
এই রূপে বৈকুণ্ঠে আছেন গদাধর
বৈকুণ্ঠ চলিয়া যায় নারদ মুনিবর।
বীণা যন্ত্র হাতে করি প্রভুর গুণ গান
উত্তরিল গিয়া মুনি প্রভুর বিদ্যমান।
রূপ দেখি বিভোল নারদ মুনিবরে
বস্ত্র তিতিল মুনির নয়নের নীরে।
এ রূপ কেন ধরিয়াছে প্রভু নারায়ণে
এ কথা কহিব গিয়া যথা পঞ্চাননে।
ভূত ভবিষ্যত বর্ত্তমান শিব জানে
এ কথা কহিব গিয়া মহাদেবের স্থানে।
এতেক ভাবিয়া যান নারদ মুনিবর
উত্তরিল গিয়া মুনি শিবের গোচর।
কৈলাশ শিখরে আইল নারদ মহামতি
শিবকে বন্দিয়া পাছে বন্দিল পার্ব্বতী।

শিব বলেন নারদ ব্রহ্মা শুন দুই জন
বড়ই আনন্দ চিত্ত দেখি কি কারন।
ব্রহ্মা বলেন শুন দেব ভোলানাথ
গোলোকে দেখিলাম অপূর্ব্ব জগন্নাথ।
সদত দেখি কেবল লক্ষ্মী নারায়ন
চারি অংশ দেখিলাম কিসের কারন।
শুনিয়া ব্রহ্মার কথা শিবের হৈল হাস
সেই কথা এই কালে করিবেন প্রকাশ।
সেই রূপে আছেন তিনি পৃথিবীভিতর
জন্ম নিতে আছে ষাটি হাজার বৎসর।
রাবন রাক্ষস হবে পৃথিবী ভুবনে
তাহারে বধিতে যে জন্মিবেন তখনে।
দশরথের ঘরে জন্মিবেন চারি জন
রাম লক্ষ্মন হইবেন ভরত শত্রুঘ্ন।
এক অংশ নারায়ন চারি অংশ হৈয়া
তিন নারীর গর্ব্ভে জন্ম শুভক্ষন পাইয়া।
তিন নারীর গর্ব্ভে জন্ম হবে শুভক্ষনে
বাপের সত্য পালিতে রাম যাবেন বনে।

সীতা উদ্ধারিবেন রাম মারিয়ে রাবণে
লব কুশ নামে হবে সীতার নন্দনে।
গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা যত পাপ করে
একবার রামনামে সব পাপে তরে।
মহা পাপি হয়ে যদি রামনাম লয়
ভবসমুদ্র তার বৎসপাদ হয়।
হাসিয়ে বলেন ব্রহ্মা শুন ত্রিলোচন
পৃথিবীতে এমন পাপী আছে কোন জন।
শিব বলেন আমার কথায় প্রতীত নয় মন
মর্ত্ত্যপথে পাপী আছয়ে এক জন।
তারে গিয়া রামনাম দেহ একবার
তবেত জানিবে মুক্ত হইবে সংসার।
ব্রহ্মা নারদ তারা ভাবে দুই জন
পৃথিবীতে এমন পাপী আছে কোন জন।
চ্যবন মুনির পুত্র নাম রত্নাকর
দস্যুবৃত্তি করে সেই বনের ভিতর।
ব্রহ্মা নারদ দোঁহে সন্ন্যাসী হইয়া
রত্নাকরের কাছে দোঁহে মিলিল আসিয়া।

বিধাতার মায়া হেন রত্নাকরের তরে
সেই দিনে সেই পথে মনুষ্য নাহি চলে।
শুষ্ক বৃক্ষে চড়িয়াত চতুর্দ্দিগে চায়
ব্রহ্মা নারদেরে তবে দেখিবারে পায়।
তবে মুনি রত্নাকর লুকাইল বনে
সন্যাসী মারিয়া বস্ত্র লইব এক্ষনে।
ব্রহ্মা নারদ দোঁহে যান সেই পথে
লোহার মুদ্গর তোলে ব্রহ্মারে বধিতে।
ব্রহ্মার মায়াতে তার মুদ্গর রয় হাতে
মায়া করিল ব্রহ্মা না পারে বধিতে।
নাহি নড়ে নাহি পড়ে মুনি ভাবে মনেমন
ব্রহ্মা বলেন বাপু তুমি কোন জন।
রত্নাকর বলে তুমি না চিন আমারে
লইব তোমার বস্ত্র মারিয়া তোমারে।
ব্রহ্মা বলেন আমারে মারি কত পাবে বিন
কহিব যতেক পাপ করিয়াছ এক্ষন।
একশত শত্রু মারিলে যতেক পাপ হয়
একে গো বধিতে ততেক পাপ হয়।

বৃদ্ধা বলে সত্য করি না পলাব আমি
মাতা পিতাকে সুধাইয়া আইসগো তুমি।
কত দূরে যায় আর ফিরি২ চায়।
আমারে ভাঁড়াইয়ে পাছে সন্যাসী পলায়।
আগে পিতার কাছে করি নিবেদন
আদিকাণ্ড গান কীর্ত্তিবাস বিচক্ষন।

মনুষ্য মারিয়ে আমি যত ধন আনি
আমার পাপের না কি ভাগী বট তুমি।
শুনিল চ্যবন মনি পুত্রের বচনে
এমন কথা তোমারে বলিলে কোন জনে।
কোন শাস্ত্রে শুনিয়াছ কে কহিল তোমারে
পুত্র করিলে পাপ লাগেত পিতারে
অজ্ঞান ছাওয়াল তোরে কি কহিব কথা
যখন পিতা পুত্র হয় পুত্র হয় পিতা।
যখন ছাওয়াল ছিলে পিতা ছিলাম আমি
বৃদ্ধ ছাওয়াল এক্ষন পিতা হৈলে তুমি।

যখন আছিলে তুমি অতি শিশু কালে
অনেক দুঃখ করি আমি পুষেছি তোমারে।
সে যত করিয়াছি পাপ আপনার তরে
সে সব পাপের ভাগি না লাগে তোমারে।
এক্ষণ পিতা হইয়াছ পুত্র হৈয়াছি আমি
কোন প্রকার করিয়া পুষিতে চাহ তুমি।
মনুষ্য মারিতে তোমা বলে কোন জন
তোমার পাপের ভাগী হবে কোন জন।
শুনিয়ে বাপের বাক্য হেট মাতা করে
কাঁদিতেং গেল মায়ের গোচরে।
সত্য করিয়া মোরে কহগো জননী
আমার পাপের না কি ভাগী বট তুমি।
শুনিয়ে মায়ের দুঃখ বাড়িল অপার
বুঝিতে নারে যেবা এক দিনের ধার।
দশ মাস গর্ব্ভে ধরি পুষিলাম তোমারে
পুত্র করিলে পাপ না লাগে আমারে।
শুনিয়ে মায়ের বাক্য হেট কৈল মাতা
স্ত্রীর নিকটে গিয়া কহে সব কথা।

সত্য করিয়া প্রিয়া মোরে কহ বাণী
আমার পাপের না কি ভাগী বট তুমি।
শুনিয়া স্বামির বাক্য কহিছে সাক্ষাতে
নিবেদন করি প্রভু শুন প্রাণনাথে।
বিবাহিতা করিলে মোরে অর্দ্ধাঙ্গের ভাগি
এড়াইতে নারি এক পাপে এড়াইতে পারি।
যখন করিলে মোর পানিগ্রহন
সর্ব্বকাল করি তোমা রক্ষন পোষণ।
আর যত পাপ পুন্য ভাগ লাগে মোরে
প্রাণনাথের ভাগ না লাগে আমারে।
মনুষ্য মারিতে তোমা কোন জন বলে
কোন প্রকারে তুমি পুছিতে চাহ মোরে।
শুনিয়া ভার্য্যার কথা রত্নাকর ডরে
কেমনে তরিব আমি এ পাপ সাগরে।
কাঁদিতে লাগিল শুনি মুনির ভারথী
ডুবিনু পাপেতে মোর কি হইবে গতি।
দোহাঁর স্তুতি মুনি মাতায় মারিয়া
পড়িল ভূমেতে মুনি অচেতন হৈয়া।

উঠিয়া মুনির পুত্র ভাবিল অন্তরে
সেই মহাজন যদি কৃপা করে মোরে।
ব্রহ্মা নারদ যথা আছেন বসিয়া
পড়িল ব্রহ্মার পায় দণ্ডবত হৈয়া।
একে২ জিজ্ঞাসিনু সভাকার তরে
আমার পাপের ভাগী নাহিক সংসারে।
আপনি কৃপা করিয়া জ্ঞান দিলা তুমি
এ সব পাপে না কি মুক্তি পাব আমি।
ব্রহ্মা বলেন শুন মুনির কুমারে
স্নান করিয়া তুমি আইস সরোবরে।
আসিয়া দাণ্ডাইল সেই সরোবরের পাড়ে
দৃষ্টিমাত্র জল তার ভস্ম হৈয়া উড়ে।
শুকনাতে মরে সব মৎস্য মকর
আইল ব্রহ্মার কাছে না পাইয়া জল।
আছিল অগাধ জল এই সরোবর
আমার দৃষ্টিমাত্রে জল হইল অন্তর।

শুনিয়া হাসেন ব্রহ্মা নারদ তপোধনে
দুর্ণ হয়েছে পাপ তরিবে কেমনে।
কমণ্ডলে ছিল জল দিলেন মাতায়
মহামন্ত্র মুনি তারে কহিবারে যায়।
নিকটে আসিয়া ব্রহ্মা কহে তার কানে
এক বার মুখে তুমি বল রামনামে।
পাপে জড়িত জিহ্বা রাম বলিতে নারে
ও কথা আমার নাহি বদনেতে স্ফুরে।
শুনিয়া ব্রহ্মার বড় ভয় হইল মনে
ইহার মুখে রামনাম বেরবে কেমনে।
মকার করিলে আগে রা করিলে শেষে
তবে বা পাপীর মুখে রামনাম আইসে।
ব্রহ্মা বলেন ওপার করিয়া যে দেখি
মনুষ্য মারিলে বাপু কি বলিয়া ডাকি।
ব্রহ্মার কথা শুনিয়া বলে রত্নাকরে
মনুষ্য মারিলে আমি মড়া বলি তারে।
মড়া নয় মরা বল করি অনুমান
তখনি তোমার মুখে বেরবে রামনাম।

শুকনা কাষ্ঠ দেখিলেন বৃক্ষের উপরে
অঙ্গুলি বাড়াইয়া ব্রহ্মা দেখান তাহারে।
অনেক্ষনে রত্নাকর করি অনুমান
বলিল অনেক কষ্টে মরা কাষ্ঠখান।
মরাং বলিতে আইল রামনাম
সকল পাপেতে মুনি পাইল পরিত্রাণ।
তুলায় অগ্নিতে যেন ভস্ম হইয়া উড়ে
এক বার রামনামে পাপ গেল দূরে।
রামের মহিমা দেখি ব্রহ্মার তরাস
আদি কাণ্ড গাইল পণ্ডিত কির্ত্তিবাস।

•

ব্রহ্মা বলেন শুন নারদ তপোধন
যে কহিল মিথ্যা নহে শিবের বচন।
রামনাম দিয়া গেল ব্রহ্মা মুনিবর
সেই নাম জপে ষাটি হাজার বৎসর।
ষাটি হাজার বৎসর এক নাম জপে
সকল অঙ্গ খাইলে তার বল্মীকের পোকে।

মাংস খাইয়া পিণ্ড করিলে সোদর
কুশ কন্টক হইল তাহার ওপর।
খাইল সকল মাংস অস্থিমাত্র থাকে
তাহার ভিতর মুনি রামনাম ডাকে।
ব্রহ্মার মহূর্ত্ত ষাটি হাজার বৎসর
পুনর্ব্বার আইল তথা ব্রহ্মা মুনিবর।
সেইখানে আসি ব্রহ্মা চতুর্দ্দিগে চায়
মনুষ্য নাহিক কেবল রামনাম ময়।
রামনাম শুনেন সেই পিণ্ডির ভিতর
জানিলেন ইহার ভিতর আছে মুনিবর।
আজ্ঞা করিল ব্রহ্মা পুরন্দরের তরে
সাত দিন বৃষ্টি কর পিণ্ডির ওপরে।
মৃত্তিকা গলিয়া তার গেলত সকল
কেবল দেখিল অস্থি তাহার ওপর।
সৃষ্টি কর্ত্তা ব্রহ্মা এই করিল আহ্বান
পাইল শরীর মুখ ওঠিয়া দাণ্ডান।
দণ্ডবত্ হইয়া কহিছে সেই মুনি
রামনাম দিয়া মোরে মুক্ত কৈলে তুমি।

ব্রহ্মা বলে পূর্ব্বনাম ছিল রত্নাকর
আজি হইতে থুইলাম নাম পৃথিবীভিতর।
বালি বেড় হইল বাল্মীক মুনি নাম
সাত কাণ্ড কর গিয়া রামের পুরাণ।
যেই রামনাম হৈতে হইলে পবিত্র
সেই গ্রন্থ রচ গিয়া রামের চরিত্র।
যোড়হাতে বলে মুনি ব্রহ্মাবিদ্যমান
কেমন হইবে গ্রন্থ কেমন পুরাণ।
কেমন কবিতাছন্দ আমি নাহি জানি
শুনিয়া যে ব্রহ্মা ছন্দ করিল আপনি।
সরস্বতী ব্রহ্মার নির্ম্মল জিহ্বাতে
হইবে কবিত্বরাশি তোমার মুখেতে।
শ্লোকছন্দে তুমি যেবা করিবে পুরাণ
জন্মিয়াত সেই কর্ম্ম করিবেন রাম।
এত বলি ব্রহ্মা গেল স্বর্গ ভুবন
আদি কাণ্ড গান কীর্ত্তিবাস বিচক্ষণ।

এক দিন বাল্মীকি সরোবরের তীরে
রামনাম জপেন বসিয়া বৃক্ষতলে।
ক্রৌঞ্চ ক্রৌঞ্চী বসিয়া আছেন বৃক্ষডালে
ব্যাধ আসিয়া পক্ষী বিন্ধিলেক বলে।
বিন্ধিলেক ব্যাধ পক্ষী শৃঙ্গারের কালে
ছট ফট করিয়া পড়ে বাল্মীকির কোলে।
রামনাম বলে মুনি কানে দিল হাত
জীব হত্যা কৈল পাপী আমার সাক্ষাত।
শৃঙ্গারে মারিলে পক্ষী বড়ই কুকর্ম্ম
পাপিষ্ঠ নারকী তুই নহিল কোন ধর্ম্ম।
বিনা অপরাধে হিংসা কর পক্ষিজাতি
বুঝিলাম তোমার নরকে হইবে স্থিতি।
এত বলিয়া মুনি শাপ দিল তাকে
সেই শোকে এক শ্লোক বারাইল মুখে।
শোক হইতে শ্লোক হৈল ওপাদনি
মানিষাদ বলিয়া তাহার হৈল নাম।
চারি চরণ অক্ষ পদ মুনি লেখে পাতে
আপনি লিখিল মুল না পারে বুঝিতে।

ভরদ্বাজ মুনির কাছে দিল দরশন
গুরু শিষ্য বসিয়া ভাবেন দুই জন।
ব্রহ্মা পাঠাইয়া দিল নারদের তরে
উপদেশ কহিয়া আইস বাল্মীকির তরে।
যেখানে বাল্মীকি মুনি ভাবিছেন বসিয়া
সেইখানে নারদ মুনি উত্তরিল গিয়া।
নারদে দেখিয়া মুনি উঠিল সম্ভ্রমে
দণ্ডবত করি দিল বসিতে আসনে।
সেই শ্লোক দিল মুনি নারদের তরে
নারদ করিয়া অর্থ বুঝাইল তাহারে।
এই শ্লোকছন্দে কয় রামায়ন পুরান
উপদেশ কহি আমি কর অবধান।
সূর্য্যবংশে রাজা হবে দশরথ নাম
রাবন বধিতে জন্মিবেন ভগবান।
রাম লক্ষন হইবেন ভরত শত্রুঘ্ন
তিন নারীর গর্ভে জন্মিবেন চারি জন।
সীতা দেবী জন্মিবেন জনকের ঘরে
ধনুক ভাঙ্গিয়ে বিভা করিবেন তাহারে।

বাপের সত্য পালিতে রাম যাবেন বন
সঙ্গেতে যাবেন রামের জানকী লক্ষ্মণ।
সীতা হরিয়া লবে লঙ্কার রাবন
সুগ্রীব বানরে রাম করিবেন মিলন।
বালিকে মারিয়া তারে দিবে রাজ্যভার
সুগ্রীব করিয়া দিবে সীতার উদ্ধার।
দশ মুণ্ড বিশ হাত মারিয়া রাবন
অযোধ্যায় রাজা হইবেন দেব নারায়ন।
অগাস্ত্য কহিবেন রাবনের দিগবিজয়
পুনরপি সীতাকে বর্জ্জিবে মহাশয়।
পঞ্চ মাস গর্ব্ব সীতা পাঠাবেন বনে
লক্ষ্মন যাবেন রাখিতে তোমার আশ্রমে।
কুশ লব নামে হবে সীতার নন্দন
তাহাকে শিখাও তুমি বেদ রামায়ন।
রাজ্য করিবেন এগার সহস্র বৎসর
পুত্রে রাজ্য দিয়া যাবেন স্বর্গের উপর।
জন্ম হৈতে কহিলাম স্বর্গ আরোহন
জন্মিয়া করিবেন ইহা প্রভু নারায়ন।

এত বলি নারদ মুনি গেল স্বর্গবাস
আদি কাণ্ড রচিল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাস।

সৃষ্টি সৃজন করিয়াছে মুনিবরে
লক্ষ্মীর জনম করিলেক জনক রাজার ঘরে।
সাগর মথনেতে হইল ওপাদান
চাঁদের বেটা বুধ হইল বলবান।
পুরুঘুচ নামে হৈল তাহার নন্দন
তাহার বেটা সত্যবর্ত্ত জানে সর্ব্ব জন।
স্বর্গ নামেতে তাহার হইল কোঙর
তাহার পুত্র হইল শ্বেত নৃপবর।
নিমি নামেতে হৈল তাহার নন্দন
নিমিকে প্রশংসা করে যত দেবগণ।
সভে মেলি তাহার শরীরখান মথে
তাহাতে জন্মিল পুত্র নাম তার মিথে।
মিথিলা বলিয়া সে বসাইল নগর
জনক কুশধ্বজ হৈল তাহার কোঙর।

কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিচক্ষণ
চন্দ্রবংশ রচনা করিল তপোধন।

আদি পুরুষ হইল নাম নিরঞ্জন
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর পুত্র তিন জন।
তিন পুত্র হইল কন্যা একখানি
কন্দিনী বলিয়া নাম সবাই বাখানি।
ভরতঋষির মুনির পুত্র বিনানারদ জানি
তারে বিভা দিল সেই কন্দিনী ভগিনী।
সভে গীত গায় নারদ বাজায় বেনু
তাহাতে জন্মিল কন্যা নাম হইল ভানু।
তাহার বিবাহ দিল জামদগ্ন্য বরে
এক অংশে নারায়ন জন্মিল তার ঘরে।
ব্রহ্মার কাজেতে তার পড়িয়াছে বীচ
তাহাতে জন্মিল পুত্র নাম তার মরিচ।
মরিচের পুত্র কশ্যপ নাম ধরে
সূর্য্য তাহার পুত্র বিদিত সংসারে।

দুর্ব্বর বেটা হইল মনুনাম বীরে
সুচেল ... র বেটা বিদিত সংসারে।
... বেটা অতি বলবান
তার পুত্র হৈল জীবন্যাস নাম।
জীবন্যাস হইল রাজা অযোধ্যা নগরে
বিভা করিতে গেল কন্দক রাজার ঘরে।
কন্দক রাজার কন্যা নাম কালনিধি
তাহা বিভা কৈল জীবন্যাস গুণাগ্রনি।
বিভা করি থুইয়া গেলেন নিজ ঘরে
লজ্জা দুঠাইয়া কন্যা বলে বাপের তরে।
এমন পুরুষে বিভা দিলা সন্তোষ না করে
এত শুনি কন্দক রাজা পাঠিল নরবরে।
তপস্যা করিয়া ঘরে আইল রাজন
ব্রাহ্মণ দেখিয়া রাজা করিল প্রণাম।
আশিষ করহ আমার হউক নন্দন
স্ত্রীর সহিত তোমার নাহি দরশন।
কেমনে বলিব ইহা হউক নন্দন
এই যুক্তি করিল সকল ব্রাহ্মণ।

যজ্ঞ করিল তবে সকল ব্রাহ্মণ
পুত্র হইবে অনেক বকন পুংসবন।
এই জল রানীকে করাবে ভক্ষণ
হইবে তোমার পুত্র অতি বিলক্ষণ।
জল নিয়া থুইল রাজা আপনার ঘরে
শয়ন করিল রাজা খাটের উপরে।
যখন রাত্রি হইল দ্বিতীয় প্রহর
জল আন বলি রাজা হইল কাতর।
তৃষ্ণায় পীড়িত রাজা হইল আকুলে
পুংসবন জল ছিল মুখে নিয়া ঢালে।
প্রাতঃকালেতে হইল সূর্য্যের কিরণ
জল আন বলি ডাকে যতেক ব্রাহ্মণ।
রাজা বলে গোসাঞি করি নিবেদন
রাত্রি কালে জল আমি করেছি ভক্ষণ।
এ কথা শুনিয়া বলে মুনি মহামতি
রাত্রি কালে জল খাইলে হবে গর্ব্ভবতী।
শশুরের শাপ তার ব্যর্থ নহিল
জীবনাশ মহারাজা গর্ব্ভবতী হইল।

দশ মাস গর্ভ তার হইল সুস্থির
পেট চিরিয়া ছাওয়াল হইল বাহির।
প্রাণ ছাড়িল রাজা করিয়া ব্যগ্রতা
ব্রহ্মা আসিয়া নাম থুইল মানধাতা।
অযোধ্যা নগরে রাজা হইল মানধাতা
এক দ্বীপে কর্ত্তা নহে সপ্ত দ্বীপে কর্ত্তা।
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুঠাম
আদি কাণ্ড গাইল মানধাতার উপাখ্যান।

মানধাতার পুত্র হইল নাম মুচকুন্দ
রণ পাইলে তাহার হৃদয়ে আনন্দ।
তাহার পুত্র হইল পৃথু নৃপবরে
ছয় সাগর হইল রথের চাকার ভরে।
তাহার পুত্র হইল ইক্ষ্বাকু নরপতি
বশিষ্ঠে নারদে কৈল রথের সারথি।

সত্যাবর্ত্ত নামে তার হইল কোঙর
আর্য্যাবর্ত্ত নামে পুত্র বিদিত সংসার।
তাহার পুত্র হইল ভরত বলবান
যাহা হইতে হইল ভারত পুরাণ।
ভ্রুতর নামে তাহার হইল কোঙর
যাণ্ডা নামে তার পুত্র অযোধ্যা নগর।
যাণ্ডার বেটা সেই দণ্ড নাম ধরে
প্রজা লোকের ঝি বহু বলাৎকার করে।
সকল প্রজা করিল রাজাকে গোহারি
তোমার পুত্রের তরে ছাড়ি অযোধ্যা নগরী।
এ কথা শুনিয়া তবে যাণ্ডা রাজন
পুত্রের বিবাহ রাজা দিল ততক্ষণ।
তবে দণ্ড পুত্রে রাজা পাঠাইল বন
বনে প্রবেশ করে দণ্ড যে রাজন।
বনমধ্যেতে গিয়া দণ্ড নৃপবরে
দণ্ড অরণ্য বলি বসাইল নগরে।
তাহাতে বৈসে তবে শুক্র মুনিবরে
নিত্যং দণ্ড রাজা যায় পড়িবারে।

এক দিন শুক্র গেল তপস্যা করিবারে
হেন কালে রাজা গেল পড়িবার তরে।
অব্জা গিয়াছিল পুষ্প আহরণে
অব্জাকে বলে মোরে দেহ আলিঙ্গনে।
অব্জা বলে আমি কহি তোমার ঠাঁই
বাপুর ঠাঁই পড় তুমি সম্বন্ধে হও ভাই।
বিভা করিবারে তোমার যদি থাকে মন
বাপুর ঠাঁই তুমি তবে করহ নিবেদন।
রাজা বলে ও কথায় প্রতীত নহে মন
পাছে বিভা করহ আগে দেহ আলিঙ্গন।
শুক্রর কন্যা বেটা না করিল বিচার
পুষ্পবাড়িতে তারে করে বলাৎকার।
প্রথম যুবক রাজা যুবতী দরশন
নখাঘাতে রক্তপাত হৈল ততক্ষণ।
তপস্যা করিয়া মুনি শুক্র আইল ঘরে
পিতা দেখিয়া তখন দিল আসন জলে।
দিনান্তরের ভোকে মুনির পোড়ে কলেবরে
কন্যা দেখিয়া মুনি কুপিল অন্তরে।

মুনি বলে অস্তা কহি যে তব স্থান
সর্ব্বাঙ্গ দেখি তোমার শৃঙ্গারের লক্ষন ।
লজ্জা ঘুচাইয়া কন্যা কহে বাপের পাশে
তোমার পুত্র দণ্ড রাজা কৈল জাতি নাশে ।
এ কথা শুনিয়াত কুপিল মুনিবরে
দণ্ডক বলিয়া মুনি ডাকেত সত্বরে।
পুতি কান্দে করিয়া দণ্ড আইসে পড়িবারে
দণ্ডে দেখিয়া মুনি কহিল তাহারে ।
পড়িয়া শুনিয়া তোকে করিনু চেতনা
ভাল বুঝিয়া দিয়াছ আজি গুরুর দক্ষিণা ।
এমত কুপুত্র যার বংশেতে জনম
নির্ব্বংশ হওক সেই যাও রাজন ।
কোপ দৃষ্টিতে চাহিল মুনি মহাঋষি
রাজ্য পুড়িয়া যাও হৈল ভস্মরাশি
অযোধ্যাতে যাও রাজা ছাড়িল জীবন
নির্ব্বংশ হইল সূর্য্যবংশের জনম ।
অযোধ্যাতে হৈল রাজা বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ
পুত্র সমান করিয়া পালে প্রজাগণ ।

মুনি বলে জপ তপ সব নষ্ট হৈল
মিচা রাজ্য করিয়া যে জন্ম গোঁডাইল।
ধ্যান করিয়া জানিল বশিষ্ঠ ব্রাহ্মন
অম্বার হইবেক উত্তম নন্দন।
যে কালে অম্বা ছিল ঋতুস্নানে
সেই কালে দণ্ড করিল বলাৎকারে।
অম্বাকে পাঠাইয়া দেহ অযোধ্যা নগরে
অযোধ্যাতে রাজা হৈবে অম্বার কোঙরে।
ধ্যানেতে জানিল তবে গুরু মহামতি
অযোধ্যা পাঠাইয়া দেহ রাজা হৈবে নাতি।
অম্বাকে লৈয়া যাও অযোধ্যা নগরে
হরিত নামে হইল অম্বার কোঙরে।
হরনে হৈল তার নাম হরিত
মুনি তারে করিল সমগ্র আশিষ।
দিনেং বাড়ে হরিত নৃপবরে
ছয় মাসের মধ্যে অন্ন দিল মুনিবরে।
এক বৎসর হৈল রাজার কোঙর
বসাইল নিয়া সিংহাসনের উপর।

হরিত বলে মাতা করি নিবেদন
অল্প কালে বিধবা হৈলে কিসের কারন।
এই কথা শুনিয়া রানী কহিছে নিশ্চয়
তোমার বাপের সঙ্গে আমার বিভা নাহি হয়।
তোমার বাপ আমারে করিল বলাৎকার
আমার বাপ তোমার বাপে করিল সংহার।
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুঠাম
আদি কাণ্ড গাইল দণ্ডক উপাখ্যান।

হরিতের বেটা হরিবীজ নাম ধরে
হরিবীজ রাজা হৈল অযোধ্যা নগরে।
হরিবীজ রাজ্য করে হরিয়া পরবধূ
তাহার পুত্র হৈল হরিশ্চন্দ্র বিধু।
হরিশ্চন্দ্র পুত্রেরে দিয়া সর্ব্ব দেশ
স্বর্গ গঙ্গাতে রাজা করিল প্রবেশ।
বাপ অবিদ্যমানে হরিশ্চন্দ্র রাজা
পুত্রের সমান পালে লোক জন প্রজা।

সোমদত্ত রাজার কন্যা সত্যা নাম যাঁরে
তাহা বিভা কৈল হরিশ্চন্দ্র নৃপবরে।
বিভা করিয়া রাজা অন্তরে উল্লাস
পুত্র হইল নাম থুইল রুহিদাস।
সুখে রাজ্য করেন হরিশ্চন্দ্র রাজন
স্বর্গ লইয়া কিছু শুনহ বচন।
এক দিন সভা করিয়া বসিল সুরপতি
পঞ্চ কন্যা নৃত্য করে প্রথম যুবতী।
নাচিতে২ তার বাড়ী গেল রঙ্গী
এক বার পঞ্চ কন্যার হইল তাল ভঙ্গী।
তাহা দেখিয়া কোপ করিল পুরন্দরে
ক্রোধ করিয়া শাপ দিল কন্যার তরে।
যৌবন অহঙ্কার তোদের হয়েছে এমন
বিশ্বামিত্রের তপোবনে থাকগা বন্ধন।
চরনে ধরিয়া কন্যা করিছে ক্রন্দন
কত কালে হবে বল শাপ বিমোচন?
বন্দী হইলে বিশ্বামিত্রের তপোবনে
মুক্ত হইবে হরিশ্চন্দ্র দরশনে।

নিত্য রূপসী আসি পুষ্প করে আহরণ
ডাল ভাঙ্গে ফুল তোলে আপনার মন।
আজি শিষ্য নিয়া মুনি বনের ভ্রমণে
ডাল ভাঙ্গা গাছ সব দেখিয়ে গেল মনে।
এমন করিয়ে ডাল ভাঙ্গে যেই জন
কালি আইলে লাগিবে লতার বন্ধন।
এত বলি শাপ তারে দিল মুনিবরে
প্রাতঃকালে আইল পুষ্প আহরণ তরে।
যেই কালে কন্যা আসি ডালে ভর দিল
লতার বন্ধন তেমতি হাতেতে লাগিল।
প্রাতঃকালে আইল মুনি বনের ভ্রমণে
কন্যা দেখিয়ে বড় তুষ্ট হইল মনে।
ডাল ভাঙ্গিয়ে ফুল তুলিস কি কারণ
সভা করি বসিয়াছেন হরিশ্চন্দ্র রাজন।
মৃগয়া করিতে রাজা করিল গমন
মৃগ না পাইয়া রাজা দুঃখিত হইল মন।
মনস্তাপ হইয়ে রাজা বসিল তরুতলে
হরিশ্চন্দ্র বলিয়া কন্যা ডাকে উচ্চস্বরে।

ক্রন্দন শুনিয়ে রাজা গেল তপোবনে
ছোবামাত্র মুক্ত হয়ে গেল পঞ্চ জনে।
আশ্চর্য্য দেখিয়ে হরিশ্চন্দ্র রাজন
সভা সহিত রাজা করিল গমন।
প্রাতঃ কালে আইলেন গাধির নন্দন
কন্যা না দেখিয়ে দুঃখিত হইল মন।
আমি যে বান্দিনু ছাড়াইল কোন জন
রাজ্য নাশ হৈল তার সংশয় জীবন।
ধ্যান করিয়া জানিল গাধির নন্দন
হরিশ্চন্দ্র ছাড়াইয়ে দিল কন্যাগণ।
ক্রোধ করিয়া মুনি চলিল সত্বর
উত্তরিল গিয়া মুনি রাজা বরাবর।
মুনি দেখিয়া রাজা কৈল অভ্যার্থনা
আইস২ বলিয়া দিল বসিতে আসন।
সফল গৃহস্থ মোর সফল জীবন
মোর ঘরে আইলা মুনি গাধির নন্দন।
জ্বলন্ত আগুনি যেন কুপিত তপোধন
আমি যে কন্যা বান্দিনু ছাড়ালে কি কারণ।

আমার নাম করি কন্যা করিছে ক্রন্দন
মিথ্যা বলিতে নারী গোসাঞি বরেজি চাড়ন।
দান পুন্য করি গোসাঞি তুমিয়ে ব্রাহ্মন
আমাকে এত ক্রোধ কেন কর তপোধন।
এ কথা শুনিয়ে কহে গাধির কুমারে
দান পুন্য কর তুমি অহঙ্কার অন্তরে।
কেমন দান করিস বেটা দেখি তোর মন
আমারে কিছু দান দেহত রাজন।
রাজা বলে কমল হস্ত কমল বদন
মোর দান লবে প্রভু গাধির নন্দন।
যাহা চাহ তাহা দিব না করিব আন
নানা দানেতে গোসাঞি করিব সম্মান।
মুনি বলে দান দেহ হরিশ্চন্দ্র রাজন
আগে করহ তুমি সত্য নির্বন্ধন।
রাজা বলে সত্য সত্য না করিব আন
এ সত্য লঙ্ঘিলে না পাই ভগবান।
সত্য করিল রাজা না বুঝিয়ে ছন্দ
মৃগ বন্দি হৈল যেন না বুঝিয়া ফান্দ।

মুনি বলে দেখাহ সকল দেবগণ
রাজন করিবেন মোর সত্য পালন।
মুনি বলে দান দেহ যে ইচ্ছা অন্তরে
পৃথিবী রাজন দান দেহত আমারে।
পৃথিবী দান রাজা করে পরিপাটি
হাতে করি আনিল তিন তোলা মাটি।
পৃথিবী দান করিল হরিশ্চন্দ্র রাজন
স্বস্তি স্বস্তি বলিয়া নিল গাধির নন্দন।
পৃথিবী দান রাজা পাইনু এক্ষন
দানের দক্ষিনা রাজা দেহত কাঞ্চন।
রাজা বলে দক্ষিণা দিব না করিও ঘৃণা
দানের দক্ষিনা দিব সাত কোটি সোনা।
মুনি বলে বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন
শীঘ্রগতি আনিয়া দেহ সাত কোটি কাঞ্চন।
রাজা বলেন ভাণ্ডারী বলি তোর তরে
শীঘ্রগতি আনি ধন দেহত আমারে।
দৃঢ় করি বলে মুনি গাধির কোঙর
কিসের অধিকার তোর ভাণ্ডারী উপর।

পৃথিবী দান দিলে সকল আমারে
ভাণ্ডারী কাহার ধন দিবেক তোমারে।
এ কথা শুনিয়া রাজা ছাড়িল নিশ্বাস
আপনা আপনি বুঝি করিনু সর্ব্বনাশ।
দান পুণ্য করিস বেটা অহঙ্কার অন্তরে
পৃথিবী ছাড়িয়া বেটা যাহ অন্যান্তরে।
পাত্র মিত্র লৈয়া সাধিছে মহামুনি
হরিশ্চন্দ্রকে দেহ পটি এক খানি।
শূচ্যগ্রেতে যত ওঠে বসুমতী
ওহাকে না দেয় বিশ্বামিত্র মহামতি।
পাত্র মিত্র বলে শুন গাধির কোঙরে
কোথায় বসিবে হরিশ্চন্দ্র নৃপবরে।
এত শুনি ক্রোধ করি যায় মহাঋষি
পৃথিবী শূন্য রাজা আছে বারানশী।
সব্যা নারী লৈল পুত্র রুহিদাস
তিন জন থাকিতে চলে বারানশীবাস।
মুনি বলে শুন রাজা আমার বচন
আমাকে দিয়া যাহ সাত কোটি কাঞ্চন।

রাজা বলে গোঁসাঞি না করিহ ঘৃণা
সাত দিন বই দিব সাত কোটি সোনা।
সাত দিন পথে রাজা বাহিয়া গেল
হেন কালে গিয়া মুনি পথে আগুলিল।
আমার কথা শুনহ হরিশ্চন্দ্র রাজন
আগে দেহ আমার সাত কোটি কাঞ্চন।
সব্যার সহিত রাজা যুক্তি করিল
কি দিয়া মুনির আমি কাঞ্চন সুধিব।
সব্যা বলেন প্রভু বলি তোমার তরে
আমাকে বেচ নিয়া এই হাটের ভিতরে।
স্ত্রী লইয়া চলে রাজা হাটের ভিতরে
দাসী কেন বলি রাজা ডাকে উচ্চস্বরে।
এক ব্রাহ্মণ ছিল সাধুবৃত্তি করে
একটি দাসীর কর্ম্ম আজয়ে আমারে।
ব্রাহ্মণ বলেন শুহে পুরুষরতন
দাসীর মূল্য নিবে কতেক কাঞ্চন।

রাজা বলে নাহি জানি মিথ্যা বচন
দাসীর মুল্য গোঁসাঞি চারি কোটি কাঞ্চন।
এ কথা শুনিয়া বিপ্র দিব বাক্য বৈল
চারি কোটি কাঞ্চন দিয়া দাসীরে কিনিল।
দাসী নিয়া ব্রাহ্মণ যায় আপনার বাস
মায়ের কাপড় ধরি কান্দে রুহিদাস।
অঞ্চলে ধরিয়া পুত্র যায় গড়াগড়ি
চাড়া বলিয়া বিপ্র দেখাইল বাড়ি।
সব্যা বলেন গোঁসাঞি করি নিবেদন
তিনি কড়িতে কিনিয়া লহ আমার নন্দন।
এ কথা শুনিয়া বিপ্র হইল বাতুল
তোমা দোঁহার তরে কোথা পাইব তণ্ডুল।
সব্যা বলে যে অন্ন দিবে আমার তরে
সেই অন্ন ভক্ষণ করাইব কোঙরে।
ক্রোধ করিয়া বিপ্র বলেন বাতুল
দিন প্রতি পাইবে এক সের তণ্ডুল।
দাসী কিনি ব্রাহ্মণ যায় আপনার স্থানে
সুবর্ণ লইয়া গেল মুনির বিদ্যমানে।

অল্প দেখিয়া তবে জানিল তপোধীন
অল্প জ্ঞান করিস হরিশ্চন্দ্র রাজন।
সাত কোটি লইব ঘাটি নহে সাত রতি
পার না ঠেলিহ বিশ্বামিত্র মহামতি।
এ কথা শুনিয়া মহানুম্মাদ ভাবিল
মাথায় হাত দিয়া রাজা হাটে চলি গেল।
হাটখানি বৈসে বারানশীতীরে।
তৃণ বান্ধিয়া সান্ধাইল হাটের ভিতরে।
নফর কিনিবে বলি ডাকে উচ্চস্বরে
কাল নামে হাড়ি ছিল ধর্ম্ম অবতারে।
সে বলে 'নফরকর্ম্ম' আছেত আমারে
একটি নফর চাহি শুকর রাখিবারে।
এ কথা শুনিয়া রাজা বলিছে বচন
আমি যে কহি তাহা করিবে পালন।
কালু বলে শুন অহে পুরুষরতন
তোমার মুল্য লবে কতেক কাঞ্চন।
রাজা বলে নাহি জানি মিথ্যা বচন
আপন মুল্য নিব তিন কোটি কাঞ্চন।

এ কথা শুনিয়া হাড়ি বিলম্ব না কৈল
তিন কোটি কাঞ্চন দিয়া নফর কিনিল।
সাত কোটি সোনা দিয়া দিল মুনিবরে
ধন পাইয়া মুনি চলিল অযোধ্যা নগরে।
কালু বলে শুন অহে পুরুষরতন
কি নাম তোমার কহ কাহার নন্দন।
কহিতে লাগিল রাজা করিয়া প্রবন্ধ
বাপ মায়ে নাম থুইল হরিশ্চন্দ্র।
হরিশ্চন্দ্র নাম তোমার কত বলিব ধরায়া
কানে বলিব হরি বদনে বলিব হরায়া।
নফর লইয়া কালু যায় আপন বাস
হরিশ্চন্দ্র ঘুচাইয়া হৈল হরিদাস।
কালু বলে হরিদাস বলি তোর তরে
শূকর গুলি রাখিবে বারানসীতীরে।
হরিদাস বলেন করি নিবেদন
সভে না বলিবে মোরে করিতে ভোজন।
বারানশীর তীরে মশান মরা দাহ করি
মরা পাছু লইবে পঞ্চাশ কাহন কড়ি।

কর্ম্ম সুপিয়া হাড়ি গেল নিজ ঘরে
ডাক দিয়া আনিল রাজা সকল শূকরে।
বলিতে লাগিল হরিশ্চন্দ্র রাজন
এক কথা শূকর সব করিবে পালন।
দান পুন্য করিনু দক্ষিন হস্তখানে
তোমাদের মল মূত্র মুছিব কেমনে।
এক সত্য পালিবে সকল শূকরে
লগ্ন গুর্ব্বি করিবে যে এক দৌড় অন্তরে।
হরিশ্চন্দ্র বাক্য পালিল সকল শূকরে
লগ্ন গুর্ব্বি করিব এক দৌড় অন্তরে।
ভস্ম করিয়া চুল রাজা বান্ধে কুটি চুলি
বারানশীর তীরে রাজা করে দৌড়দৌড়ি।
রাজচিহ্ন রাজার সকল দূরে গেল
পাটনির বেশ রাজা তখন ধরিল।
সব্যা রহিল হোথা ব্রাহ্মণের ঘরে
এক সের তণ্ডুল দেয় সব্যা নারীর তরে।
তিন পোয়া রুহিদাস খান তিন বারে
এক পোয়া খান সব্যা ব্রাহ্মণের ঘরে।

ব্রাহ্মণ বলে শুন সব্যা আমার বচন
তোমার ভাগ্য যাইয়া ফেনে তোমার নন্দন।
কালি হইতে আমি করিব দেবার্চ্চন
তোমার পুত্রে পাঠাব পুষ্পের করিতে আহরণ।
পুষ্প আহরনে যাউক তোমার কোঙরে
আর কিছু বাড়াইয়া দিবত তণ্ডুলে।
সব্যা বলে যে আজ্ঞা করিবে যখন
সেই আজ্ঞা পালিবে আমার নন্দন।
সুবর্ন সাজি লইল সুবর্ন আঁকড়ি
পুষ্প তুলিতে বিশ্বামিত্রের উপবনে নড়ি।
ডাল ভাঙ্গি ফুল তোলে আপনার মনে
এক দিন আইল মুনি বনভ্রমণে।
ডাল ভাঙ্গা দেখিয়া মুনি ভাবিল মনে
এমন কুকর্ম্ম আসি করে কোন জনে।
ধ্যান করি জানিল মুনি গাধির কোঙরে
পুষ্প তুলিতে আসে হরিশ্চন্দ্রের কোঙরে।
ব্রাহ্মণের ঘরে মাতা ছাড়িয়া মার বাপ
কালি যদি আইসে তার বুকে যাবে সাপ।

এত বলি শাপ দিল মুনি তপোধন
রাত্রি কালে হোথা সব্যা দেখেছে স্বপন।
প্রাতঃকালে হৈল যখন সূর্য্যের কিরণ
পুষ্প তুলতে যায় রাজার নন্দন।
পুষ্প তুলতে চলে রাজার কোঙর
হেন কালে সব্যা তার ধরিল গিয়া চাদ।
পুষ্প তুলিতে না যাইহ মুনির তপোবনে
সাচা যাইবে প্রাণ তোমার নন্দনে।
কহিলেন সবে এতা কেমনে থাকিব ঘরে
দুর্ম্মুখা দুরজন অন্ন না দেবে তোমারে।
ভাইর পুত্র হৈলে করে মা বাপের ভজন
তোমার অন্ন খাইয়া থাকব সর্ব্বজন।
নাহি রাখে শিশু মায়ের বচন
পুষ্প তুলিতে যায় রাজার নন্দন।
ইহা বলি যাইল সুন্দর তপোবনে
নানা জাতি পুষ্প তোলে রাজার নন্দনে।
জাতি যুথি দুর্য্যতি তুলিল রঙ্গীন
পারিজাত তুলিয়া তুলসে পাবন।

বাকস নাভদ্রা বেনা তুলিছে ছিভল
গোলাপ আকন্দ তোলে সকলি টগর।
অবশেষে শ্রীফলে আকড়ি ভেঙ্গাইল
ডালেতে আছিল সাপ বুকেতে খাইল।
সর্বাঙ্গে শিশুর বেড়িল বিষের জ্বালে
ভূমেতে পড়িল শিশু মুখে ভাঙ্গে লালে।
আকাশে বেলা হৈল দ্বিতীয় প্রহর
তবু সে রাজার পুত্র না আইল ঘর।
গুঠ বৈসা করি তবে কহিছে ব্রাহ্মণ
এক্ষন না আইল কখন করিব দেবার্চ্চন।
সব্যা বলে গোসাঞি করি নিবেদন
দেখিয়ে আসি গিয়া কোথা আছয়ে নন্দন।
পুত্র দেখিতে সব্যা করিল গমন
মুনির তপোবনে আসি দিল দরশন।
তপোবনে চাহিয়া বেড়ায় চাওয়ালেরে
বৃক্ষের তাড়ে পড়িয়াছে রাজার কুমারে।
পুত্র দেখিয়া সব্যা পড়িল আথান্তরে
পড়িল কলার গাছ ভাঙ্গিল ডালে মূলে।

পুত্র কোলে করে সব্যা করিছে ক্রন্দন
কোথা যদি গেল পুত্র কহিত নন্দন।
কোথা গেলে ওহে প্রভু হরিশ্চন্দ্র রাজন
আসিয়া দেখহ তোমার মরিল নন্দন।
ধর্ম্ম করিতে দুঃখ দিল নারায়ন
অগ্নিতে পুড়িয়া আজি ত্যজিব জীবন।
পুত্র কোলে করি সব্যা করিছে গমন
এমন কেহ নাহি যে দেয় প্রবোধ বচন।
পুত্র কোলে করি সব্যা করিছে ক্রন্দন
[illegible] ব্রাহ্মণ।
পুত্র কোলে করি সব্যা ছাড়ে নিশ্বাস
পুত্র কোলে করি গেল ব্রাহ্মণের পাশ।
নিবেদন করি শুন সবল ব্রাহ্মণ
সাপে খাইল [illegible] ত্যজিল নন্দন।
মরা কোলে করি কেন করিছ ক্রন্দন
মরিলে জন্ম আছে জন্মিলে মরণ।
মরা লইয়ে যাহ তুমি বারানশীতীরে
কাষ্ঠচিতা করি অগ্নি জ্বালহ শিরে।

মরা লৈয়া গেল সব্যা বারানশীতিরে
সব্যা লইয়া গেল ব্রাহ্মন থাকে ঘরে ।
মরা লৈয়া গেল সব্যা বারানশীবাস
হাতেতে মুদ্গর করি আইসে হরিদাস ।
হরিদাস বলে আমি মরা দাহন করি
মরাপাছু দিবে মোরে পঞ্চাশ কাহন কড়ি ।
হরিদাস বলে তোমায় কহিলাম নিশ্চয়
তোমারে সে বলি ঘাটি আন নাহি হয় ।
অন্য ঘাটেতে লৈয়া পোড়াহ কুমার
বিধাতা করিল মোরে হাড়ির নফর ।
সব্যা বলেন গোঁসাঞি বলিতে ভয় বাসি
বিধাতা করিল মোরে ব্রাহ্মনের দাসী ।
সব্যা বলে আজ্ঞা কর ঘাটের পাটনি
চিরিয়া দিব আমি বস্ত্র অর্দ্ধখানি ।
এতেক শুনিয়া তবে সব্যার বচন
হাতেতে মুদ্গর লৈয়া আইসে রাজন ।
পুত্র লইয়া সব্যা পড়িল আথান্তরে
হরিশ্চন্দ্র বলিয়া সব্যা কাঁদে উচ্চস্বরে ।

কোথাকারে প্রভু হরিশ্চন্দ্র রাজন
আসিয়া দেখাহ তোমার মরল নন্দন।
হরিশ্চন্দ্র বলিয়া সব্যা কান্দে বিদ্যমান
ততক্ষণেত রাজার হৈল তবে জ্ঞান।
হরিশ্চন্দ্র বলিয়া রাণী করিছে ক্রন্দন
আমাকেত বলিলা হরিশ্চন্দ্র রাজন।
সব্যা বলে হরিং এই ছিল কপালে
আমার রূপে পাটনি পড়িল ভূমিতলে।
কোথায় অযোধ্যায় ছিলাম রাজার রমণী
এক্ষন পরিহাস করে ঘাটের পাটনি।
হরিদাস বলে প্রিয়ে বলি তোমার ঠাই
সকলি পাসরিলে কিছুই মনে নাই।
সোমদত্ত রাজার কন্যা সব্যা তোমার নাম
তোমারে বিভা করিলাম অতি অনুপম।
রুইদাস নামে তোমার হইল নন্দন
আমার রাজ্য নিল বিশ্বামিত্র তপোধন।
এ কথা শুনিয়া রাণী চাহিতে লাগিল
কপালে নিশানা ছিল তখনি চিনিল।

তথনি পুত্র কোলে করি করিছে ক্রন্দন
কোথা এড়িয়া গেলে বাপু কহিত নন্দন।
ধৈর্য্য করিতে দুঃখ দিল নারায়ন
অগ্নিতে পুড়িয়া আজি ত্যজিব জীবন।
চন্দন কাষ্ঠেতে তখন স্থাপিয়া চিতা
মধ্যে রাখিল পুত্র পাশে পিতা মাতা।
যেই মাত্রেতে অগ্নি দিবেন চিতাতে
হেন কালে ধর্ম্মরাজ ধরিলেন হাতে।
অগ্নিতে পুড়িয়া কেন ত্যজিবে জীবন
আমরা জীয়াইয়া দিব তোমার নন্দন।
পদ্ম হস্ত বুলাইল বালকের গায়
বিষজ্বালা দূরে গেল চক্ষু মেলি চায়।
হেন কালে কানু আসি বলে রাজার ঠাঁই
তোমার আমার সুবর্ণের দায় নাই।
লক্ষ্মণ আসিয়া তথা বলে রাজার স্থানে
তোমাতে আমাতে দায় ঘুচিল কাঞ্চনে।
রাজা বলেন গোসাঞি করি নিবেদন
দুষ্কর্ম্ম দ্রব্য বল নিব কি কারণ।

রানীর হাতেতে সোনার কঙ্কন ছিল
তাহা দিয়া রাজা তার দায় ঘুচাইল।
মুনি বলে জপ তপ সকল নষ্ট হৈল
মিথ্যা রাজ্য করিয়া তন্ম গোঙাইল।
যেখানে আছেন হরিশ্চন্দ্র রাজন
সেইখানে মুনি আসি দিল দরশন।
মুনি বলে শুনহ হরিশ্চন্দ্র রাজন
আপনার রাজ্যে তুমি করহ গমন।
রাজা বলেন গোঁসাঞি করি নিবেদন
কেমনে রাজ্য করিলে কহ তপোধন।
স্ত্রী পুত্র লইয়া রাজা করিল গমন
আপনার রাজ্যেতে আইল রাজন।
অযোধ্যাতে রাজা আসি দিল দরশন
রাজসূয়ী যজ্ঞ রাজা করিল তখন।
পুত্রে রাজা করিল রুহিদাস নন্দন
রাজসূয়ী যজ্ঞ রাজা করিল আরম্ভন।

স্বকায় সহিত চলে বৈকুণ্ঠ ভুবনে
কুক্কুর বিড়াল আদি যে ছিল সজ্ঞানে।
অন্তরে দুঃখিত হৈল দেব গদাধিরে
ডাকিয়া আনিলেন নারদ মুনিবরে।
স্বর্গ নষ্ট করহ হরিশ্চন্দ্র নৃপবরে
এ কথা শুনিয়া নারদ চলিল সত্বরে।
বীনা বাজাইয়া যায় নারদ তপোবন
রথ লইয়া স্বর্গ রাজা করিছে গমন।
মুনি প্রণমিয়া রাজা স্বর্গ যাই বলে
মুনি বলে যাহ রাজা কোন পুন্যফলে।
সুবুদ্ধি রাজাকে তবে কুবুদ্ধি পাইল
আপনার পুন্য সব কহিতে লাগিল।
ওষ্ট স্থানেতে দিয়াছি দিঘী আর পুষ্করী
লম্বিত জাঙ্গাল দিনু বৃক্ষ সারিসারি।
আমার রাজ্য নিল বিশ্বামিত্র তপোবন
আপনা বেচিয়া আমি সুধিলাম কাঞ্চন।
পুন্যকথা যেই রাজা কহিতে লাগিল
কহিতে২ রথ নামিয়া পড়িল।

রথ নামিল রাজার দুঃখ হৈল মন
ভাল মন্দ না বলে রাজা হইল মৌন।
স্বর্গে থাকিয়া যুক্তি করে দেবগন
হরিশ্চন্দ্রের কটক কি করিবে ভক্ষন।
বিনা ব্যয়েতে শস্য রাখিবে যেই জন
হরিশ্চন্দ্রের কটকে তাহা করিবে ভক্ষন।
ক্ষেত্রে হৈতে শস্য সব আনিয়া ফেলায়
হরিশ্চন্দ্রের কটকে সেই শস্য খায়।
নূতন বস্ত্র রাখিয়ে করিয়া যতন
হরিশ্চন্দ্রের কটক পরে সেই বসন।
এই নিয়ম করিল সকল দেবগন
অর্দ্ধ পথে রহিল হরিশ্চন্দ্র রাজন।
স্বর্গ নাহি গেল রাজা মর্ত্য না পাইল
হরিশ্চন্দ্র মহারাজা মধ্য পথে রহিল।
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিচক্ষন
হরিশ্চন্দ্র রাজার কথা কিছু কহি বিবরন।
আদ্য কাণ্ড গাইল রুহিদাস রাজা
পত্রসমান পালে লোক জন প্রজা।

রুহিদাসের বেটা সগার নাম ধরে
সগর রাজা হইল অযোধ্যা নগরে।
মন দিয়া শুন সগরের উপাখ্যান
যে কথা শুনিলে হয় পাপ বিমোচন।
অপুত্রক রাজা রাজ্য করিতে বড় দুঃখ
যাতে না দেখে লোক অপুত্রের মুখ।
মনের দুঃখেতে সগার করিল গমন
অনেক কাল কৈল শিবের আরাধন।
তুষ্ট হইয়া বলেন ভোলা মহেশ্বরে
বর মাগিয়া লহ রাজা যে সাধ অন্তরে।
সগার বলে অপুত্রক মনে বড় দুঃখ
বর দেহ দেখি আমি অনেক পুত্রমুখ।
হাসিয়ে বর দিলেন ভোলা মহেশ্বরে
ষাটি হাজার পুত্র হবে তোমার ঘরে।
বর পাইয়া ঘরে আইলেন সগর নৃপতি
শিবের বরে দুই নারী হৈল গর্ব্ভবতী।
কেশিনী সুমতি তার দুই স্ত্রীর নাম
দিনেং গর্ব্ভ সব বাড়ে অনুপম।

দশ মাস গর্ব্ভ হৈল প্রসবসময়
কেশিনী প্রসব হৈল সুন্দর তনয়।
পুত্র দেখিল যেন অভিনবকাম
অশ্বমঞ্জা বলিয়া তাহার থুইল নাম॥
সুমতির হয়ে গেল গর্ব্ভবেদন
চর্ম্মের এক লাও প্রসবে তখন।
লাও দেখিয়ে সগর কুপিল অন্তরে
ডাঙ্গিড় বলিয়ে গালি দিলেক শিবেরে।
কোপে লাও ভাঙ্গিয়া করিল খানং
ষাটি হাজার পুত্র হইল তিলপ্রমাণ।
ওখিযিখি করে সব দেখিতে কপাস
ষাটি হাজার আনে রাজা দুগ্ধের কলস॥
দুগ্ধ খাইতেং মনুষ্যকার ধরে
ষাটি হাজার পুত্রে সগর হাকারে।
ষাটি হাজার পুত্রে শাপ দিলেন বিষাহি
অল্প কালে মরিবে তোরা নহিবি চিরাযু।
দিনেং বাড়ে সেই সগর নন্দন
ছয় মাসের তারা হইল যখন॥

যখন সগর রাজা হাতের যারে তুড়ি
ষাটি হাজার কোলে আইসে দিয়ে হামাকুড়ি।
যখন হইল তারা দ্বাদশ বৎসর
সকল পুত্রের বিভা দিলেন সগর।
ষাটি হাজারের ষাটি হাজার বহুয়ারী
সুখে রাজ্য করে রাজা অযোদ্ধ্যা নগরী।
জ্যেষ্ঠপুত্র অশ্বমঞ্জা ধর্ম্মপরায়ন
অংশুমান নামে তার হইল নন্দন।
ষাটি হাজার পুত্র তার এক হৈল নাতি
দেখিয়ে সগর রাজা পরম পিরিতি।
অশ্বমঞ্জা সদাই ভাবেন মনেমন
সংসার অসার সব সত্য নারায়ন।
অসার সংসারে কেন বন্ধ হয়ে মরি
নিভৃতে বসিয়ে আমি ভজিব শ্রীহরি।
ভাবিল সংসারে আমি না থাকিব আর
অনুচিত কর্ম্ম সব করে দুরাচার।
যতেক ছাওয়ালে খেলা খেলায় নগরে
হাতে গলাতে বান্ধিয়ে ফেলে জলে।

যতেক নারীগন জল ভরিবারে আসি
আচাড়িয়ে ভাঙ্গে সব জলের কলসি ।
অগ্নি দিয়ে পোড়ায় সব প্রজালোকের ঘর
কহিল সকল প্রজা রাজার গোচর ।
পুত্রের চরিত্র শুনি লাগিল তরাস
অশ্বমঞ্জার তরে রাজা দিল বনবাস।
বনে গিয়া অশ্বমঞ্জার হইল সিদ্ধ মন ।
সংসারের বন্ধন টুটিল নারায়ন।
অশ্বমঞ্জা পাঠাইয়ে বনের ভিতরে
ষাটি হাজার পুত্র লৈয়া সুখে রাজ্য করে।
কীর্ত্তিবাসের মুখে তুষ্ট সরস্বতী
অমৃতসমান কৈল আদি কাণ্ড পুতি।

এক দিন সগর ভাবিয়ে মনেমন
অশ্বমেধ করি যজ্ঞ অযোধ্যা ভুবন।
কত পুত্র করিব রাজা স্বর্গের উপর
কত রাখিব নিয়ে পাতালভিতর ।

পৃথিবীর রাজা যত আমার নামে কাঁপে
আমার বংশ যেন তিন লোক ব্যাপে।
এতেক ভাবিয়ে যজ্ঞ কৈল আরম্ভন
ঘোড়া রাখিতে দিল যতেক নন্দন।
বাপের আগেতে তারা দাণ্ডাইয়া কই
এক ঘোড়ার পাছু ষাটি হাজার ভাই।
পুত্রের বচন শুনি সগর বলে তায়
ঘোড়া আনিতে পার যখন যজ্ঞ হবে সায়।
ইন্দ্রের সহিত আমার হইল বিবাদ
এই যজ্ঞেতে কত পড়িবে প্রমাদ।
ঘোড়া রাখিতে যায় সগরনন্দন
শুনিয়া ইন্দ্রের বড় ভয় হৈল মনঃ।
ইন্দ্র বলেন ব্রহ্মা কোন বুদ্ধি করি
ব্রহ্মা বলেন তুমি ঘোড়া কর চুরি।
দিনে দুই প্রহরে হইল অন্ধকার
ঘোড়া চুরি করি ইন্দ্র যায় পাতালভিতর
কপিল মুনি তপস্যা করেন যেখানে
ঘোড়া লয়ে রাখিল রাজা তার বিদ্যমানে।

ধ্যান করিয়া মুনি যোগে বসিয়াছে
ঘোড়া বান্ধিয়া ইন্দ্র গেল তার পাছে।
অন্ধকার বৃষ্টি সব ঘুচিল যখন
ঘোড়া হারাইল বলে সগরনন্দন।
চাহিয়ে না পাইল পৃথিবীভিতরে
পৃথিবী খুড়িয়া তারা চলিল পাতালে।
ষাটি হাজার ভাই কোদাল হাতে ধরে
চারি ক্রোশ একেক কোদাল আড়ে পরিসরে
ক্রোধ করিয়া যেই ধরে কোদালির মুষ্ঠে
এক চোটে ভেজায় নিয়ে কূর্ম্মের পৃষ্ঠে।
চারি দণ্ডে কুঁড়িলেক চারি সাগর
সাগর কুড়িয়া গেল পাতালভিতর।
পূর্ব্ব দক্ষিন দিগ তার মধ্যখানে
ঘোড়া বান্ধা দেখিল কপিলবিদ্যমানে।
ডাকাডাকি করিয়া ষাটি হাজার ভাই
ঘোড়া চোরের লাগালি পাইলাম এই ঠাঁই।
মুনির গায়েতে মারে কোদালির পাশি
ধ্যান ভঙ্গ হইয়া চাহে মহাঋষি।

ক্রোধ চক্ষেতে অগ্নি বাহিরায় রাশিং
ষাটি হাজার পুড়ে হইল ভস্মরাশি।
এক কালে ক্ষয় হৈল সগরনন্দন
আদি কাণ্ড গাইল কীর্ত্তিবাস বিচক্ষণ।

এক বৎসর হইল যজ্ঞ অবশেষ
ঘোড়া লইয়া পুত্র না আইব দেশ।
অশ্বযজ্ঞার পুত্র নাম অংশুমান
পুত্রের করিতে তত্ত্ব তাহারে পাঠান।
বুড় বাপের আজ্ঞা পাইয়া চড়ি নিজ রথে
একে একে পৃথিবীতে লাগিল দেখিতে।
যে পথে প্রবেশ হয় দেখে যানং
সেই পথ দিয়া তবে পাতাল সান্ধান।
আগে দেখিল গিয়া পূর্ব্ব সাগর
নীল বর্ণে এক হস্তী দেখিতে শুন্দর।
পৃথিবী ধরিয়াছে দশন উপর
প্রনাম করিয়া তারে বলিছে সত্বর।

হস্তী বলে এই পথে যাহ অংশুমান
ঘোড়া চোরের কাছে হইও সাবধান।
পূর্ব্ব হইতে গেল উত্তর সাগর
শ্বেতবর্ণ এক হস্তী দেখিল সুন্দর।
তার তরে অংশুমান লাগিল সুধাতে
এ পথে দেখিয়াছ সগরপুত্র যাতে।
শুনিয়া তাহার কথা লাগিল কহিতে
পাইবেত ঘোড়া তবে যাহ এই পথে।
তথা যদি না পাইল ঘোড়ার দরশন
পশ্চিম সাগরে গিয়া দিল দরশন।
রক্তবর্ণ এক হস্তী দেখিল সুন্দর
পৃথিবী ধরিয়াছে দশন উপর।
সেই সব হস্তীর ভাই শুন কই কথা
ভূমিকম্প হয় যখন তারা নাড়ে মাথা।
পূর্ব্ব দক্ষিণ দিগ তার মধ্যখানে
ঘোড়া বান্ধা দেখিল কপিলবিদ্যমানে।
দণ্ডবত হৈয়া তারে লাগিল সুধাতে
এ পথে দেখিয়াছ সগরপুত্র যাতে।

কহিতে লাগিল কপিল মহাঋষি
আমার কোপানলে পুড়ে হৈল ভস্মরাশি।
শুনিয়াত অংশুমান যুড়িল স্তবন
সেই বংশেতে গোসাঞি আমার জনম।
অশ্বমঞ্জার পুত্র আমি সগরের নাতি
তোমার মহিমা বলে কাহার শকতি।
অংশুমান বলে মুনি শুন মহামতি
কেমনে হইবে মোর বংশের মুকতি।
স্বর্গে আছে গঙ্গা আনিতে পার বসুমতী
তবে সে তোমার বংশের হইবে মুকতি।
জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন সগরের নাতি
কেমনে জন্মিল গঙ্গা কোথা অবস্থিতি।
কোথা গেলে পাইব গঙ্গার দরশন
কহ দেখি শুনি মুনি গঙ্গার জনম।
গঙ্গার জন্মের কথা করেন প্রকাশ
আদি কাণ্ড রচিল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাস।

এক দিন গোলোকে বসিয়া নারায়ণ
পঞ্চ মুখেতে গান করেন ত্রিলোচন।
শিঙ্গায় বলে রাম২ তম্বুরে বলে হরি
পঞ্চ মুখে পঞ্চ নাম গান ত্রিপুরারি।
লক্ষ্মীর সহিত বসিছিল মহাশয়
শুনিয়া শিবের গান হৈল দ্রবময়।
দ্রবরূপ আপনি হইল চক্রপানি
সেই গঙ্গা জন্মিলেন পতিতপাবনী।
সেই জল ব্রহ্মা ভরেন কমণ্ডলে
তুলিয়া রাখিলেন ব্রহ্মা ঘরের ভিতরে।
সেই গঙ্গা আনিতে যদি পার বসুমতী
তবে সে হইবে সগরবংশের মুকতি।
যাহ২ অংশুমান তোমারে দিনু বর
তোমার বংশে আসিবে গঙ্গা পৃথিবীভিতর।
ঘোড়া লৈয়া অংশুমান অযোধ্যা প্রবেশে
সকল কথা কহে আসি সগরের পাশে।

ঘোড়া পাইনু গিয়া কপিলের স্থানে
তার কোপানলে পুড়ে মৈল সর্ব্ব জনে।
শুনিয়া সগর রাজার শোক হইল মনে
পুত্রশোকে নিরবধি করেন ক্রন্দনে।
যখন জন্ম হইল রাহুর ছিল দশা
তখনি ছাড়িয়াছি তা সভার আশা।
ষাটি হাজার পুত্রে শাপ দিলেন বিধাই
অল্প কালে মরিল না হৈল চিরাই।
অশুচি হইল যজ্ঞ না হইল সায়
কিমতে পাবেন মুক্তি ভাবেন উপায়।
স্বর্গে আছেন গঙ্গা আইসেন বসুমতী
তবে সে হইবে তোমার বংশের মুকতি।
অংশুমানে রাজ্য রাজা করি সমর্পণ
গঙ্গারে আনিতে রাজা করেন গমন।
গঙ্গা না পাইয়া শরীরে বাড়ে শোক
মরিল সগর রাজা গেল ব্রহ্মলোক।
অংশুমান রাজ্য করে অযোধ্যা নগর
দিলীপ নামেতে হইল তাহার কোঙর।

পুত্রে রাজ্য দিয়া গেল গঙ্গা আনিবারে
অনাহারে তপস্যা দশ হাজার বৎসরে।
গঙ্গা না পাইয়া গেল স্বর্গের উপর
দ্বিলীপ রাজ্য করে যেন দেব পুরন্দর।
অপুত্রক রাজা দুঃখ পায়েত বিস্তর
দুই নারী থুইয়া গেল অযোধ্যা নগর।
চলিল দ্বিলীপ রাজা গঙ্গা অনুসারে
কঠোর তপস্যা করে আছে অনাহারে।
কভু জলাহার করে কভু অনাহার
ব্রহ্মার সেবা করে দশ হাজার বৎসর।
গঙ্গা না পাইয়া রাজার শরীরে বাড়ে শোক
মরিল দ্বিলীপ রাজা গেল ব্রহ্মলোক।
অরাজক হৈল রাজ্য অযোধ্যা নগর
স্বর্গেতে চিন্তিত ব্রহ্মা দেব পুরন্দর।
পূর্ব্বে শুনিয়াছি বিষ্ণু হবেন সূর্য্যবংশে
কেমনে জন্মিবেন বংশ হইল নির্ব্বংশে
সকল দেবতা যুক্তি ভাবেন মনেং
অযোধ্যা পাঠাইয়া দিল প্রভু ত্রিলোচনে।

দ্বিলীপের দুই স্ত্রী আছে নিজ দেশে
পার্ব্বতী শঙ্কর থাকি গেলত কৈলাশে।
বলদ রাখিয়া তারে বলেন ত্রিপুরারি
আমার বরে পুত্রবতী হবে এক নারী।
শুনিয়া তারা দুই নারী শিবের বচন
বিধবা আমরা কেমনে হইবে নন্দন।
শিব বলেন তোমরা দুই জনে কর রতি
আমার বরে এক জনার হইবে সন্ততি।
এই বর দিয়া গেল দেব ত্রিপুরারি
স্নান করিয়া গেল দ্বিলীপের নারী।
দুই জনে আছে তারা পরম পিরিতি
কত দিনে এক জন হইল ঋতুমতী।
দোঁহেতে জানিল যদি দোঁহার সন্দর্ভ
দোঁহে কেলি করিতে একের হইল গর্ব্ভ।
দশ মাস হৈল গর্ব্ভ প্রসব সময়
মাংসপিণ্ড পুত্র হৈল দেখিতে লাগে ভয়।
পুত্র কোলে করিয়া কান্দেন দুই জন
হেন পুত্রবর কেন দিলে ত্রিলোচন।

অস্থি নাহিক মাত্র মাংস চলিতে না পারে
দেখিয়া হাসিবে লোকে সকল সংসারে।
কোলে করি নিল তাহা চুপড়ির ভিতরে
ফেলিবারে নিয়া গেল শরযুর তীরে।
হেন কালে দেখিল বশিষ্ঠ তপোধিন
ধ্যানেতে জানিল পুত্রের সকল লক্ষণ।
মুনি বলে থুয়ে যাও পথে শোয়াইয়া
কৃপা যে করিবে সেই ঠাকুর দেখিয়া।
পুত্র পথে শোয়াইয়া দোঁহে গেল ঘরে
অষ্টবক্র মুনি যান স্নান করিবারে।
আট ঠাই বাঁকা মুনি চলিতে না পারে
চাওয়ায় তেমনি করে পথের উপরে।
এক দৃষ্টিতে মুনি তাহার পানে চায়
মুনি বলে আমারে দেখিয়া ভাণ্ডায়।
আমারে দেখিয়ে যদি কর উপহাস
আমার ব্রহ্মশাপে শরীর হবে নাশ।
যদিবা তোমার শরীর হয় এমন
আমার বরে হও তুমি মদনমোহন।

অষ্টবক্র মুনি সেই বিষ্ণুর সমান
যারে বর শাপ দেন কভু নহে আন।
পরম শুন্দর হইল অষ্টবক্রের বরে
উঠিয়ে দাণ্ডাইল সেই রাজার কুমারে।
ধ্যানেতে জানিল অষ্টবক্র তপোধিন
মহাপুরুষ বটে এই দিলীপনন্দন।
ডাকিয়ে আনি। মুনি দুই না রি তরে
পুত্র পাইয়ে হরসিতে দোঁহে গেল ঘরে।
সকল মুনি আসিয়া তারে করিল কল্যান
ভগোং তন্ম ইহার ভগীরথ নাম।
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিচক্ষন
আদি কাণ্ড গাইল ভগীরথের জনম।

পাঁচ বৎসরের হৈল হাতে দিল খড়ি
পড়িতে পাঠাইয়ে দিল বশিষ্ঠের বাড়ি।
ছাওয়ালেং দ্বন্দ বাড়িল যখন
জারজ বলিয়ে গালি দিলত ব্রাহ্মণ।

মনেতে বাড়িল দুঃখ না দিল উত্তর
মনের দুখেতে আইল আপনার ঘর ।
কাঁদিতে২ ভগীরথের গমন
শয়ন মন্দিরে রাজা করিল শয়ন ।
আকাশে হইল বেলা দ্বিতীয় প্রহর
মাতা বলে পুত্র কেন না আইল ঘর ।
ডম্বুর হারাইয়ে যেন ফুকরে বাঘিনী
কাঁন্দিয়া চলিল যথা বশিষ্ঠ মহামুনি ।
বশিষ্ঠ বলেন মাতা না কর ক্রন্দন
রোষের মন্দিরে পুত্র পাবে দরশন ।
আসিয়া জননী দোঁহে পুত্র নিল কোলে
বদন মুছিল পুত্রের নেত্রের আঁচলে ।
বলিতে লাগিল ভগীরথের জননী
কোন দুঃখে দুঃখী তুমি আমিত না জানি ।
কারে বাড়াইব কারে করিব কাঙ্গাল
বন্দি মুক্ত করি যদি থাকে বন্দিশাল ।
কোন রোগে রোগী তুমি আমিত না জানি
এক্ষনে করিব দত্ত সহস্র বৈদ্য আনি ।

ভগীরথ বলে মাতা কহি বিদ্যমান
রোগ দুঃখ নহে আজি পাইনু অপমান।
দ্বন্দ বাজিল মোর বালকের সনে
জারজ বলিয়া গালি দিলেন ব্রাহ্মনে।
কোন বংশে জন্ম আমি কাহার নন্দন
ইহার কারন মোরে কহ বিবরন।
পুত্রের দুঃখ হইলে মায়ে লাগে ব্যথা
পুত্র সম্বোধিয়া জননী কহে কথা।
সগরের হইল ষাটি হাজার তনয়
কপিল মুনির শাপে হৈল ভস্মময়।
স্বর্গে আছেন গঙ্গা যদি আসেন বসুমতী
তবে সে তোমার বংশের হইবে মুকতি।
তিন পুরুষ করিল গঙ্গার আরাধন
তবু গঙ্গা আনিতে নারিল কোন জন।
তোমার বাপ দিলীপ গেল স্বর্গের উপরে
শিবের বরে তোমা পুত্রে ধরিনু উদরে।
ভাগ্যে জন্ম তোমার ভগীরথ নাম
সূর্য্যবংশে জন্ম তোমার অযোধ্যায় বিশ্রাম

শুনিয়া মায়ের কথা ভগীরথ হাসে
হাসিয়া কহিছেন কথা মায়ের পাশে।
আমার সূর্য্যবংশের কিছুই নাই বুদ্ধি
অল্প সেবায় কেবা পায় গঙ্গা দেবীর সিদ্ধি।
তবে আমি ধরি যদি ভগীরথ নাম
গঙ্গা আনিয়া করিব সগরবংশের ত্রাণ।
কান্দিয়া কহিছে ভগীরথের জননী
এক্ষনে তপস্যায় বাপু না যাইহ তুমি।
না রহিল ভগীরথ জননীর বচনে
মন্ত্র দিক্ষা কৈল গিয়া বশিষ্ঠের স্থানে।
যাত্রাকালে করে রাজা মায়ের স্মরণ
দক্ষিণ নেত্র তার করিছে স্পন্দন।
মায়ের চরনে আসি করিছে প্রনতি
প্রথমে সেবিতে গেল দেব সুরপতি।
অনাহার করিয়া মন্ত্র জপে নিরন্তর
ইন্দ্রের সেবা করে সাত হাজার বৎসর।
মন্ত্রের বশ দেবতা রহিতে নারে ঘরে
ভগীরথের তরে ইন্দ্র দিতে আইল বরে।

কোন বংশে জন্ম তোমার কাহার তনয়
বর মাগে লহ যে অভীষ্ট তোমার হয়।
প্রণাম করিয়া ইন্দ্রে বলিল বচন
সূর্য্যবংশে জন্ম মোর দিলীপনন্দন।
সগরের হইল যাটি সহস্র তনয়
কপিল মুনির শাপে হৈল ভস্মময়।
স্বর্গে আছে গঙ্গা যদি দেহ সুরপতি
তবে সে আমার বংশের হয়েত নিষ্কৃতি।
ইন্দ্র বলেন শুন বলি রাজার কুমার
আমা হৈতে দরশন না পাবে গঙ্গার।
গঙ্গা আনিবে যদি আমি দিনু বর
এক ভাবে ভজ গিয়া দেব মহেশ্বর।
গঙ্গা আনিতে পথে হইবে পাসণ্ডে
গুহা মুক্ত করিয়া আমি দিব সেই দণ্ডে।
ইন্দ্রের চরনে রাজা করিয়ে প্রনতি
কৈলাশে সেবিতে গেল দেব পশুপতি।
ওকড়া ধুতুরা আর আকন্দ বিল্বপাত
ইহাতেই তুষ্ট হন ত্রিদশের নাথ।

কভু জলাহার করে কভু অনাহার
এমত তপস্যা করেন দশ হাজার বৎসর।
শিব বলেন শুন বাপা রাজার নন্দন
অনাহারে তপস্যা তুমি কর কিকারন।
গঙ্গা আনিবে তুমি আমি দিনু বর
এক ভাবে সেব গিয়া দেব গদাধর।
গঙ্গা আনিতে পথে পড়িবে পাসণ্ডে
সেই কালে গঙ্গা ধরিব গিয়া মুণ্ডে।
শিবের বচনে পুনঃ করিয়ে প্রনতি
গোলোকে চলিয়ে গেল যথা লক্ষ্মীপতি।
এক দিন ভগীরথ কোটি মন্ত্র জপে
গ্রীষ্মকালে তপ করে রৌদ্রের আতপে।
শীত চারি মাস থাকেন জলের ভিতর
এমত তপ করিল চল্লিশ বৎসর।
মন্ত্রের বস দেবতা রহিতে নারে ঘরে
বর দিতে আইল প্রভু ভগীরথের তরে।
তোমার তপস্যা দেখিয়ে আমার চমৎকার
মাগ ইষ্ট বর দিব রাজার কুমার।

ভগীরথ বলেন প্রভু করি নিবেদন
সগরের হইল ষাট্টি হাজার নন্দন।
কপিলের শাপেতে হইল ভস্মময়
গঙ্গাতে পাইলে তারা মুক্তিপদ পায়।
শুনিয়ে হাসিল প্রভু দেব চক্রপানি
গঙ্গার মহিমা বাপু আমি কিবা জানি।
ভগীরথ বলে গঙ্গা নাহি দিবে তুমি
তোমার পাদপদ্মেতে প্রাণ ত্যজিব আমি।
শুনিয়ে তাহার কথা প্রভুর হৈল হাস
ব্রহ্মলোকে আছে গঙ্গা চল তার পাশ।
ব্রহ্মলোকে ছিল যত সামান্য জন
বিষ্ণুমায়াতে প্রভু হরিল সকল।
ব্রহ্মার সদনে প্রভু দিল দরশন
সম্ভ্রমে উঠিয়ে ব্রহ্মা দিলেন আসন।
পাদ্য দিতে যান ব্রহ্মা ঘরে নাই জল
বিষ্ণুমায়াতে প্রভু হরেছেন সকল।
কমণ্ডলে ছিল গঙ্গা তখন মনে পড়ে
অস্তেব্যস্তে গিয়ে ব্রহ্মা কমণ্ডলু পাড়ে।

গঙ্গাজল দিয়া ব্রহ্মা প্রভুর করে পূজা
তেকারণে গঙ্গা নাম পাইল অম্বুজা ।
ভগীরথের তরে বলেন চক্রপানি
এই গঙ্গা লৈয়া যাহ পতিতপাবানী ।
গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা মহাপাপ করে
কুশাগ্রে পরশে যদি সব পাপে তরে ।
স্নানে কতেক পুণ্য বলিতে না পারি
সেই গঙ্গা লইয়া বংশের উদ্ধার করি ।
প্রভু বলেন যাহ গঙ্গা পতিতপাবনী
ইহার বংশের যত পুরুষ উদ্ধারিতে তুমি ।
এত যদি কহিলেন প্রভু জগন্নাথে
প্রভুর বচনে গঙ্গা লাগিল কাঁদিতে ।
পৃথিবীতে আছে অনেক পাপীগন
আমাতে আসিয়া পাপ করিবে অর্পন ।
মুক্ত হইয়া তারা যাবে স্বর্গবাসে
আমি মুক্ত হব প্রভু কাহার পরশে ।

প্রভু বলেন বৈষ্ণব সব আছে পৃথিবীতে
তারা আসিয়ে স্নান করিবে তোমাতে।
বৈষ্ণবের পদরেণু বাসনা করি আমি
তাহা দরশনেতে পবিত্র হবে তুমি।
গঙ্গাকে এতেক বাক্য কহিয়া আমাথে
আপনার হাতের শঙ্খ দিল ভগীরথে।
আগেং যাহ তুমি শঙ্খ বাজাইয়া
যাইবেন গঙ্গা তোমার পশ্চাৎ গোড়াইয়া।
ব্রহ্মা বলেন ভগীরথ তুমি পুন্যবান
তোমা হৈতে তিন লোক পাইল পরিত্রান।
আপনার রথ তারে দিল ব্রহ্মা মুনি
এই রথে চড়ি আগেং যাহ তুমি।
রথে চড়ি আগেং শঙ্খ বাজাইয়া
চলিলেন গঙ্গা তার পশ্চাত গোড়াইয়া।
স্বর্গবাসী আসি করে গঙ্গায় স্নান
ভগীরথের মাথায় সভে দিল দুর্ব্বা ধান
আদি কাণ্ড কীর্ত্তিবাস করিল বাখান
স্বর্গে হইল গঙ্গার মন্দাকিনী নাম।

ব্রহ্মলোক হৈতে গঙ্গা আনে ভগীরথ
আসিয়া মিলিল গঙ্গা সুমেরু পর্ব্বত।
বত্রিশ সহস্র যোজন পর্ব্বতের গোড়া
ষাটি সহস্র যোজন সুমেরুর চুড়া।
এই আদি কহিলাম ঐ কহিলাম মূল
সুমেরু পর্ব্বত যেন ধুতুরার ফুল।
তার মধ্যে আছে এক দারুণ গর্ত্ত
তাহাতে [illegible]।
বার বৎসর গঙ্গা সুমেরু পর্ব্বতে
যোড়হাতে দাড়াইয়া আছে ভগীরথে।
সুমেরুতে হৈল তোমার অবতার
আমার না করিলে তুমি বংশের উদ্ধার।
গঙ্গা বলেন শুন বাপু ভগীরথ
কোন দিগে যাব আমি নাহি পাই পথ।
ইন্দ্রের আনিতে পার ঐরাবত হাতি
তবেত পর্ব্বত হৈতে পাই অব্যাহতি।
ঐরাবত পর্ব্বত চিরিয়া দেয় দাঁতে
তবে গিয়া বাহির হই আমি সেই পথে।

ভগীরথ বলেন মা গঙ্গা ঠাকুরাণী
পূর্ব্বে পুরন্দরের সেবা করিয়াছি আমি।
গঙ্গার চরণে রাজা করিয়া প্রণতি
আরবার গেল যথা দেব সুরপতি।
প্রণাম করিয়া বন্দে যোড় করি হাত
কহিতে লাগিলেন কথা ইন্দ্রের সাক্ষাৎ।
ব্রহ্মলোকে ছিল গঙ্গা দিল জগন্নাথে
পড়িয়া আছেন গঙ্গা সুমেরু পর্ব্বতে।
ঐরাবত পর্ব্বত চিরিয়া দেয় দাঁতে
তবে গঙ্গা দেবী বাহির হন সেই পথে।
শুনিয়া চলিল ইন্দ্র চাপি ঐরাবতে
আসিয়া মিলিল সেই সুমেরু পর্ব্বতে।
অহঙ্কার হৈল ঐরাবতের শরীরে
আমার সম্বাদ নিয়া কহত গঙ্গারে।
আমার মনে গঙ্গা যদি বঞ্চে এক রাতি
তবেত পর্ব্বত হইতে করি অব্যাহতি।
যখন কহিল ঐরাবত এই কথা
মলিন করিল মুখ হেট করে মাতা।

মুখে কথা নাহি রাজার চক্ষে পড়ে পানি
দেখিয়া জিজ্ঞাসেন তারে গঙ্গা ঠাকুরাণী।
আসিতে নারিলে ইন্দ্রের ঐরাবতের তরে
কোন দুঃখে কাঁদ বাছা কহত আমারে।
ভগীরথ বলেন মা গঙ্গা ভাগীরথী
ইন্দ্র আসিয়াছেন ঐরাবত হাতী।
ঐরাবত যেবা কহিলেন আমার তরে
পত্নী হইয়া যেমতে কহিব তাহারে।
গঙ্গা বলেন আমি তার বুঝিলাম অর্থ
রাজভোগ খাইয়া শরীর আছে বলবন্ত।
তাহারাই ঢেউ পানির তেজ সহিতে যদি পারে
বল তারে সাত রাতি রব তার ঘরে।
এই কথা ভগীরথ কহে ঐরাবতে
শুনিয়া গঙ্গার কথা ঐরাবত মাতে।
চারি দাঁত করিয়া পর্ব্বত চেরে দাঁতে
চারি ধারা হৈল গঙ্গা সুমেরু পর্ব্বতে।
বসু ভদ্রা গঙ্গা অলকনন্দা শ্বেত
চারি ধারা পড়িলেন পর্ব্বত চারি ভিতে।

বসু নামে গঙ্গা গেল পূর্ব্ব সাগরে
ভদ্রা নামেতে গঙ্গা গেলেন উত্তরে।
শ্বেতা নামে গঙ্গা গেলেন পশ্চিম সাগরে
পড়িলেন অলকনন্দা পৃথিবী উপরে।
এক ঢেউ মারিলেন ঐরাবতের তরে
নাকে মুখে গেল জল হাঁসফাঁস করে।
আর ঢেউ মেলে তার বেরায় পরাণ
হস্তী বলে গঙ্গা মা কর পরিত্রাণ।
মা বলিয়া হস্তী যদি দাঁতে নিল ঘাড়
আর ঢেউ তুলে থুইল পর্ব্বত উপর।
পলাইল ঐরাবত পাইয়া তরাস
আদি কাণ্ড রচিল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাস।

সুমেরু হইতে গঙ্গা লৈয়া ভগীরথে
আসিয়া মিলিল গঙ্গা কৈলাশ পর্ব্বতে।
কৈলাশ হইতে পড়ে পৃথিবী উপরে
তাহার ভরে পৃথিবী টলমল করে।

গোমতী উয়ে গঙ্গা চলিল পাতালে
যোড়হাতে দাণ্ডাইয়ে ভগীরথ বলে।
পাতালেতে হইল তোমার আগমন
আমার দেহতে হবে বংশের উদ্ধার।
গঙ্গা বলেন বাপু শুন ভগীরথে
পৃথিবী আমার বেগ না পারে সহিতে।
শিব যদি আসিয়া সহেন জলধার
তবে পৃথিবীতে পারি করিতে অবতার।
গঙ্গার চরণে পুনঃ করিয়ে প্রণতি
আরবার গেল যথা দেব পশুপতি।
এক বৎসর কৈল শিবের আরাধন
শিব বলেন আরবার আইলে কি কারণ।
ভগীরথ বলে গঙ্গা দিল উপদেশে
পৃথিবী গঙ্গার ভার না পারে সহিতে।
তুমি যদি মাথায় আসি ধর জলধার
পৃথিবীতে হয় তবে গঙ্গার অবতার।
গৌরীরসহিত তবে নাচে ত্রিলোচন
তোমা হইতে পাব আজি গঙ্গাদরশন।

মস্তক পাতিলেন হর কৈলাশের উপরে
আনন্দে বরনা গঙ্গা পড়িল শম্ভুশিরে ।
শিবের মাথার জটা বড় ভয়ঙ্কর
জটার ভিতরে গঙ্গা ঘুরেন বার বৎসর ।
ভগীরথ বলেন মা তো[illegible]
আমার কেমতে হবে বংশের উদ্ধার ।
গঙ্গা বলেন বাপু শুন ভগীরথ
জটা হৈতে বারি হইতে নাহি পাই পথ ।
ভোলানাথ বলিয়ে ডাকে যোড়হাতে
স্তব ভক্তি হইয়া চাহে বিশ্বনাথে ।
জটা চিরিয়ে হর দিলেন গঙ্গারে
সেইখানে তীর্থ যে হইল হরিদ্বারে ।
হরিদ্বারে যেবা নর স্নান দান করে
তাহার পুণ্যের সীমা ব্রহ্মা বলিতে নারে ।
এক ধারা গেল গঙ্গা পাতালভিতরে
ভোগবতী বলে নাম হইল পাতালে ।
ভগীরথ যান তথা গঙ্গা দেবীর আগে
আসিয়া মিলিল গঙ্গা ত্রিবেণীর আগে ।

গঙ্গা যমুনা আর সরস্বতীর পানি
তিন ধারা বহেন নাম ত্রিবেনী।
মাঘে প্রয়াগে যেবা নর স্নান করে
সকল পাপে মুক্ত সে থাকে স্বর্গপুরে।
আগে যায় ভগীরথ শঙ্খ বাজাইয়া
বারানশীতে গঙ্গা ওত্তরিল আসিয়া।
মন দিয়া শুন বারানশীর ওপাখ্যান
বারানশী তীর্থ হৈল যাহার কারণ।
এক কালে কাটেন হর ব্রাহ্মণের মাতা
শিবের ব্রহ্মহত্যা তাহার শুন কথা।
ব্রহ্মদৈত্য চাপিলেক মহাদেবের কাঁধে
সুকান্দ কান্দেন দেবী পার্ব্বতী কান্দে।
কেনবা কাটিলে হর ব্রাহ্মণের মাতা
ব্রহ্মবধে হৈল তার পঞ্চ অবস্থা।
শুনিয়া গৌরীর কথা মহাদেব হাসে
পৃথিবীতে গেল গঙ্গা আর পাপ নাশে।
বৃষভে চাপিয়া তবে গৌরী শঙ্কর
গঙ্গা তীরেতে আসি দাণ্ডাইল হর।

কুশাগ্রে আসিয়া হর কৈল পরশন
ব্রহ্মহত্যা পাপে হর হৈল বিমোচন।
শিব বলেন দেখিলে গৌরী গঙ্গার পরিক্ষা
পঞ্চ ক্রোশ যুড়ি হর দেন গড়িয়া।
সেই পঞ্চ ক্রোশ তীর্থ নাম বারাণশী
তাহাতে ত্যজিলে তনু শিবপুরে বসি।
এক রাত্রি গঙ্গা তথা করিয়া বিশ্রাম
ভগীরথের সঙ্গে গঙ্গা করিল প্রয়াণ।
আগে যায় ভগীরথ শঙ্খ বাজাইয়া
জহ্নুমুনির নিকট গঙ্গা মিলিল আসিয়া।
গাছের পাতায় লতায় জহ্নুমুনির ঘর
গঙ্গা স্রোতে ভেসে যায় দেখিতে সুন্দর।
চক্ষু মেলিলেন মুনি ভাঙ্গিল খেয়ান
গণ্ডুষ করিয়া সব জল করে পান।
কত দূর গিয়া ভগীরথ ফিরিয়া চায়
কোথা গেল গঙ্গা দেবী দেখিতে না পায়।
আচম্বিতে গঙ্গা দেবী নিলে কোন জনে
দেখে মুনি বটতলে ব্যাসেছে খেয়ানে।

তার তরে ভগীরথ লাগিল সুধাতে
আচম্বিতে গঙ্গা মোর কেবা নিল পথে।
মুনি বলেন রাজা শুন ভগীরথ
গঙ্গা আনিতে তোমার নাহি ছিল পথ।
আমার ঘর ভাঙ্গে গঙ্গা কেমন মহৎ
ব্রহ্মার নিকট গিয়া কহ ভগীরথ।
আন গিয়া ব্রহ্মা আমার কি করিতে পারে
গণ্ডুষ করিয়া গঙ্গা রাখিয়াছি উদরে।
মুনির বচন শুনিয়া লাগিল তরাস
আদি কাণ্ড রচিল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাস।

যোড়হাতে ভগীরথ করেন স্তবন
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি ত্রিলোচন।
তোমার মহিমা গুণ জানে কোন জন
মনুষ্য শরীরে তোমার কি জানি স্তবন।
সগরের হইল ষাটি হাজার তনয়
কপিলের শাপে তারা হৈল ভস্মময়।

তোমার উদরেতে গঙ্গার অবতার
আমার বংশের কেমনে হইবে উদ্ধার।
মুনির দেহে ক্রোধ না থাকে এতক্ষন
কৃপা হইল বলেন তারে জহ্নু তপোধন।
মুখে হৈতে বাহির যদি করি গঙ্গার জল
উচ্ছিষ্ট বলিয়া তবে দুষিবে সকল।
দক্ষিন জানু চিরিলেন মুনি সেইক্ষনে
জানু দিয়া গঙ্গা বাহির হৈল সেইস্থানে।
বাহির হৈল গঙ্গা দেবী জহ্নুর উদরে
জাহ্নবী বলিয়া নাম হইল সংসারে।
পাপদুষ্ট গঙ্গা মা যেইখানে শুনি
সেইখানে হৈয়া যান উত্তর বাহিনী।
ক্ষাগুর নামেতে মুনি ছিল এক জন
তার সমান পাপী নাহি এ তিন ভুবন।
জনম অবধি সে বেশ্যা সেবা করে
তারি বসীভূত হৈয়া তারি থাকে ঘরে।
কাষ্ঠ কাটিতে সে গিয়াছিল বন
ব্যাঘ্র ধরিয়া তার বধিলে জীবন।

যমদূত আসিয়া তাকে করিয়া বন্দন
লইয়া চলিল তারে যমের ভুবন।
ব্যাঘ্র সকল মাংস গেলত খাইয়া
বনের মধ্যেতে অস্থি রহিল পড়িয়া।
কাকেতে লইয়া যায় গঙ্গার মধ্যে দিয়া
কাকের তরে এই কালে সঞ্চান দেখিয়া।
সঞ্চান চলিয়া যায় কাকে খেদাড়িয়া
গঙ্গার ওপর দিয়া যায় পলাইয়া।
দুই জনে তারা তথা পড়ে জড়াজড়ি
দৈব যোগেতে অস্থি গঙ্গাজলে পড়ি।
যেই মাত্র অস্থি হৈল গঙ্গা পরশন
চতুর্ভুজ হইয়া সে যায়েত ব্রাহ্মণ।
হেন কালেতে বিষ্ণু বৈকুণ্ঠে থাকিয়া
কাড়িয়া লইল যমদূতেরে মারিয়া।
কান্দিতে২ সব যমের কিঙ্কর
জিজ্ঞাসা করিতে গেল যমের গোচর।

বিষয় ছাড়িনু গোঁসাঞি বিষয়ে নাহি কায
আজি বড় যম রাজ সভে পাইলাম লাজ।
কাগুর নামে পাপী সে ত্রিভুবনে জানে
তাহারে বৈকুণ্ঠে হরি লইল কোন গুনে।
শুনিয়া দূতের কথা যম রাজা রোষে
জিজ্ঞাসা করিতে গেল নারায়নের পাশে।
কান্দিতে লাগিল যম ধরি প্রভুর পায়
বিষয় ছাড়িনু বিষয়ের নাহি দায়।
পাপীর উপরেতে আমার অধিকার
আজি কেন প্রভু তবে হৈল অবিচার।
কাগুর দ্বিজ পাপী ত্রিভুবনে জানে
তাহারে বৈকুণ্ঠে আনিলে কোন গুনে।
শুনিয়া যমের কথা নারায়ন হাসে
পৃথিবীতে গঙ্গা গেল আর পাপ কিসে ।
গঙ্গার মহিমা কথা কি বলিতে জানি
মন দিয়া শুন তবে মহিমা কহি আমি।
যত দুরেতে যাবেক গঙ্গার বাতাস
আমার দোহাই যদি যাও তার পাশ।

পুড়ে মরে অস্থি লৈয়া ফেলে গঙ্গাজলে
চতুর্ভুজ হইয়া সে আসিবে স্বর্গপুরে।
গঙ্গাতীরে থাকে গঙ্গাজল করে পান
সেই শরীর জান তুমি আমার সমান।
নিষেধি করহ গিয়া যত দূতগণে
আমার দোহাই যদি যাহ ইহার স্থানে।
শুনিয়া প্রভুর কথা যমের হৈল ত্রাস
আদি কাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস।

কাণ্ডরের তরে গঙ্গা মুক্তপদ দিয়া
গৌড়ের নিকটে গঙ্গা মিলিল আসিয়া।
পদ্ম নামেতে মুনি পূর্ব্বমুখে যায়
ভগীরথ বলিয়ে গঙ্গা পশ্চাৎ গোড়ায়।
যোড়হাত করিয়া বলেন ভগীরথ
পূর্ব্বদিগ যাইতে আমার নহে পথ।
পদ্ম মুনি লয়ে গেল নাম পদ্মাবতী
ভগীরথের সঙ্গেতে চলিল ভাগীরথী।

শাপবাণী দিল মাতা পদ্মাবতীর তরে
মুক্তিপদ যেন না হয় তোমার জলে।
এক বার গেল গঙ্গা ভৈরব বাহিনী
আরবার ফিরিলেন সাগর নায়িনী।
অজয় গঙ্গার জল হৈল দরশন
শঙ্খধ্বনি বাজান যতেক দেবগন।
শঙ্খধ্বনি ঘাটে যেবা নর স্নান করে
দশ হাজার বৎসর সে থাকে স্বর্গপুরে
গঙ্গা লইয়ে ভগীরথ চলিল সত্বর
চক্ষের নিমেষে আইল নাম ইন্দ্রেশ্বর।
গঙ্গা জলেতে ইন্দ্র করিলেন স্নান
ইন্দ্রেশ্বর বলিয়া ঘাটের হইল নাম।
ইন্দ্রেশ্বর ঘাটে যেবা নর স্নান করে
সকল পাপে মুক্ত হয় থাকে স্বর্গপুরে।
চলিলেন গঙ্গা মাতা করি বড় ত্বরা
চক্ষুর নিমেষে গেল নাম মেড়তলা।
মেড়ায় চড়িয়ে আইল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ
মেড়তলা বলিয়ে নাম এই সে কারণ।

গঙ্গা লইয়ে যান আনন্দিত হৈয়া
আসিয়ে মিলিল গঙ্গা তীর্থ যে নদীয়া।
সপ্তদ্বীপের সার নবদ্বীপ স্থান
এক রাত্রি গঙ্গা তথা করিলে বিশ্রাম।
রথে চড়ি ভগীরথ যান আগুয়ান
আসিয়ে মিলিল গঙ্গা নাম সপ্তগ্রাম।
সপ্তগ্রাম তীর্থ জান প্রয়াগের সমান
তথা হৈতে গঙ্গা করিল পয়ান।
আন্দা মাহেষ গঙ্গা দক্ষিণ করিয়া
বিহরোদের ঘাটে গঙ্গা ওত্তরিল গিয়া।
গঙ্গা বলেন বাপু শুন ভগীরথ
কত দূর আছে তোমার দেশের পথ।
এক বৎসর আমি আসি তোমার সনে
তোমাদের বংশ ভস্ম হৈল কোন স্থানে।
ভগীরথ বলেন মা এই পড়ে মনে
পূর্ব্ব দক্ষিনদিগ তার মধ্যস্থানে।
যেইখানে আছিল কপিল মহামুনি
মায়ের মুখে এই কথা শুনিয়াছি আমি।

এই কথা যখন গঙ্গার তরে বলি
সেইখানে সহস্রমুখী হৈল সুরেশ্বরী।
আছিল সগরবংশ ভস্মরাশি হৈয়া
বৈকুণ্ঠে চলিল সভে গঙ্গাজল পাইয়া।
হস্ত তুলিয়ে গঙ্গা ভগীরথেরে দেখান
এই তোমার বংশ দেখ স্বর্গবাসে যান।
এক জন রহিল জলের অধিকারী
আর সব চতুর্ভুজ গেল স্বর্গপুরী।
বংশ মুক্তি হইল দেখিয়ে ভগীরথে
গঙ্গাকে প্রণাম করি লাগিল নাচিতে।
গঙ্গা বলেন দেশে যাও রাজার নন্দন
সাগরের সঙ্গে আমি করিগে মিলন।
মহাতীর্থ হৈল নাম সাগরসঙ্গম
তাহাতে কতেক পুন্য না হয় কথন।
গঙ্গাসাগরে যেবা নর স্নান করে
সকল পাপে মুক্ত সে যায় স্বর্গপুরে।
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব মহত্ত্ব
গঙ্গা আনি লোক মুক্ত কৈল ভগীরথ।

গঙ্গা মাতা দেবী আইলেন এই ভুবি
এ তিন ভুবনে পুতিকার
সুর নর তারিনী পাপ নিবারিনী
কলিযুগে এমন অবতার।
ধন্য২ বসুমতী যাহাতে গঙ্গার স্থিতি
ধন্য ধন্য ধন্য কলিযুগে
শতেক যোজনে থাকে গঙ্গা যদি বলে মুখে
শুনি যমে চমৎকার লাগে।
পক্ষিগন থাকে যত তাহা বা কহিব কত
করে সদা তুয়া জল পান
দূরে রাজচক্রবর্ত্তী যার আছে কোটি হাতি
সেহ নহে পক্ষির সমান।
গয়া গঙ্গা বারানশী দ্বারকা মথুরা কাশী
গিরিরাজ গুহা যে মন্দার
এ সব যতেক তীর্থ সব নারায়নকৃতা
সব তীর্থে গঙ্গা দেবী সার।

গঙ্গা আনিতে গেল ষাটি হাজার বৎসর
পুনর্ব্বার গেল রাজা অযোধ্যা নগর।
রাজা হৈয়া করেন প্রজার পালন
সৌদাস নামেতে হৈল তাঁহার নন্দন।
অযোধ্যাতে রাজা তবে করিল সৌদাস
ভগীরথ রাজা কৈল গঙ্গাতীরে বাস।
গঙ্গাতীরে থাকিয়া করে গঙ্গাজল পান
গঙ্গা আনি ভগীরথ ত্যজিল পরাণ।
সৌদাস করিল রাজার শ্রাদ্ধ তর্পণ
ব্রাহ্মণেরে দিল তার যত ছিল ধন।
মন দিয়া শুন রাজা সৌদাসচরিত্র
শুনিলে যে পাপ যায় শরীর পবিত্র।
এক দিন গেল রাজা মৃগয়া করিতে
মৃগ চাহি ফেরে রাজা বনেতে২।
এক রাক্ষস সেই স্ত্রী সঙ্গে লৈয়া
সৌদাসের কাছে সে ওত্তরিল গিয়া।
রাক্ষসরূপ ছাড়িয়া সে ব্যাঘ্ররূপ ধরে
দুই জনে কেলি করে প্রভাসের তীরে।

হেন কালে সৌদাস সেই ব্যাঘ্রকে দেখিয়া
শৃঙ্গারের কালে তারে মারিল বিন্ধিয়া।
হেন কালে রাক্ষসী রাজার তরে বলে
বিনা দোষে স্বামী মারে শৃঙ্গারের কালে।
পরিনামে জানিবে হইবে যত পাপ
মহাপাপ ভুঞ্জিবে হইবে ব্রহ্মশাপ।
এতেক বলিয়া রাক্ষসী গেল বন
মনের দুঃখে ঘরে রাজা করিল গমন।
পাত্র মিত্রের তরে রাজা করিল মেলানি
বশিষ্ঠ মুনির তরে ডাক দিয়া আনি।
মুনির কহিল রাজা সব বিবরণ
এই পাপে কেমনে হইব বিমোচন।
যখনে যে কার্য্য তাহা পুরোহিত জানে
অশ্বমেধ কৈল রাজা শাস্ত্রের বিধানে।
যজ্ঞে পূর্ণ দিল রাজা যজ্ঞের দক্ষিণা
বিদায় করিয়া ঘরে গেল সর্ব্ব জনা।
হেন কালে রাক্ষসী ভাবে মনেমন
আমার বাক্য ব্যর্থ হবে জানিল কারণ।

আপনার নিজ রূপ দূরেতে ত্যজিয়া
বশিষ্ঠ মুনির রূপ হইল ভাবিয়া।
সৌদাস রাজার কাছে দিল দরশন
আমারে করাহ রাজা মাংস ভোজন।
রাজা বলে অশ্বমাংস করিল আহরণ
তেঁই মাংস খাইবারে ইচ্ছা গেল মন।
স্নান সন্ধ্যা করিয়া আইস মহামুনি
তবেত মাংস রন্ধন করাইব আমি।
বশিষ্ঠের রূপ সে দূরেতে ত্যজিয়া
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশ ধরিয়া আসিয়া।
মনুষ্যের মাংস লৈয়া করিল রন্ধন
বশিষ্ঠকে ডাকিল রাজা করিতে ভোজন।
যজমানের বাক্য মুনি লঙ্ঘিতে না পারে
স্নেন মত গেল রাজা রন্ধনের শালে।
বসিলেন মুনি তবে করিতে ভোজন
মানুষের মাংস রাক্ষসী দিল ততক্ষণ।
থাল কোলে থুইয়া রাক্ষসী গেল দূরে
দেখিয়া মুনির ক্রোধ বাড়িল অন্তরে।

মনুষ্যের মাংস দিয়া কর উপহাস
ব্রহ্মরাক্ষস তুমি হওত সৌদাস।
এত শাপ দিল যদি বশিষ্ঠ মহামুনি
মুনিকে শাপিতে রাজা হাতে লইল পানি।
অকারনে শাপ দিলে আমি নাহি দোষী
এই জলে পোড়াইয়া করিব ভস্মরাশি।
হেন কালে রাক্ষসী রাজার শাপ শুনিয়া
ঘরে হৈতে বাহির হৈয়া গেল পলাইয়া।
ধ্যান করিয়া জানিল বশিষ্ঠ তপোধন
রাক্ষসী আসিয়া মাংস মাগিল ভোজন।
মুনিকে শাপ দিতে রাজা হাতে নিল পানি
নিষেধ করেন তারে দময়ন্তী রানী।
ক্রোধ সম্বরিয়া রাজা ভাবে মনে২
এই জল আমি থুইব কোন স্থানে।
স্বর্গে থুইলে জল দেবগন মরে
নাগগন মরিবেক ফেলিলে পাতালে।
পৃথিবীতে ফেলিলে সকল শস্য যায়
সেই জল ফেলিল রাজা আপনার পায়।

পুড়িয়ে গেল রাজার দুখানি চরন
কর্ম্মজনাদ নাম রাজার হৈল তেকারন।
বশিষ্ঠ বলেন রাজা শাপ দিনু তোরে
রাক্ষস হৈয়া থাক এগার বৎসরে।
লোটায়ে ধরনী রাজা ব্রাহ্মনচরন
কত দিনে হবে মোর শাপ বিমোচন।
মুনি বলে গঙ্গাজল পাবে দরশন
তবে সে তোমার শাপ হইবে মোচন।
ব্রহ্মরাক্ষস রাজা হৈল সৌদাসে
ব্রাহ্মন খাইয়া রাজা ফিরে দেশেং।
এগার বৎসর পূর্ন হইল এমন
তিনদিন আহার না মিলিল ব্রাহ্মন।
ওত্তরিল গিয়া রাজা প্রভাসের তীরে
শ্রমযুক্ত হইয়া বসিল বৃক্ষতলে।
ক্ষুধায় অজ্ঞান রাজা বৃক্ষ নেহালে
এক ব্রহ্মদৈত্য আছে সেই বৃক্ষডালে।
ব্রহ্মদৈত্য বলে ও হে তুমি কেন হেথা
আমার স্থানে তুমি আইলে আমি যাব কোথা

শুনিয়া তাহার কথা সৌদাস হাসে
ব্রহ্মদৈত্য দেখি যায় খাইবার আসে।
ব্রহ্মদৈত্য রাক্ষসে বিবাদ দুই জন
ছয় মাস মল্লযুদ্ধ করিছে এমন।
দুই জন সমান যুদ্ধে কেহ জিনিতে নারে
ফিরিতে মৈত্রতা করি বসিল বৃক্ষতলে।
সাব দুঃখ দুই জন করেন প্রকাশ
বশিষ্ঠ শাপিল মোরে বলেন সৌদাস।
ব্রহ্মদৈত্য বলে মিত্র শুন বিবরণ
বরদত্ত নামে আমি ছিলাম ব্রাহ্মণ।
অনেক কাল বেদ পড়িলাম গুরুর ঘরে
গুরু বলেন দক্ষিণা কিছু দিয়া যাহ মোরে।
শুনিয়াত উপহাস করিনু গুরুরে
গুরু বলে ব্রহ্মদৈত্য হৈয়া থাক গাছের উপরে।
গঙ্গার জল যখন পাবে দরশন
তখন পাইবে মুক্তি ব্রাহ্মণনন্দন।

সৌদাস বলেন পিতা ওপার দিলেন মোরে
গঙ্গাজলের তত্ত্ব দুই জনে করে।
গঙ্গাস্নান করিয়া আন ভার্গব ঋষি
মাতায় করিয়ে গঙ্গাজলের কলসি।
হেন কালে দুই জনে আগুলিল তারে
এক বিন্দু গঙ্গাজল দিয়ে যাও মোরে।
বলিতে যে লাগিল ভার্গব তপোধনে
শিবের অমৃত ভাগ দিবত কেমনে।
বুঝিনু ব্রাহ্মণ তোর বিদ্যার নাহি লেশ
গঙ্গাজলের না কি হয় শেষ অবশেষ।
তখন জানিল ভার্গব তপোধন
মহাপুরুষ বটে ভগীরথের নন্দন।
কুশাগ্র করিয়া গঙ্গা দিল তার গায়
ব্রহ্মহত্যা আদি পাপ এড়িয়ে পলায়।
আছিলেন সৌদাস ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া
বৈকুণ্ঠ চলিয়াগেল গঙ্গাজল পাইয়া।
এই কালে ব্রহ্মদৈত্য কহে যে মুনিরে
দুই জনে মুক্ত হৈয়া গেল নিজ ঘরে।

গঙ্গার মহিমা এই কি বলিতে জানি
আদি কাণ্ড রচিল কীর্ত্তিবাস মহামুনি।

সৌদাস গেলেন যদি স্বর্গ ভুবনে
সুদাস হইলেন রাজা অযোধ্যা ভুবন।
সুদাস করিলেন রাজ্য অনেক বৎসরে
দিলীপ হইল রাজা অযোধ্যা নগরে।
দিলীপের পুত্র হৈল রঘু নামে রাজা
পুত্রের সমান পালে লোক জন প্রজা
একেত দিলীপ রাজা পৃথিবী উপরে
রঘু নামে পুত্র আর হৈল তার ঘরে।
পুত্রের বিক্রম দেখি ভাবে মনেমন
অশ্বমেধ যজ্ঞ আমি করি আরম্ভন।
ঘোড়া রাখিতে দিলেন রঘু যে নন্দনে
মুনিগণ আনি যজ্ঞ কৈল আরম্ভনে।
ঘোড়া দিয়া দিলীপ কহিল তার ঠাঁই
যজ্ঞপূর্ণের কালে যেন এই ঘোড়া পাই।

সহস্র ঘোড়াতে তার টানে রথখান
ঘোড়া রাখিবারে রঘু করিল পয়ান।
ইন্দ্র বলেন ব্রহ্মা কোন বুদ্ধি করি
মোরে খেদাড়িয়া দিলীপ নিবে স্বর্গপুরী।
এত যদি ইন্দ্র ব্রহ্মার তরে বলি
ব্রহ্মা বলেন তার ঘোড়া কর চুরি।
চাওয়াল রঘু তোমার কি করিতে পারে
চলিলেন ইন্দ্র ঘোড়া চুরি করিবারে।
দিবস দুই প্রহরে ইন্দ্র অন্ধকার করি
ঘোড়া লইয়ে ইন্দ্র গেল স্বর্গপুরী।
ঘোড়া হারাইয়া ফিরে দিলীপনন্দন
ইন্দ্র বিনে ঘোড়া মোর নিবে কোন জন।
নয় বৎসরের শিশু দশ নাহি পুরে
রথ চালাইয়ে দিল ইন্দ্রের উপরে।
সহস্র ঘোড়ায় বয় সোনার রথখান
কটাক্ষে বেড়িল গিয়া ইন্দ্রের পুরীখান।
ইন্দ্র কোথা বলি রঘু ঘন ছাড়ে ডাক
আজি ইন্দ্র তোর তরে পড়িল বিপাক।

মার২ বলিয়া রঘু লাগিল ডাকিতে
বাহির হইল ইন্দ্র চড়ি ঐরাবতে।
রঘুরে দেখিয়া তবে ইন্দ্র দেব হাসে
মরিবার তরে কেন আইলে স্বর্গবাসে।
মাছি হৈয়া সহিতে চাহ পর্ব্বতের ভার
গলায় কলসি বান্ধি দরিয়াতে সাঁতার।
সুরের বীর সহিতে কেবা তবে পারে
ছাওয়াল হইয়া আইস আমার উপরে।
রঘু বলে তোমার ডাকে রন নাহি জিনি
যার যত বল বুদ্ধি জানিব এখনি।
আমাকে ছাওয়াল দেখ আপনা দেখ বীর
ছাওয়ালের রনে আজি হৈয়া থাক স্থির।
তিন বান মারে রঘু ইন্দ্র দেবের বুকে
ঐরাবত সহিত ইন্দ্র ফিরে ঘোর পাকে।
ইন্দ্র বলে ভাল বলি বটেক ছাওয়াল
বান এড়িল যেন অগ্নির উথাল।
দশ বান ইন্দ্র তখন পুরিল সন্ধান
দশ বানে কাটিল ইন্দ্রের দশ বান।

দুই জনে বানবৃষ্টি যেমে যেন পানি
দুই জনে যুদ্ধ করে কেহ নাহি জিনি।
রঘু রাজা জালে বান পাশুপতসন্ধি
হাতে গলাতে জাল ইন্দ্রে করে বন্ধি।
ঐরাবত হইতে পড়িল ভুমিতলে
লোহার শিকলে বান্ধি রথে নিয়া তোলে।
ঘোড়া নিয়া আসি রাজার বিদ্যমানে
মাতি দিল ইন্দ্র বান্ধা অযোধ্যা ভুবনে।
স্বর্গেতে করিয়া ব্রহ্মা যত দেবগণ
আপনি চলিয়া আইল অযোধ্যা ভুবন।
ব্রহ্মা বলেন দিলীপ তুমি পুণ্যবান
তোমার রঘু পুত্র এই বড় গুণবান।
কিবা বর দিব রঘু রাজার যে তরে
রঘুবংশ বলি যশ ঘুসিবে সংসারে।
এত যদি বলিলেন ব্রহ্মা মুনিবর
তবে মুক্ত করি দিল দেব পুরন্দর।
রঘু বলেন এই সত্য কর পুরন্দর
যেন অনাবৃষ্টি না হয় অযোধ্যা নগর।

ইন্দ্র বলেন চিন্তা [illegible]
যে নিজ ক্ষেত্রের কায় নাশিবে যে [illegible] ।
এই সত্য করিল যদি দেব পুরন্দর
তার ইন্দ্র লৈয়া গেল দেবতা সকল ।
রঘু রাজার পরাক্রম শুনিয়া তাঁর
আদি কাণ্ড রচিল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাস ।

দিলীপ রাজ্য করিল দশ হাজার বৎসর
পুত্রে রাজ্য দিয়া গেল স্বর্গের উপর ।
বাপের করিল রঘু শ্রাদ্ধ তর্পণ
ব্রাহ্মণেরে দিলেন ধাতুক জল দান ।
অদাতব্য রঘু রাজা নাহি রাখে ঘরে
মৃত্তিকার পাত্রে রাজা জল পান করে ।
বরদত্ত নামে এক ব্রাহ্মণনন্দন
কণ্বান মুনির ঠাঞি পড়িল একমন ।
সকল শাস্ত্রে পারগ হৈল ব্রাহ্মণনন্দন
চৌষট্টি বিদ্যা পড়িল গুরুর সদন ।

গুরুরে দক্ষিণা দিতে করিল অন্তরে
কিবা দক্ষিণা দিব আজ্ঞা কর মোরে।
গুরু বলে অল্প মাগি অল্প করি ক্ষমা
চৌষট্টি বিদ্যার দেও চৌদ্দ কোটি সোনা।
এই বাক্য যখন গুরু কহিলেন কথা
মনে ভাবে এতেক সুবর্ণ পাব কোথা।
সভে বলে রঘু রাজা বড় পুণ্যবান
তার ঠাঞি আমি গিয়া সুবর্ণ মাগি দান।
সাত দিবসের তরে করিল নিয়ম
সাত দিবস বই আনি দিবত কাঞ্চন।
সাত দিবস করি গুরুরে নিয়ম
অযোধ্যা নগরে আসি দিল দরশন।
ব্রাহ্মণে নিষেধ নাহি রঘুর দুয়ারে
প্রবেশিল গিয়া রঘুর অন্তঃপুরে।
মৃত্তিকার পাত্রে রঘু করে জল পান
দেখিয়া ব্রাহ্মণের পুত্র করে অনুমান।
মৃত্তিকার পাত্রে করিছে জল পান
ভাল জনের ঠাঞি মাগিতে আইলাম হীন।

দেখিয়া ব্রাহ্মনপুত্র যায় পাছু হইয়া
রাখিল ব্রাহ্মনে রদু দ্বারেতে দেখিয়া।
আপনি পাখালে রাজা ব্রাহ্মনের চরন
মিষ্টান্ন জল দিয়া করাইল ভোজন।
কর্পুর তাম্বুল দিল মাল্য চন্দনে
জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন পাদসম্ভাষনে।
ব্রাহ্মন বলেন রাজা তুমি পুন্যবান
তোমার তরে মাগিবারে আসিয়াছি দান।
অতি দৈন্যদশা দেখিলাম তোমারে
আপনারে নার কিবা দিবেত আমারে।
দেখি তোমার দশা ডর লাগিল আমারে
এসেছি তোমার ঠাঞি ইন মাগিবারে।
রাজা বলেন তুমি কত মাগ দ্বিন
যাহা মাগ তাহা দিব ঠাকুর ব্রাহ্মন।
শুনিয়া রাজার কথা ব্রাহ্মন বলে
নাড়ু দিয়া যেমন ভাণ্ডায় ছাওয়ালে।
রাজা বলে যেবা মাগ না করিব আন
বলিয়া না দিবত না পাব ভগবান।

শ্রীবিষ্ণু বলিয়া বিপ্র কানে দিল হাত
চৌদ্দ কোটি সোনা মাগি তোমার সাক্ষাত।
রাজা বলে এক রাত্রি থাক মহামুনি
কালি প্রভাতে ধন দিব লৈয়া যাইও তুমি।
এত বলি ব্রাহ্মণে রাখিল নিজ ঘরে
আপনি সুধাইয়া বুলে কালু সদাগরে।
চৌদ্দ কোটি সোনা ধার যেবা দিতে পারে
দশ চৌদ্দ কোটি কালি সুধিব তাহারে।
যোড়হাত করিয়া কহিছে প্রজাগণ
তোমার নগরে নাহি এক কোটি ধন।
হেট মাতা করিয়া রাজা হইল নিঃশব্দ
এই কালে তথা মুনি আইল নারদ।
পাদ্য অর্ঘ্য দিল রাজা বসিতে আসন
মুনি বলেন কেন রাজা বিরস বদন।
রাজা বলে মহাশয় শুন কহি কথা
ব্রাহ্মণ মাগিয়াছে ধন আজি পাব কোথা।
হাসিতে লাগিলেন নারদ মহামুনি
ইহার ওপায় কহি শুনহ আপনি।

ল কালি কুবেরে করিব সম্ভাষণ
রেতে বসিয়া পাবে যত চাহ ধন।
তেক বলিয়া গেল নারদ তপোধন
অযোধ্যা নগরে রাজা বাজায় বাজন।
আজ্ঞা করিল রাজা পাত্র মিত্রের তরে
সভে সাজ কর যাব কুবের দেখিবারে।
সাজিল কটক বাজে দুন্দুভি বাজনে
কৈলাশে বসিয়া হোথা কুবের বাদ্য শুনে।
কুবেরের দূত ছিল অযোধ্যা নগরে
সুধাতে লাগিল তারা পাত্র মিত্রের তরে।
পাত্র মিত্র বলে কি বেড়াও সুধাইয়া
প্রমাদ পড়িল কালি কুবেরে লইয়া।
শুনিয়া ধাইল দূত চলিল অমনি
এই কালে কৈলাশে গেল নারদ মুনি।
নারদ বলে কি কর কুবের নিশ্চিন্ত বসিয়া
তোমার উপরে রঘু আসিছে সাজিয়া।
সুবর্ণ নাহিক রঘু রাজার ভাণ্ডারে
চৌদ্দ কোটি সোনা বিপ্র মাগিছে তাহারে

এতেক বলিল যদি নারদ মহামুনি
কুবের বলে দশ চৌদ্দ কোটি পাঠাই আমি
আপনি কুবের ধন দিলেন গনিয়া
দূত গিয়া ভাণ্ডারেতে দিল ফেলাইয়া।
প্রভাতে উঠিয়া সেই ব্রাহ্মণকুমারে
ভাণ্ডার সহিত সোনা দিলাম তোমারে।
শ্রীবিষ্ণু বলিয়া মুনি জুইল দুই কান
চৌদ্দ কোটি বই কেন অধিক লব দান।
চৌদ্দ কোটি সোনা তারে দিলেন গনিয়া
প্রভুর মাতায় বোঝা দিলেন বান্ধিয়া।
ধন লৈয়া গুরুর কাছে দাণ্ডাইল তখন
গুরু বলে এত ধন দিল কোন জন।
শিষ্য বলে রঘু রাজা বড় পুণ্যবান
দশ চৌদ্দ কোটি মোরে দিয়াছিল দান।
মুনি বলে বসি আমি গহন কাননে
ধনবাদে দস্যুগনে বধিবে জীবনে।
এই ধন রাখ লৈয়া ইন্দ্রের ভাণ্ডারে
যজ্ঞকালে যেন ধন আনিয়া দেন মোরে।

দীন লইয়া গেল ইন্দুবিদ্যমানে
অন্তরে গুঠিল ইন্দু দেখিয়া ব্রাহ্মনে।
ব্রাহ্মন বলেন গুরু পাঠাইলেন মোরে
রঘু রাজা সোনা দান দিল মোর তরে।
কতক্ষু মুনির দীন রাখহ ভাণ্ডারে
এত বলি দীন তথা থুইল মুনিবরে।
ইন্দু বলেন বাপু সত্য কহ কথা
গুরুবৃত্ত শুনি তিনি সোনা পাইলেন কোথা।
ব্রাহ্মন বলেন সোনা মাগেছিল মোরে
রঘু রাজা সোনা দান দিল মোর তরে।
রাম২ বলি ইন্দু কানে দিল হাত
রঘুনাম না করিহ আমার সাক্ষাত।
কভু নিদ্রা নাহি যাই রঘু রাজার ডরে
ফেতে২ ফিরি নিত্য অযোধ্যা নগরে।
অন্যান্তরে নিয়া গোসাঞি রাখ এই দীন
দীনের বাদে রঘু মোর বধিবে জীবন।

বীন লৈয়া বরদত্ত এল গুরুর পাশে
গুরু বলে রাখ বীন পর্ব্বত কৈলাশে।
আপনার বীন দেখি কুবের মনে হাসে
গিয়াছিল যার বীন আইল তার পাশে।
রঘু রাজার যশ ত্রিভুবনে ঘোষে
আদি কাণ্ড রচিল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাসে।

রঘু রাজ্য করে দশ হাজার বৎসর
অজ নামে হইল যে তাহার কোঙর।
পুত্রের দেখিল রাজা প্রথম যৌবন
পুত্রে রাজ্য দিয়া গেল বৈকুণ্ঠ ভুবন।
অজের সমান রাজা নাহিক সংসারে
পুত্রের সমান রাজা পালে প্রজার তরে।
মাথর রাজার কন্যা ইন্দুমতী নাম
পরম সুন্দরী সেই ইন্দুর সমান।
ইচ্ছাবরী হইতে কন্যার গেল মন
কহিলেন কন্যা তবে বাপের বিদ্যমান।

স্বয়ম্বর হইতে আমার আছে মন
সকল রাজা আন করিয়া নিমন্ত্রণ।
যজ্ঞ মহারাজে পৃথিবীতে বৈসে
মাথরের নিমন্ত্রণে সব রাজা আইসে।
প্রথম যৌবন যেবা দেখিতে সুন্দর
বয়স অবসে তেঁহ রহিতে গেল ঘর।
অযোধ্যা হইতে হৈল অজের গমন
সভামধ্যে অজ গিয়া বসিল তখন।
পশুর মধ্যেতে যেন বসিল কেশরী
বসিল সকল রাজা অজ মধ্যে করি।
রঘু রাজার পুত্র অজ দিলীপের নাতি
পৃথিবী মণ্ডলে যার এক দণ্ড ছাতি।
একে২ কহিতে নাম হইবে বিস্তর
তিন কোটি রাজা আইল মাথরের ঘর।
সভা করিয়া বসিল যত রাজাগন
এই কালে মাথর রাজা করে নিবেদন।
এক কন্যা বিভার যোগ্য আছে মোর ঘরে
আজ্ঞা কর সেই কন্যা আনি স্বয়ম্বরে।

পক্ষিনামে দ্বন্দ্ব যেন না করে কোন জন
তবে শীঘ্র আনি কন্যা কৈলে নিবেদন।
আমার কন্যা বরমাল্য দিবে যার তরে
তাহারে রাখিয়া বিদায় করিব সভারে।
ভালং বলিল সকল রাজাগন
ঝাঁট ইন্দুমতী আন করিয়া সাজন।
কেশ আঁচড়িয়া তার বান্ধিল কুন্তল
নানা পুষ্পের মালা তাহে করে ঝলমল।
কপালে সিন্দুর দিল নয়নে কজ্জল
চন্দ্রের সমান কা করে ঝলমল।
চিত্র বিচিত্র পরে পায়েতে পাশুলি
বিধাতা গড়েছে যেন কনকপুতুলি।
সমানং সখীর হস্ত ধরিয়া
মত্ত গজপতি রামা চলিল সাজিয়া।
যেই জন ইন্দুমতী কৈল নিরীক্ষণ
ভূমিতেপড়িয়া তেঁহ হরিল চেতন।
চেতন পাইয়া ওঠে যত রাজাগন
যে এই কন্যা পাবে তার সার্থক জীবন।

কেহ বলে কন্যা মোরে করিল নিরীক্ষণ।
কেহ বলে কন্যার আমাতে আছে মন।
তারে পাছু করিয়া যে করিল গমন
ভূমিতে পড়িয়া তেঁহ যুড়িল রোদন।
কি বেবা কুৎসিত রূপ দেখিলে আমারে
আমারে এড়িয়া তুই ভজিবে কোন বরে।
একে২ দেখিল যতেক রাজাগন
অজ রাজার কাছে আসি দিল দরশন।
হীন পাইলে তুষ্ট যেন দরিদ্রের মতি
গলে মালা দিয়া বলে তুমি আমার পতি।
বরমালা দিয়া যদি কন্যা গেল ঘর
লজ্জা পাইয়া ওঠি পলায় সকল।
বনেতে আসিয়া সভে হৈয়া এক মতি
অজকে মারিতে সভে করিলেক যুক্তি।
এক্ষনে সভাই থাকি বনে লুকাইয়া
অজ মারিয়া ইন্দুমতী লইব কাড়িয়া।
লুকাইয়া বনে তারা রহে স্থানে২
হেথা মাথার রাজা করে কন্যা দানে।

কন্যা দান তার তরে করেন কৌতুকে
নানা রত্ন ধন দান দিলেন জৌতুকে।
তিন দিন ছিল রাজা মাথরের ঘরে
আর দিন যান রাজা অযোধ্যা নগরে।
ইন্দুমতী লৈয়া রথে কৈল আরোহন
সৈন্য সামন্ত লৈয়া রাজার গমন।
নিদ্রায় অচেতন রাজা শুইয়াছেন রথে
এই কালে রাজাগন আগুলিল পথে।
মার২ বলি রাজা আগুলিল তথা
দেখিয়াত ইন্দুমতী হেট কৈল মাতা।
কাটা নিদ্রাতে প্রভু চিয়াব কেমনে
নিদ্রা ভঙ্গ হৈল ইন্দুমতীর ক্রন্দনে।
রাজাগন ডাকে তাতে ভয় নাহি মন
মলীন দেখিল ইন্দুমতীর বদন।
অজ বলে প্রিয়া আর না কান্দিহ তুমি
ইন্দুমতীর মুখ রাজা মুছিল আপনি।
তিন কোটি রাজা আছে রথ আগুলিয়া
আমারে কাড়িয়া লবে তোমারে মারিয়া।

অজ বলেন প্রিয়া তুমি বসিয়া হে থাক
সকল এক বানে মারি দেখহ কৌতুক।
এক বান বই যদি দ্বিতীয় বান মারি
রঘুর দোহাই তবে ব্যর্থ ধনুক ধরি।
এত বলি ধনুক লৈয়া দাণ্ডাইল রথে
অজ দেখি রাজাগন লাগিল ভাবিতে।
শশক দেখি সিংহের নাহিক বস্তু জ্ঞান
এড়িয়ে দিলেন অজ গন্ধর্ব্ব নামে বান।
এক বানে গন্ধর্ব্ব বারাইল তিন কোটি
আপনা আপনি মরে করে কাটাকাটি।
গন্ধর্ব্ববানেতে কার নাহিক যে আটা
এক বানে তিন কোটি রাজা গেল কাটা।
তিন কোটি রাজা সেই যুদ্ধেতে মারিয়া
অযোধ্যাতে গেল রাজা ইন্দুমতী লৈয়া।
অজ রাজা ইন্দুমতী পরম পিরিতি
কত কাল বৈ রানী হৈল গর্ব্ভবতী।
দশ মাস গর্ব্ভ হৈল প্রসবসময়
পুত্র হইল যেন চন্দ্রের ওদয়।

রূপে গুণে দেখি যেন অভিনব কাম
দশরথ বলিয়ে তাহার থুইল নাম।
দশরথের কত আমি কব গুণগ্রাম
যার পুত্র হইবেন আপনি ভগবান।
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিচক্ষণ
গাইলেন দশরথের জনমকথন।

-

দশরথের বয়স যখন এক বৎসর
পুত্র শোয়াইয়া দোঁহে ঘরের ভিতর।
পুষ্পবনে ক্রীড়া করেন হাস পরিহাসে
নারদ চলিয়া যান ওপর আকাশে।
পারিজাত মালা ছিল নারদের বীণায়
বাতাসে ওড়িয়ে পড়ে ইন্দুমতীর গায়।
যেইমাত্র পারিজাত হৈল দরশন
ইন্দুমনী মুক্ত হয়ে গেল স্বর্গ ভুবন।
প্রাণ ছাড়ি ইন্দুমতী গেল স্বর্গপুরে
কাঁদে অজ রাজা সেই ইন্দুমতীর তরে।

কত বা কহিব সেই রাজার বিলাপ
না পারে সহিতে রাজা ইন্দুমতীর তাপ।
সেই পারিজাত মারে আপনার গায়
দুই জনে মুক্ত হয়ে স্বর্গপুরে যায়।
নাটুয়া নাচনী ছিল দোঁহে স্বর্গপুরে
শাপভ্রষ্টে জন্মিয়াছিলেন পৃথিবীভিতরে
দুই জন গেল যদি তখন স্বর্গপুর
দশরথের বয়স তখন এক বৎসর।
অল্প কালে পিতা মাতা মরিল দুই জন
দেখিয়াত চিন্তিত বশিষ্ঠ তপোধন।
সেই পুত্র লৈয়ে গেল আপনার ঘরে
পড়াইল নানা শাস্ত্র দশরথের তরে।
পাঁচ বৎসরের রাজা হইল যখনে
অভিষিক্ত হৈয়া বৈসেন রাজসিংহাসনে।
ভৃগুরাম মুনি তারে অস্ত্র দিলেন দান
যত্ন করি শিখাইলেন শব্দভেদী বাণ।
রাজ্য করেন দশরথ যেন পুরন্দর
পুত্রের সমান পালে প্রজা মহাধনুর্দ্ধর।

রাজার বয়স হৈল পোনেরবৎসর
আদি কাণ্ড গাইল কীর্ত্তিবাস মুনিবর ।

দশরথ মহারাজা জন্ম সূর্য্যবংশে
সর্ব্ব গুনেশ্বর রাজা সর্ব্বলোক আইসে ।
রাজচক্রবর্ত্তী রাজা সভার উপর
বিভা নাহি হয় বয়স তিন শত বৎসর ।
দৈবের ঘটনে রাজার হইল নির্ব্বন্ধ
হেন কালে দশরথের বিভার আরম্ভ ।
কোশল দেশের রাজা কোশল দণ্ডধরে
কৌশল্যা নামেতে কন্যা আছে তার ঘরে ।
কৌশল্যার রূপ রাজা দেখিয়া মূর্চ্ছিত
কারে কন্যা বিভা দিব রাজা সচিন্তিত ।
পুরোহিত ব্রাহ্মনেরে আনিল সত্বর
দশরথ আনিবারে যাহ দ্বিজবর ।
আমার সংবাদ কহ রাজার গোচরে
কৌশল্যা নামেতে কন্যা বিভা দিব তারে ।

তাহা বই কৌশল্যার বর নাহি দেখি
দশরথে দিয়া কন্যা হইব যে সুখী।
সংবাদ লইয়া বিপ্র চলিল সত্বর
শীঘ্রগতি গেল দ্বিজ অযোধ্যা নগর।
ব্রাহ্মণ দেখিয়া রাজা করেন প্রণাম
আশিষ করিয়া কহেন আপনার নাম।
কোশল দেশেতে ঘর কোশলপুরোহিত
তোমারে লইতে রাজা মোরে নিয়োজিত।
রাজার সংবাদ তার কন্যা আছে ঘরে
কৌশল্যা নামেতে কন্যা দিবেন তোমারে।
তত রূপে কন্যা আর নাহি কোন দেশে
তোমারে দিবেন তারে মনের হরিষে।
রাজার সংবাদ এই জানানু তোমারে
বিবাহ করিতে চল কোশলের ঘরে।
এতেক শুনিয়া রাজা সংবাদ বচন
পাত্রবর্গ লৈয়া রাজা করে সমর্পন।
বিবাহ করিয়া যাবৎ নাহি আসি ঘরে
তাবৎ পালিহ রাজ্য অযোধ্যা নগরে।

রথ লৈয়া যোগাইল রথের সারথি
সেনাগণ সঙ্গে রাজা চলে শীঘ্রগতি।
নানা বাদ্য বাজে নাহি বিদ্যা গণ্ডগোল
ভেরী ঝাঝরি বাজে না যায় গণন।
পঞ্চাশ সহস্র বাজে পাখোয়াজ ওকরান
তিন কোটি শিঙ্গা বাজে অতি গদ্গমান।
বাহাত্তর কোটি শঙ্খ বাজে দণ্ডা ওক্ষ্যাণ
সহস্র কোটি ভোরঙ্গ বাজে শুনিতে রসান।
দুই সহস্র সানাই বাজে ডম্ফ কোটিং
তিন সহস্র দামায় দান পড়ে কাটি।
তবল বিশাল বাদ্য বাজে জয়ঢোল
মহাপ্রলয় কালে যেন হয় গণ্ডগোল।
বাদ্য ভাণ্ডে দশরথ চলেন কুতূহলে।
রথবেগে গেল রাজা কোশলের পুরে
দশরথের পাইয়ে বার্ত্তা কোশলের রাজা
পাদ্য অর্দ্য দিয়া করে দশরথের পূজা।
শাস্ত্র ব্যবহারে রাজা কন্যা করে দান
নানা রঙ্গে স্ত্রী আচার করে রামাগণ।

শুভক্ষণে দুই জনে করেন চাওনি
দুই জনার রূপে আলো করেত মেদিনী।
নানা রত্ন দিয়া রাজা কন্যা করে দান
শাস্ত্রবিহিত রাজা করিল সম্মান।
অর্দ্ধেক রাজ্যেতে নিজ দিল অধিকার
বিলাইতে দিল তারে চারি ভাণ্ডার।
কৌশল্যা লইয়া রাজা আইল নিজ দেশে
আদি কাণ্ড গাইল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাসে।

গিরিরাজ নগরে কেকয় রাজার ঘর
সুখে রাজ্য করে রাজা অনেক বৎসর।
কেকয়ী নামে কন্যা পরম সুন্দরী
তার রূপে আলো করে গিরিরাজপুরী।
স্বয়ম্বর হবে কন্যা হেন আছে মন
পৃথিবীর রাজাকে করিল নিমন্ত্রণ।

দশরথ আনিতে দূত চলিল সত্বর
শীঘ্রগতি গেল দূত অযোধ্যানগর।
দূতগণ দেখিয়া রাজা করেন প্রণাম
আশিস করিয়া কন আপন আখ্যান।
গিরিরাজ নগরেতে আমার বসতি
রাজকন্যার স্বয়ম্বর হবে নরপতি।
আসেছে অনেক রাজা শুন নৃপবরে
চল শীঘ্রগতি তুমি গিরিরাজপুরে।
স্বয়ম্বরস্থান কৈল অতি সুশোভন
সম্বাদ পাইয়া রাজা চলিল তখন।
রথবেগে দশরথ গেল সভাস্থানে
সভা করে রাজগণ বসেছে যেখানে।
স্বয়ম্বরস্থানে আইল কেকয়ী সুন্দরী
তার রূপে আলো করে গিরিরাজপুরী।
কেকয়ী দেখিয়া সভে অনুমান করি
স্বর্গ ছাড়িয়া কিবা আইল বিদ্যাধরি।
কিবা রম্ভা উর্ব্বশী আইল তিলোত্তমা
কন্যার রূপে উপমা দিতে নাই কিছু সীমা।

পূর্ব্বে রাজ কন্যা যেন ছিল ইন্দুমতী
সেই যেন বরিলেক অজ মহামতী।
ইন্দুমতীর রূপের কথা গেল দেশেং
বিভা করিতে রাজাগন এলেন হরিষে।
ইন্দুমতী বরিলেক অজ মহারাজা
সব রাজা গেল দেশে পাইয়া বড় লজ্জা।
পরম সুন্দর রাজা [illegible]
দশরথ সমান রাজা নাহি বসুমতী।
দশরথ থাকিতে বরিবে [illegible]
এই যুক্তি হেট মাতায় করে রাজাগন।
এক্ষেং দেখে কন্যা যত রাজাগন
দশরথের কাছে গিয়া দিল দরশন।
ধন পাইলে তুষ্ট যেন দারিদ্রের মতি
গলে মাল্য দিয়া বলে তুমি আমার পতি।
স্বয়ম্বরের মালা দিল দশরথের গলে
হেট মাতা করি রহে লজ্জায় সকলে।
রাজাগন বলে কন্যা বড় বিচক্ষন
দশরথ থাকিতে বরিবে কোন জন।

সকল রাজাগণে করিল সম্ভাষণ
মেলানি করিয়া সভে গেল নিজ স্থান।
কন্যা দান করে রাজা পরম কৌতুকে
মন্থরা নামেতে চেড়ি দিলেন জৌতুকে।
পৃষ্ঠে কুজের ভার লড়িতে নারে বুড়ি
সর্ব্বনাশ করে তার যার ঘরে থাকে চেড়ি।
বহু রত্ন দান রাজা পাইল বিস্তর
অশ্ববেগে পদাতিক চলিল সত্বর।
কেকয়ী লইয়া রাজা আসি নিজ দেশে
আদি কাণ্ড রচিল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাসে।

কৌশল্যা কেকয়ী তারা দুই সতিনী
দশরথের সঙ্গে তারা আছে দুই রানী।
সিংহল রাজ্যের রাজা সুমিত্র নামে বীরে
সুমিত্রা নামেতে কন্যা আছে তার ঘরে।
কন্যার রূপ দেখি রাজা ভাবে মনেমন
ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া দিল অযোধ্যা ভুবন

রাজচক্রবর্ত্তী রাজা সর্ব্ব লোকে জানে
দেব দানব গন্ধর্ব্ব কাঁপে যার নাম শুনে।
ব্রাহ্মণ আনিয়া রাজা কহেন সত্বর
দশরথে আন যাইয়া অযোধ্যা নগর।
রাজার আজ্ঞায় দ্বিজ চলিল হরিষে
শীঘ্রগতি গেল দ্বিজ অযোধ্যার দেশে।
ব্রাহ্মণ দেখিয়া রাজা করে প্রণাম
আশীর্ব্বাদ করিয়া কহে আপনার নাম।
সিংহলপুরে ঘর সিংহলপুরোহিত
তোমারে লইতে রাজা পাঠাইল ত্বরিত।
সুমিত্রা নামেতে কন্যা পরম সুন্দরী
তার রূপে আলো করে সিংহলনগরী।
ভত রূপে কন্যা আর নাহি কোন দেশে
তোমারে দিবেন দান পরম হরিষে।
কন্যার কথা শুনিয়া দশরথ হরষিত
বিভা করিবারে রাজা চলিল ত্বরিত।

কৌশল্যা কেকয়ী তারা জানে দুই জন
মৃগয়ার ছলে রাজা করিল গমন।
নানা বাদ্যে দশরথ চলে কুতূহলে
উত্তরিল গিয়া রাজা নগর সিংহলে।
বার্ত্তা শুনি হরষিত সিংহলের রাজা
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে করে দশরথের পূজা।
দশরথের রূপ দেখি হরষিত মন
যেন বর তেন কন্যা বিধির ঘটন।
নান্দীমুখ করি দোঁহে পরম হরিষে
বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ দুই জনে করে অবশেষে।
গোধূলিতে দুই জন করিল চাওনি
দোঁহাকার রূপে আলো করেত মেদিনী।
পুষ্পশয্যায় রাজা করিল শয়ন
অনঙ্গে অবস রাজা নিদ্রায় অচেতন।
শয্যা ছাড়ি উঠে দশরথ নৃপবর
শয্যার উত্থান কৌতু দিলেন বিস্তর।
বাসি বিভা সেইখানে হৈল দশরথে
যৌতুকে পাইল বহু ধন দিব্য রথে।

বিদায় হইল রাজা রাজার সাক্ষাতে
সুমিত্রা সহিত রাজা চড়ে নিজ রথে।
সুমিত্রার রূপে রাজা ধরিতে নারে চিত
ধৈরয ছাড়িল রা া হইল মূর্চ্ছিত।
সুমিত্রা দেখিয়া রাজা করে হাহাকার
রথের ওপরে রাজা করেন শৃঙ্গার।
বাসি বিভার পর দিন হয় কাল রাত্তি
স্ত্রী পুরুষ এক ঠাই না থাকে সংহতি।
কা া রাত্রে স্ত্রী যদি করে পরশন
সেই স্ত্রী দৌর্ভাগ্য হয় না হয় খণ্ডন।
সুমিত্রা লইয়া রাজা আসি নিজ দেশে
অন্তঃপুরে প্রবেশিল পরম হরিষে।
কৌশল্যা কেকয়ী তারা রাণী দুই জন
সুমিত্রার দেখি রূপ ভাবে মনেমন।
সুমিত্রার রূপে রাজার মজিবেক চিত
আর না চাহিবেন রাজা আমা সভার ভিত।
নিরবধি সেবে তারা পার্ব্বতী শঙ্কর
সুমিত্রা দৌর্ভাগ্যা হউক এই মাগে বর।

তিন রানী লৈয়া রাজা আছে কুতুহলে
সুখে রাজ্য করে রাজা অনেক বৎসরে।
পুত্র হিন মহারাজা মনে বড় দুঃখ
সাতশত পঞ্চাশ স্ত্রী রহিল কৌতুক।
সাতশত পঞ্চাশের উপর তিন রানী
কৌশল্যা কৈকেয়ী আর সুমিত্রা ঠাকুরানী।
সকল সতিনীর মাঝে সুমিত্রা সুন্দরী
তার রূপে আলো করে অযোধ্যা নগরী।
হেন স্ত্রী সৌভাগ্য হৈল রাজার বিষাদ
কাল রাত্রির দোষে হৈল এতেক প্রমাদ।
প্রাণের অধিক রাজা কেকয়ীরে দেখে
রাত্রি দিন দশরথ তারে লৈয়া থাকে।
তিন জনার ভাগ্য বড় কহিব কেমন
যা সভার গর্ব্ভে জন্ম লিলেন নারায়ন।
সুখের সাগরে রাজা আছে নিরন্তর
অনাবৃষ্টি হৈয়া গেল অযোধ্যা নগর।
রোহিনীর বৃষে হৈল শনির গমন
সেকারণে বৃষ্টি নাহি অযোধ্যা ভুবন।

কৌতুকে থাকেন রাজা স্ত্রী সম্ভাষনে
রাজ্যেতে প্রমাদ হৈল ইহা নাহি জানে ॥
সকল অযোধ্যা পুর হৈল নিঃশব্দ
হেন কালে রাজার কাছে এলেন নারদ ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দেন রাজা বসিতে আসন
মুনির করিয়া পূজা বসিল রাজন ॥
নারদ বলেন দশরথ করি নিবেদন
তোমার ঠাই আইনু এক কার্য্য নিমন্ত্রন।
পুরন্দর বৃষ্টি করেন সকল সংসার
তোমার রাজ্যে অনাবৃষ্টি দুঃখ সভাকার ।
স্ত্রীগন লইয়া রাজা তুমি আছ সুখে
নরকে ডুবিবে রাজা প্রজাগনের দুঃখে।
রাজা বলে কার আমি নাহি করি দণ্ড
কি কারণে মন্দ মোরে বলে রাজখণ্ড।
দুঃখ পায় প্রজাগন আপন কর্ম্মফলে ।
কোন দোষে প্রজাগন মোরে মন্দ বলে।
নারদ বলে দশরথ শুন মোর বাণী ।
রোহিনী নক্ষত্রে দৃষ্টি দিয়া গেল শনি।

এত বলি নারদ মুনি করিল গমন
রথে চড়ি রাজা দেখি বেড়ায় রাজন।
উত্তর দিগে গেল রাজা গহন কানন
জনজন্তু দেখে রাজা পশু পক্ষীগণ।
নদ নদী দেখে রাজা তাহে নাই জল
দিঘী সরোবর দেখে শুষ্ক সকল।
বেলা অবসানে রাজা বসেন বৃক্ষতলে
সারি সুয়া পক্ষী আছে সেই বৃক্ষ ডালে।
শেষ রাত্রি হইলে কে পক্ষীর নিদ্রা ভাঙ্গে
পক্ষিণী কহে কথা পক্ষিরাজের সঙ্গে।
অনেক কাল হৈল মোরা এই বনে বসি
কত আর পাইব কষ্ট নিত্য উপবাসী।
সূর্য্য বংশের রাজ্যে বসি দুঃখ নাহি জানি
চৌদ্দ বৎসর আহার মরুক খাইতে নাই পানি
অনাবৃষ্টি হইতে বৃক্ষেতে নাহি ফল
নদ নদী সরোবর তাহাতে নাহি জল।
রাজা হইয়া রাজার চেষ্টা নাহি করে
রাত্রি দিন স্ত্রী লৈয়া থাকে অন্তঃপুরে।

কষ্ট পাইয়া আর কত থাকিব অনাহারে।
অতএব চল প্রভু যাই জন্যান্তরে।
পক্ষিরাজ বলে প্রিয়া শুন মোর বাণী
তোমার বোলেতে বন ছাড়িব এক্ষনি।
সত্যযুগ হৈতে মোর এই বনে বাস
গোঙাইলাম এই বনে পুরুষ পঞ্চাশ।
মোর দুঃখ নহে দুঃখ হইয়াছে সংসারে
এই দুঃখে আছেন রাজা দুঃখিত অন্তরে।
এইখানে জনম মোর এইখানে মরণ
তোমার বোলে ছাড়িতে নারিব এই বন।
পক্ষিনী বলেন পক্ষী শুন বিবরণ
পাপী রাজার রাজ্যে থাকি হারাবে জীবন।
জল বিহনে আকুল হইল পরাণ
সমুদ্রের তীরে যাইয়া করি জলপান।
এই কথাবার্ত্তা তারা কহে দুই জনে
বৃক্ষতলে থাকিয়া রাজা দশরথ শুনে।
নারদের কথা রাজা পাইল প্রত্যক্ষ
আমার তরে নিন্দা করে বনের পশুপক্ষী।

বুঝিলাম ইন্দ্র রাজা বড়ই চতুর
মুখে এক কহে সে অন্তরে করে দূর।
আমার পিতামহ ছিল রঘু নাম ধরে
ইন্দ্র আনি খাটাইল অযোধ্যা নগরে।
তবে আজি হয়ে মোর দশরথ নাম
ইন্দ্র বান্ধিয়া আনি অযোধ্যা ভুবন।
রাত্রি প্রভাত করে রাজা মনোদুঃখে
তলায় দশরথ রাজা দুই পক্ষী দেখে।
পক্ষী বলেন পাপিনী শুনহ পক্ষিণী
রাত্রে রাজার নিন্দা কেন কৈলে তুমি।
সকল কথা দশরথ শুনিয়াছে কানে
শব্দভেদী বাণে রাজা মারিবে পরাণে।
এতেক বলিতে পক্ষির প্রাণ ফাটে
আকাশে উঠিল গিয়া ডিম্ব লৈয়া ঠোঁটে।
পক্ষী পলাইয়া যায় পাইয়া তরাস
ঊর্দ্ধ বাহু করি রাজা দিলেন আশ্বাস।
দশরথ বলেন পক্ষী না পলাইহ ডরে
আসিয়া ফিরিয়া বৈস বাসার উপরে।

স্ত্রীর বাক্যে অপরাধি নাহিক তোমার
তোমার বচনে জ্ঞান হইল আমার।
এই বনে যত আছে আম্র কাঁটাল
আজি হইতে দিলাম তোমার অধিকার।
পক্ষী সম্বোধিয়া রাজা থুইয়া বাসাঘরে
ত্ত রন গিয়া রাজা অযোধ্যা নগরে।
অমরাবতী গেল রাজা দেবের সমাজে
দেবগন দেখে রাজা সর্ব্ব হেন গর্জ্জে।
তর্জ্জন গর্জ্জন করে রাজা দশরথে
যুঝিবারে আইলাম আমি ইন্দ্রের সহিতে।
দেবগন বলেন রাজা ক্রোধ কি কারন
তোমার সঙ্গে দেবরাজ না করিবে রন।
রাজা বলে মোর রাজ্যে হয় নাহি বৃষ্টি
অনাবৃষ্টি হৈতে মোর নষ্ট হৈল সৃষ্টি।
মোর রাজ্যেতে বৃষ্টি না হয় কোন কাযে
অনাবৃষ্টি হেতু যত পুজা মোর মজে।

চৌদ্দ বৎসর অনাবৃষ্টি নাহি হয় ধান
প্রজাগণ দুঃখে মোরে করে অপমান।
বৃষ্টি করে দেবরাজ রাখুক বসুমতী
নতুবা জিনিয়া তার লৈব অমরাবতী।
এতেক শুনিয়া চলে যত দেবগণে
যুক্তি করিল ইন্দ্র দেবতার সনে।
ইন্দ্র বলে দশরথ এলে কিকারণ
মনুষ্য বিক্রম বল শঙ্কা নাহি মন।
দেবগণ বলে ইন্দ্র না কর অহঙ্কার
দশরথের যুদ্ধে কার নাহিক নিস্তার।
শব্দভেদী দশরথ শব্দ পাইলে হানে
তার সনে যুদ্ধ কর মরিবে আপনে।
যাবৎ মনেতে রাজা নাহি পায় তাপ
রাজার সঙ্গে গিয়ে কর মিত্র আলাপ।
দেবগণের বাক্য ইন্দ্র নাহি করে আন
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া রাজার করিল সম্মান।
হেন কালে দশরথ করে সম্বোধন
মোর রাজ্যে অনাবৃষ্টি হয় কিকারণ।

দেবরাজ বলে রাজা শুন মোর বাণী
শনির দৃষ্টি পড়ে গেল নক্ষত্র রোহিণী ।
ছাড়াইতে পার যদি রোহিণীর দৃষ্টি
তবেত তোমার দেশে হয় মহাবৃষ্টি ।
চলিলেন দশরথ ইন্দ্রের বচনে
রথ চালাইয়া গেল শনিবিদ্যমানে ।
শনি দ্বারে বলি রাজা মহাডাক ছাড়ে
শনি দৃষ্টি করিলে রথের দড়া ছিঁড়ে ।
শনির দৃষ্টিমাত্রে রথের ছেঁড়ে দড়া
[illegible] পড়ে রথের [illegible] ।
ছিঁড়িল রথের দড়া রহিতে নাহি স্থল
পাকে২ পড়ে রথ করে টলমল ।
[illegible] ফিরে রথ গগন উপরে
হেন জন নাহি যে রাজারে রক্ষা করে ।
জটায়ু নামেতে পক্ষী উড়ে অন্তরিক্ষে
আকাশে থাকিয়ে পক্ষী রথখান দেখে ।
ভূমিতে পড়িবে রাজা রহিতে নাহি স্থল
চূর্ণ হইবে রাজার শরীর সকল ।

হেন কালে করি যদি রাজার অব্যাহতি
ঘুষিতে থাকিবে মোর যশের খেয়াতি।
দশরথ মহারাজ ধর্ম্ম অধিষ্ঠান
হেন রাজা হারায় প্রাণ মোর বিদ্যমান
কাতর হইয়াছে রাজা ভূমিতে পড়িতে
হেন কালে পক্ষিরাজ দুই পাখা পাতে।
পক্ষ পাতি রহিল জটায়ু মহাবীর
তাহার উপর দশরথ রাজা হৈল স্থির।
স্থির হৈয়া দশরথ রথে যোড়ে ঘোড়া
ধ্বজা তার পতাকা বান্ধে দিয়া থোড়াং।
সারথি ঘোড়ার গায় মারি চোক বাড়ি
আরবার চলে ঘোড়া আকাশের বাড়ি।
রাজা বলে শুনি [illegible]
প্রাণ রাখিলে মোর এই কোন জনে।
বৃদ্ধ পিতামহ কিবা সেই জন্ম পিতা
এমন বিপদে করে এত বড় চিন্তা।
তুলিলেন পক্ষিরাজে রথের উপরে
মধুর সম্ভাষে রাজা জিজ্ঞাসিল তারে।

আসাড় খাইয়া যদি তায় ভূমিতলে
হেন কালে তুমি মোর হৈলে অনুকূলে।
কোন দেশে থাক তুমি কাহার নন্দন
পরিচয় দেহ মোরে তুমি কোন জন।
পক্ষিরাজ বলেন আমি গৃধিনীর জাতি
মোর জ্যেষ্ঠ ভাই পক্ষিরাজ যে সম্পাতি।
জটায়ু নাম ধরি আমি গরুড়নন্দন
অন্তরিক্ষে ভ্রমি আমি ওঁার গগন।
আসাড় খাইয়া পড় দেখি বিদ্যমান
পক্ষ পাতি রাখিলাম তোমার রথখান।
দশরথ বলে পক্ষী তুমি মোর মিত
প্রাণ দান দিলে মোর বড় কৈলা হিত।
রথের চন্দন কাষ্ঠ খসাইয়া আনি
চন্দন কাষ্ঠেতে রাজা জ্বালিল আগুনি।
দুই জনে মৈত্র করে অগ্নি করি সাক্ষী
দশরথের মৈত্র হইল জটায়ু পক্ষী।

জটায়ু পক্ষির কথা শুনে যেই জন
সর্ব্বত্র তাহার জয় করেন নারায়ন।
বিদায় করিয়া পক্ষী গেল সেই দেশে
আদি কাণ্ড গাইল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাসে।

আরবার গেল রাজা শনিবিদায়ানে
দশরথ দেখি শনি ত্রাস পাইল মনে।
শনি বলে দশরথ আইলে আরবার
মোর দৃষ্টে কেমনেতে পাইলা নিস্তার।
সূর্য্যবংশের রাজা দশরথ নামে
ইহার ঘরেতে জন্ম নিবেন নারায়নে।
রাজচক্রবর্ত্তী রাজা বিষ্ণু অবতার
তেকারনে মোর দৃষ্টে পাইল নিস্তার।
চক্ষু বুজিয়া দশরথে শনি বলে
সম্মুখ ছাড়িয়া হের আইস পৃষ্ঠমুলে।
কোপদৃষ্টি সুদৃষ্টে যাহার পানে চাই
শরীরের কায থাকুক হৈয়া যায় ছাই।

পূর্ব্ব কথা কহি রাজা তাহে দেও মন
যেমতে শিবের পুত্র হৈল গজানন।
জন্ম নিলেন গণপতি গৌরীর নন্দন
দেখিবারে গেল তথা যত দেবগন।
দেবগন বলে মাতা আইল আদেশে
আইল মঙ্গল দেব শনি নাহি আইসে।
দূত পাঠাইয়া দিলেন তাহার গোচর
গণেশ দেখিতে গেল কৈলাশ শিখর।
শুভদৃষ্টে গিয়া যেই মুণ্ডপানে চাই
আমার দৃষ্টের দোষে হৈয়া গেল ছাই।
দেখিয়াত দেবগন হৈল চমকিত
পুত্রের মুণ্ড না দেখিয়ে পার্ব্বতী চিন্তিত।
দেবী বলেন এইখানে আছ দেবগন
আমার পুত্রের মুণ্ড নিলে কোন জন।
দেবগন বলেন শুন পার্ব্বতী মাতা
শনির দৃষ্টে ভস্ম হৈল গণেশের মাতা।
দেবগনের বাক্য শুনি রুষিলে ভবানী
শূল হস্তে লইয়ে মারিতে যান শনি।

পলাইয়া যান শনি স্থান নাহি পায়
দেবতার আড়ালে গিয়া শনি যে লুকায়।
শূল হস্তেতে দেবী দাউমে মহাকোপে
পার্ব্বতীর কোপ দেখি দেবগণ কাঁপে।
অনন্ত দেবতাগণ করিছে স্তবন
আপনি সৃজিয়া শনি মার কি কারণ।
তুমি আদ্যা শক্তি মাতা জগতের গতি
তোমার মহিমা বলে কাহার শকতি।
আপনি দিয়াছ বর পরম কৌতুকে
শনি যারে দেখে তার মাথা নাহি থাকে।
তোমার বর পাইয়া ইহাঁর তোমাতে পরিক্ষা
তুমি যে মারিবে শনি কে করিবে রক্ষা।
ব্রহ্মা বলেন শনি মারে কি কারণ
স্থির হও জিয়াইব তোমার নন্দন।
আজ্ঞা করিল ব্রহ্মা পবনের তরে
মুণ্ড কাটি আন যেবা শুতুর শিয়রে।
ইন্দ্রের ঐরাবত লইয়া গঙ্গাতীর
শয়ন করিয়া ছিল উত্তর শিয়র।

মুণ্ড কাটিয়া তার আনিল পবন
রক্ত মাংসে তিয়াইল হৈল গজানন ৷
মানুষের আকার হৈল করির বদন
দেখিয়ে পার্ব্বতী বড় দুঃখ হৈল মন ৷
সকল দেবতার পুত্র দেখিতে সুন্দর
গজমুখ বসিবেক তাহার ভিতর ৷
ব্রহ্মা বলে তোমার পুত্রে করিলাম রাজা
আগে গনেশের পূজা পিছে দেবের পূজা ৷
গনেশ থাকিতে যেবা অন্য দেব পূজে
[illegible] হইব [illegible] তার সিদ্ধ নাহি হবে ৷
[illegible]রাবতের মুণ্ড ছিন্ন হৈল লম্বোদর
[illegible]স্তির শোকেতে কাঁদে দেব পুরন্দর ৷
[illegible] চতুর্মুখা [illegible] দিল ঐরাবত হাতি
[illegible]হই হীন দিয়া মোরে কৈলা সুরপতি ৷
আজ্ঞা করিলেন ব্রহ্মা পবনের তরে
মুণ্ড কাটি আন যেবা পশ্চিম শিয়রে ৷
পশ্চিম শিয়রে শুইয়া শ্বেত নামে মাথা
[illegible] কাটিয়া আনি দিল তার মাতা ৷

শুনি পাইয়া ঐরাবত গেল নিজ ঘরে
হেথায় আলস্য নাই পশ্চিম শিয়রে ।
দেবিরে বিদায় করি গেল দেবগনে
গনেশের জন্ম শনি কহিল রাজনে ।
শুভদৃষ্টে ক্রোধদৃষ্টে যার পানে চাই
আমার দৃষ্টিতে কেহ রক্ষা পায় নাই ।
মনুষ্য হইয়া তুমি আইস বারেবার
সূর্য্যবংশে জন্ম যেই পাইলা নিস্তার ।
সূর্যবংশে জন্ম মোর সূর্য্যের কুমার
মোর বংশে জন্ম তেঁই পাইলা নিস্তার ।
কিকারণে রাজা তুমি আইলে মোর পাশ
বর মাগ রাজা তুমি যে বা অভিলাষ ।
বলিতে লাগিল তখন দশরথ রাজন
রোহিনী তোমার দৃষ্টে নহে বরিষন ।
শনি বলে আজি হৈতে ছাড়িনু রোহিনী
দেশের তরে চল রাজা দিলাম মেলানি ।
আজি হৈতে তোমার রাজ্যে হৈবে বরিষন
ঘুষিবে তোমার যশ এ তিন ভুবন ।

রোহিণী বৃষভরাশি হবে যেই জন
সেই রাজ্যেতে নাই মোর আগমন।
তুষ্ট হৈয়া রাজারে শনি দিল বর
শনির বর পাইয়া রাজা চলিল সত্বর।
সভা করি বসিল ইন্দ্র লয়ে দেবগণ
ইন্দ্র দশরথ যে বসিল একাসন।
কহিলেন সকল কথা পুরন্দরের তরে
যানাইলেন শনি গ্রহ যে রূপ প্রকারে।
শুনিয়ে রাজার কথা ইন্দ্র দেব হাসে
এক্ষনে হইবে বৃষ্টি তুমি যাহ দেশে।
সাত দিন বৃষ্টি করি না করিহ ব্যাজ
তোমার রাজ্যেতে দিবসমুদ্রের জল।
বিদায় হইয়ে রাজা গেল নিজ দেশে
আদি কাণ্ড গাইল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাসে।

আজ্ঞা করিল ইন্দ্র চারি মেঘের তরে
সাত দিন বৃষ্টি কর অযোধ্যা নগরে।

আবর্ত্ত সম্বর্ত্ত আর দ্রোণ পুষ্কর
চারি মেঘে বৃষ্টি করে অযোধ্যা নগর ॥
নদ নদী সরোবর পূর্ণ হৈল জল
অনাবৃষ্টি ঘুচিল বৃক্ষেতে হৈল ফল ।
জল পাইয়া বৃক্ষ হইল নীলাবধি
ভাগ্যার অন্তে যেন মনোরথ সিদ্ধি ॥
দান ধ্যান সদা করে প্রজালোক গণ
সুখে রাজা রাজ্য করে অযোধ্যা ভুবন ॥
রাজ্য করে দশরথ যেন পুরন্দর
রাজার বয়স নয় হাজার বৎসর
সাত শত পঞ্চাশ দশরথের রমণী
কারু পুত্র নাই রাজা বড় অভিমানী ।
ভার্গব রাজার কন্যা ছিল এক জন
তার গর্ব্ভে এক কন্যা জন্মিল তখন ।
পরম সুন্দরী কন্যা অতি সুচরিতা
স্বর্ণমূর্ত্তি দেখি তার নাম থুইল হেমলতা ।
লোমপাদ নামে রাজা দশরথের সখা
অঙ্গ দেশে ঘর তার ধনের নাহি লেখা ।

দশরথের কন্যা হৈল লোকমুখে শুনি
আপনার ঘরে লয়ে গেল কন্যাখানি।
সত্য করিয়াছেন করিতে নারে আন
মহাপুন্যবান রাজা ধর্ম্ম অধিষ্ঠান।
দশরথের কন্যা রহিল লোমপাদের ঘরে
দশরথ রাজা বরে অযোধ্যা নগরে।
দৈবেরে নির্ব্বন্ধ আছে না যায় খণ্ডন
মৃগয়া করিতে রাজা করেন গমন।
হস্তী ঘোড়া রাজার চলিল শতে২
মৃগ চাহিয়া রাজা বেড়ান বনেতে।
ভ্রমিয়া বেড়ান রাজা নিবিড় কানন
অন্ধকের তপোবনে দিল দরশন।
শ্রমযুক্ত হৈয়া রাজা বসিল বৃক্ষতলে
দিব্য সরোবর দেখে আর দিব্য জলে।
অন্ধক মুনির পুত্র সিন্ধু নাম মুনি
কোশা করি ভরে সে সরোবরের পানি।

কোথার মুখ বুকে শব্দ করে পানি
রাজা বলে জল পান করিছে হরিণী॥
পাতা লতা খাইয়ে আসেছে সরোবর
তাহারে বধিতে রাজা যুড়িলে ধনুঃশর।
শব্দভেদী বান রাজা শব্দ পাইলে হানে
মুনি না দেখিয়ে বান এড়িল রাজনে।
মৃগ বলি এড়ে বান মৃগ নাহি দেখি
বানে মুনি মারে রাজা দেরি নাহি রাখি
মৃগ মারিয়াছি বলি রাজা ছাড়ে ডাক
বান বিদ্ধ হয় নাই হাতে পেলে তাক।
মৃগীর উদ্দেশে যেন চলিল আহিড়ি
মৃগী নহে মুনিপুত্র যায় গড়াগড়ি।
মুনিপুত্রের বুকে দেখে গিয়া বান
মহাত্রাসে দশরথের উড়িল পরান।
বুকে বান বাজিয়াছে কথা নাহি সরে
জল দেহ বলে মুনি হাতের অনুসারে।
রাজা অঞ্জুলি করি দেয় সরোবরের পানি
জল মুখে দিলেন চেতন পাইল মুনি।

মাথায় হাত মারে রাজার অনুতাপ ;
ব্যাকুল দেখিয়া মুনি নাহি দিল শাপ।
মুনি বলে দশরথ ভয় নাহি মন
তোমারে শাপ দিয়া সাধিব কত দিন।
কপালেতে যা থাকে তা না যায় খণ্ডনে
পুর্ব্ব জন্মের কথা পড়ে গেল মনে।
পুর্ব্বে ছিলাম আমি রাজার কুমার
গুণ তার বাঁটুলে পক্ষী মারি নিরন্তর।
ঘুঘু ঘুঘুরী পক্ষী বসি এক ডালে
ঘুঘু পক্ষীর তরে মারিনু বাঁটুলে।
ব্যর্থ না গেল সেই পক্ষীর বচন
তেঞি তোমার বাণে হইল আমার মরণ।
প্রাণ লইলে মোর কোন অপরাধে
আমারে মারিয়া বড় পড়িলে প্রমাদে।
অন্ধ পিতা মাতা মোর শ্রীফলের বনে
আজি তাঁরা মরিবেন আমার বিহনে।
এই বড় দুঃখ মোর রহিলত মনে
মরণকালে দেখা নাহি হৈল তার সনে।

অন্ধকের প্রাণ হইয়াছিলাম আমি
ক্ষুধায় ফল দিতাম তৃষ্ণায় দিতাম পানি।
আর কেবা ফল জল দিবেক তাহাকে
অনাহারে মরিবেক আমা পুত্রশোকে।
এই সত্য দশরথ করহ আপনে
আমা লয়ে যাও তুমি পিতা মাতার স্থানে।
ইহা বৈ তোমার নাহিক প্রতিকার
নহে সৃষ্টি নাশ হবে মজিবে সংসার।
মরনকালে সিন্দু মুনি নারায়নে ডাকে
নারায়ন বলে মুনি মরে রক্ত ওঠে মুখে।
তাহা দেখি দশরথ হৈল কম্পবান
বুকে হইতে মনির খসাইল বান।
আপনা খাইয়া আইলাম মৃগী মারিবারে
ব্রহ্মহত্যা হৈল আজি আমার ওপরে।
মরা মুনি তুলে রাজা লইল কাঁধেতে
অন্ধকের বনে আইল কাঁদিতেং।
হেতা তপোবনে বসি অন্ধক অন্ধকী
বাম নেত্র ভুজ স্পন্দে অমঙ্গল দেখি।

ব্রাহ্মণী বলেন শুন ঠাকুর ব্রাহ্মণ
আজি কেন পুত্রের বিলম্ব এতক্ষণ।
ব্রাহ্মণ বলেন শুন পাগল ব্রাহ্মণী
আর দিন নিকটে পাইত ফল পানি।
আজি বুঝি গিয়াছেন দূর কানন
তেকারনে বিলম্ব হইল এতক্ষণ।
এই কথা বার্ত্তা তাঁরা কহেন দুই জন
মরা কোলে করি গেল শ্রীফলের বন।
শুকান শ্রীফলের পাতা মচ২ করে
ব্রাহ্মণ বলেন এই পুত্র আইল ঘরে।
চক্ষু নাই দুই জন দেখিতে না পায়
আইস পুত্র বলিয়া ডাকিছে গুরুরায়।
কালিকার উপবাস করিব পারণ
ফল জল দেহ বাপু রাখহ জীবন।
দুই জন ডাক ছাড়ে রাজার তরাস
আদি কাণ্ড রচিল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাস।

পুত্র যদি হও তবে বাহিয়ে আইস ঘরে
আগু হৈতে না পারে পাছু যায় ফিরে২।
চিন্তিত অন্ধক মুনি জন্মিল বিশ্বাস
কিবা মাতা পিতার সংগে কর উপহাস।
দেখিতে না পায় মুনি বসিল ধেয়ানে
সকল জানিল মুনি ধ্যানের কারনে।
দুই চক্ষে লোহ পড়ে মাতায় মারে হাতে
মোর পুত্র মরিয়াছে দশরথের হাতে।
অন্ধ মুনি বলে এস রাজা দশরথে
মরা পুত্র আনিয়াছ আমাকে দেখাতে।
আর কিবা দশরথ শাপ দিব তোকে
এইমত তোমার প্রান যাওক পুত্রশোকে।
পুত্রশোকে মরিব মোরা ব্রাহ্মন ব্রাহ্মনী
পুত্রশোকে যন্ত্রনাতে প্রান দিয় তুমি।
এত শাপ দিলেন অন্ধক নৃপবর
মুনি শাপ দিল যদি রাজার উপর।
শুভমস্তু করি রাজা বন্দিলেক মাতে
আমার প্রান যাওক পুত্রমুখ দেখিতে।

তুমি দেখি যেন মুনি বিষ্ণুর সমান
তোমার বোল সত্য হউক কভু নহে আন।
তোমার শাপে মুনি মোর হরিষ অন্তর
শাপ নহে হইল মোর এই পুত্রবর ।।
অন্ধক বলে দশরথ অপুত্রক আছে
পুত্রশোকে শাপ দিনু বর করি বাঞ্ছে।
ধ্যানেতে জানিল অন্ধক তপোধন
ইহার ঘরেতে জন্ম নিবেন নারায়ন।
যাহ দশরথ তোমারে দিলাম বর
চারি পুত্র তোমার হবেন গদাধর।
মোর শাপে পুত্রশোকে তোমার মরণ
পুত্র হৈলে এগার বৎসর তোমার জীবন।
ব্যর্থ না হয় কভু মুনির বচন
মুনির শাপে হইল মোর অন্ধক লোচন।
পূর্ব্বকথা কহি রাজা তাহে দেহ মন
যে শাপে হইল মোর অন্ধক লোচন।
ত্রিজটা মুনির দুই চরন তাগর
ভিক্ষা মাগিতে আইল মোর বাপের ঘর।

মুনি দেখি মোর বাপ উঠিল সম্ভ্রমে
পাদ্য অর্ঘ্য দিল তারে বসিতে আসনে।
জিজ্ঞাসা করেন তারে কিহেতু গমন।
ভিক্ষাহেতু আইলাম তোমার সদন।
কালি হইতে আমি আজি উপবাসী
ভোজন করাহ মোরে তুমিত মহর্ষি।
অতিথি করিয়া বাপা করাইল ভোজন
বিদায় হইয়া মুনি যান তপোবন।
এই কালে বাপা আনি কহিল আমারে
দণ্ডবৎ করহ মুনির পদতলে।
গোদা পা দেখিয়ে মোর ঘৃণা হৈল মনে
এমন পায়ের ধুলা লইব কেমনে।
দুই চক্ষু বুজিয়ে লইলাম পদধুলি
ভব সিদ্ধি বলি মুনি আশীর্ব্বাদ বলি।
ব্যর্থ নাহি হয় সেই মুনির বচন
এই হেতু হৈল মোর অন্ধক লোচন।
তেঞিমত করিলেক আমার ব্রাহ্মণী
অন্ধক অন্ধকী করিয়ে গেল মুনি।

আমার বরেতে রাজা পুত্র বলি দান
শাপে বর হৈল রাজা হবে পুত্রবান।
এই সত্য দশরথ করিবে পালন
ঋষ্যশৃঙ্গ আনি কর যজ্ঞ আরম্ভন।
এক শ্রীফল মুনি পাইল বনেতে
সেই ফল দিলেন মুনি দশরথের হাতে।
এই ফলে জন্মিবেন দেব চক্রপানি
চরুর ভিতরে এই ফল দিও তুমি।
এতেক বলিয়া মুনি দশরথের তরে
কোথা আছে সিন্ধু পুত্র আনি দেহ মোরে।
মরা পুত্র ফেলে দিল রাজা দশরথে
পুত্র কোলে করি মুনি লাগিল কাঁদিতে।
চক্ষু নাহিক মুনি দেখিতে না পায়
কোলেতে করিয়ে গায়ে হস্ত বুলায়।
আছিলে যে পুত্র তুমি তপের সঙ্কারে
তোমার মরণে মরণ হইল আমারে।
অন্ধকের নয়ন হয়েছিলে তুমি
ক্ষুধায় ফল দিতে তৃষ্ণায় দিতে পানি।

গুরুনিন্দা নাহি করি নহে মন্দ্যাবাদ
দখিব সংযোগে রাত্রে নাহি খাই ভাত।
জনম অবধি আমি পাপ নাহি জানি
তবে কেন অকালেতে হারালে পরাণী।
পূর্ব্বজন্মে কার কি করিল বিঘটন
গুরুনিন্দা করিনু কি হরিনু ব্রাহ্ম ধন।
এতেক বলিয়ে মুনি নারায়ণে ডাকে
নারায়ণ মন্ত্র জপি মরে পুত্রশোকে।
পতিব্রতা নাহি জিয়ে পতির মরণে
অন্ধকী ছাড়িল প্রাণ অন্ধকের সনে।
তিন মৃত লয়ে গেল সরোবরের তীরে
অগৌর সুগন্ধ কাষ্ঠ আনিল বিস্তরে।
চিতা করিল রাজা ওস্তুর শিয়রে
তিন জনে শোয়াইল তাহার ওপরে।
দুই জন দুই দিগে পুত্র মধ্যখানে
পোড়াইল তিন জনে বেড়া আগুনে।
চি ।া পাখালিলেন সেই সরোবরের তীরে
কাঁদিয়া আইলেন রাজা অযোধ্যা নগরে।

ব্রহ্মহত্যা করি রাজা অজের নন্দন
অমনি কান্দিয়া গেল বশিষ্ঠের বন।
বশিষ্ঠ মুনি গিয়াছেন তপস্যা করিতে
বামদেব পুত্র তাঁর আছেন ঘরেতে।
সকল কহিলেন রাজা বামদেবরে তরে
ব্রহ্মহত্যা করি আইলাম বনের ভিতরে।
ইহার প্রায়শ্চিত্ত করাহ মহামুনি
কেমনেতে ব্রহ্মহত্যায় মুক্ত হব আমি।
মুনি বলে অকাজেতে নাহি যজ্ঞ দান
ব্রহ্মহত্যায় কেমনে হৈবে পরিত্রাণ ।
বিচার করয়ে মুনি লয়ে বেদ পুরাণ
বাল্মীকি যে মন্ত্র জপে পাইল পরিত্রাণ।
শুচি হইয়া তিন বার বলাইল রাম
ব্রহ্মহত্যা পাপে রাজা পাইল পরিত্রাণ
মুক্ত হইয়া রাজা গেলেন নিজ ঘরে
সন্ধ্যায় আইল ঘর বশিষ্ঠ মুনিবর।
ফল মূল খাইয়া মুনির সুস্থ হৈল মন
কথা বার্ত্তা পিতা পুত্রে কন দুই জন।

বাপের তরে বামদেব লাগিল কহিতে
ব্রহ্মহত্যা করি আইল রাজা দশরথে।
অন্ধক মুনির পুত্র সিন্ধু মুনি নামে
তারে মারি আইল রাজা শব্দভেদী বাণে।
লোটাইয়া ধরিল রাজা আমার চরণ
ব্রহ্মহত্যা পাপ মোর কর বিমোচন।
অকালে কিছুই নাই হয় যজ্ঞ দান
তিন বার রাজাকে বলাইনু রামনাম।
জল ফেলাইয়া যেন দিল তপ্ত তৈলে
কুপিলেন বশিষ্ঠ মুনি শুনি পুত্রের বোলে।
এক রাম নামে কোটি ব্রহ্মহত্যা হরে
তিন বার রামনাম বলাসি রাজারে।
মোর পুত্র হৈয়া তোর এমন কদাচার
যাহ রে তুমি বামদেব হওগা চণ্ডাল।
লোটাইয়া ধরিল মুনি বাপের চরণ
মুক্ত হইব কেমনে কহ বিবরণ।
মুনির দেহেতে কোপ না থাকে অনুক্ষণ
বলিতে লাগিলেন বশিষ্ঠ তপোধন।

র রামনামতায় বলাপে রাজারে
সেই রাম জন্ম নিবেন দশরথের ঘরে।
গঙ্গাস্নানে যখন যাবেন রঘুনাথে
সেইখানে রামকে তুমি আগুলিবে পথে।
তাহার চরন তুমি করিহ পরশন
তখনি হইবে মুক্ত চণ্ডাল জনম।
এতেক বলিল তাকে বশিষ্ঠ মহামুনি
গুহক চণ্ডাল হৈয়া রহিলেন তিনি।
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিচক্ষন
আদি কাণ্ড গাইলেন অন্ধকের উপাখ্যান।

রাজ্য করে দশরথ যেন পুরন্দর
স্বর্গেতে অসুর হৈল নামেতে সম্বর।
সম্বর হইলেন দেবগনের বৈরি
অমরাবতী জিনি নিল বৈজয়ন্তী পুরী।
তার ভয়ে স্বর্গে দেব রহিতে না পারি
ইন্দ্র বলেন ব্রহ্মা কোন বুদ্ধি করি।

ব্রহ্মা বলেন আন গিয়া রাজা দশরথে
সম্বর অসুর মরিবেক তার হাতে।
আপনি আইল ইন্দ্র অযোধ্যা নগর
পাদ্য অর্ঘ্যে দশরথ পুজে পুরন্দর।
ইন্দ্র বলে দশরথ তুমি মোর মিত
ঠেকিয়াছি শঙ্কটে রক্ষা কর মোর হিত।
সম্বর নামেতে অসুর তারে মুই হারী
খেদাড়িয়া দেবগন নিল স্বর্গপুরী।
আমার সহায় হৈয়া যদি কর রন
তোমার প্রসাদে তবে বাঁচে দেবগন।
শুনিয়ে ইন্দ্রের কথা দশরথ হাসে
সম্বর মারিগে আমি তুমি যাহ বাসে।
এতেক শুনিয়ে ইন্দ্র গেলেন স্বর্গেতে
সম্বর মারিতে রাজা সাজে দশরথে।
সাজং বলিয়ে পড়িয়ে গেল সাড়া
রাহুত মাহুত সাজাছে হাতি ঘোড়া।
মুদ্গর মুষল কেহ কাটিছে কামান
ধানুকি সাজিছে রথে লয়ে ধনুক বান।

সাজিয়ে কটক্ক সব নাহি দিশপাস
কটকের পদধূলি লাগিল আকাশ।
গায়েতে পরিল সোনা মাতায় টোপর
ধনুক বান হাতে রাজা বেরিল সত্বর।
রথ নিয়া যোগাইল রথের সারথি
রথে চড়ি দশরথ চলে শীঘ্রগতি।
দৈত্য জিনিতে রাজা করিল গমন
দশরথে দেখিয়ে কাঁপিল ত্রিভুবন।
চণ্ডদোলের ওপর রাজা চলে কুতূহলে
রথ অশ্ব পদাতি চলে দড়েবড়ে।
ওত্তরিল গিয়া রাজা ইন্দ্রের নগরী
দেখিয়ে রাজার সাজ দৈত্যগনে বেড়ি।
রাজার ওপরে মারে জাটি ঝকড়া
অমরাবতী ছাড়াইল রথের ভাঙ্গে চুড়া।
দশরথে বানে বিন্ধে করিল জর্জ্জর
ভঙ্গ দিল সেনা রাজা রহিল একেশ্বর।
কোপে কাঁপে দশরথ পুরিল সন্ধান
অস্ত্রাঘাতে দৈত্যসেনা ত্যজিল পরান।

নানা অস্ত্রবৃষ্টি করেন দশরথ
ছাইল অমরাবতী পবনের পথ।
সম্বরের সেনাগন সমরে প্রচার
দশরথের সেনা বিন্ধে করে জর্জ্জর।
লক্ষ২ বান পূরে সম্বরের সেনা
অমরাবতী ছাইয়া যেন পড়িছে ঝঞ্ঝনা।
গন্ধর্ব্বের অস্ত্র দশরথের পড়ে মনে
এমত অস্ত্রের শিক্ষা নাহি ত্রিভুবনে।
এক বানে প্রসবে গন্ধর্ব্ব তিন কোটি
আপনা আপনি রিপু করে কাটা কাটি।
আপনা আপনি করে বান বরিষন
এক বানে পড়িল সকল সেনাগন।
সম্বরের পড়িল সেনা রক্তেতে সাঁতার
দশরথের যুদ্ধে সেনা পড়িল অপার।
পড়িল সকল সেনা দৈত্য একেশ্বর
দশরথের বানে সেনা পড়িল বিস্তর।
দুই জন বানবৃষ্টি করে ঝাঁকে২
দুই জনার বানে অমরাবতী ঢাকে।

বাণেতে অমরাবতী হৈল অন্ধকার
দৈত্যের রনেতে রাজা না দেখে নিস্তার ।
শব্দভেদী দশরথ শব্দ পাইলে হানে
দেখিতে না পায় দৈত্য থাকে কোন থানে ।
কাল উপস্থিত দৈত্যের নিকট মরন
দূরে থাকি দশরথে করিছে তর্জ্জন ।
সম্বরের পাইয়া শব্দ রাজা পুরে বান
ছুটিল রাজার বান অগ্নির সমান ।
এড়িলেক বান রাজা তার শুন কথা
কাটে রাজা দশরথ সম্বরের মাথা ।
মনুষ্য হৈয়া মারিল অসুর সম্বর
দেব লইয়া সুখে রাজ্য পালে পুরন্দর ।
ইন্দ্র বলে দশরথ রক্ষা কৈলে মোরে
বর মাগ রাজা যেবা সাধ অন্তরে ।
দশরথ বলে ইন্দ্র এই দেহ বর
যেন ব্রহ্মহত্যা না থাকে আমার উপর ।

শুনিয়া রাজার কথা ইন্দ্র দেব হাসে
সে পাপ তোমাতে নাই চল তুমি দেশে।
অন্ধক মুনির কথা অপূর্ব্ব কাহিনী
বাপ ব্রাহ্মণ তার জননী শূদ্রাণী।
এতেক শুনিয়া দশরথ আইল দেশে
আদি কাণ্ড গাইল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাসে।

পাত্র মিত্রের তরে রাজা দিলেন মেলানি
অন্তঃপুর দশরথ চলিল অমনি।
সভারে অধিক ভালবাসে কেকয়ীরে
বাণেতে জর্জ্জর গেল কেকয়ীর ঘরে।
অস্ত্র সঞ্জীবনী বিদ্যা শিখে সেই কালে
বিদ্যা শিখিয়া গেল রাজার গোচরে।
সেই মন্ত্র পড়ি রাজার জল দিল গায়
জ্বালা ব্যথা গেল দূরে শরীর জুড়ায়।
মৃত শরীরে যেন বসিল জীবন
মৃদুমন্দ হইয়া রাজা বলিছেন তখন।

রাজা বলে প্রাণ রক্ষা করিলে আমার
তোমার সমান প্রিয়া কেহ নাহি আর।
বর মাগি লহ যেবা অভিষ্ঠ তোমার
কোন বীন ভাণ্ডারেতে নাহিক আমার।
এত যদি বলিলেন রাজা দশরথে
যুক্তি করিতে গেল কুজির সহিতে
মহারাজ মোর তরে দিতে চান বর
কি বর মাগিয়া লব রাজার গোচর।
পৃষ্ঠেতে কুজের ভার নড়িতে নারে চেড়ি
কুজ নহে তার সে বুদ্ধের চুবড়ি।
কুজি বলে এক্ষনে বরে নাহি প্রয়োজন
যখন কার্য্য থাকে বর মাগিব তখন।
কুজির বচন কেকয়ী না করিল আন
হাসিয়া কহিছে কথা রাজাবিদ্যমান।
কেকয়ী বলে আজি বরে নাহি প্রয়োজন
যখন বরে থাকে কার্য্য মাগিব তখন।
আমার সত্যেতে বন্দি রহিলে গোসাঞি
যখন মাগিব বর তখন যেন পাই।

রাজা বলেন যখন বর চাবে দান
আছুক অন্যের কাজ দিব নিজ প্রাণ।
কৈকেয়ী করে সত্যার্থ র দে মনে হাসে
না জানিয়া মূঢ়ী যেন বন্দি হৈল ফাঁসে।
এই সত্য পালিতে রাম যাবেন বন
ব্রহ্মা বলেন এত দিনে মরিল রাবণ।
রাজা করে দশরথ হরষিত মন
পুত্রসমান করেন প্রজার পালন।
যখন যে হবে তাহা দিবে সব করে
নখব্রণ হৈল রাজার নখের ভিতরে।
কীর্ত্তিবাসের কথা অমৃতসমান
রামনাম বিনা যার মুখে নাহি আন।

দুখের ব্যথায় রাজা হইল কাতর
পাত্র মিত্র আনি রাজা বলিল সত্বর।
এই ব্যথায় আমার নিকট মরণ
সূর্য্যবংশে রাজা হৈতে নাহি এক জন।

ধন্বন্তরির পুত্র আইল পদ্মাকর নাম
আসিয়া রাজার তরে করিল প্রনাম।
শুভক্ষনে দেখে রাজা পাইবে নিস্তার
দুই মতে আছে রাজা ইহার প্রতিকার।
সামুকের ব্যঞ্জন খাও না করিহ ঘৃনা
নহে নখদ্বারে চুম্ব দেওক এক জনা।
রক্ত পুয় স্রপিতেছে নখের দুয়ারে
তাহাতে চুম্ব দিতে কোন জন পারে।
অষ্ট প্রহর কেকয়ী রাজার কাছে থাকে
রাজা যত দুঃখ পায় কেকয়ী তাহা দেখে।
রাজার সেবা কেকয়ী করে রাত্রি দিনে
হেন কালে কেকয়ী বলে রাজা বিদ্যমানে।
স্বামী বিনে স্ত্রীলোকের অন্য নাহি গতি
আমি মুখে দিব যদি পাও অব্যাহতি।
যার ঘরে থাকে রাজা তার দায় লাগে
কেকয়ী শুইল গিয়া দশরথের আগে।
পাকিয়া আছিল সেই নখের বরণ
মুখের অমৃত পাইয়ে গলিল তখন।

সুস্থ হইল রাজা ব্যথা গেল দূরে
রক্ত পুঘ ফেলাও রাজা কেকয়ীরে বলে।
কর্পূর তাম্বূল দিয়া করহ ভক্ষণে
বর মাগে লহ যেবা ইচ্ছা থায় মনে।
হেন কালে বলে শুনি রাজার গোচর
যখন মাগিব আমি তখন দিও বর।
দুই বারে দুই বর রহিল তোমার ঠাঁই
যখন মাগিব বর তখন যেন পাই।
রানীর কথা শুনি রাজা দশরথ হাসে
আদি কাণ্ড রচিল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাসে।

রাজ্য করে দশরথ অনেক বৎসর
একচ্ছত্র মহারাজ যেন পুরন্দর।
পাত্র মিত্র ভাই বন্ধু সভাকারে আনি
বশিষ্ঠাদি আনাইল যত মহামুনি।
সভা করি বসিল যে রাজা দশরথে
অভিমান করি রাজা লাগিল কহিতে।

এত কাল হইল মোর না হৈল সন্তুতি
পরকালে মোর কেমনে হৈবে অব্যাহতি।
পুত্র থাকিলে করে শ্রাদ্ধ তর্পন
আমার মরনে বংশে নাহি এক জন।
নয় হাজার বৎসর হৈল আমার বয়সে
এত কালে না হইল পুত্রের উদ্দেশে।
অপুত্রক আমি আমার মনে বড় দুঃখ
প্রভাতে না দেখে লোক অপুত্রের মুখ।
তর্পনের কালে আমি পিতৃলোক আনি
অঞ্জুলি করিয়ে দিই তর্পনের পানি।
শীতল জল উষ্ণ হয় নাকের নিশ্বাসে
তোমা হৈতে গেল বংশ জল দিবে কিসে।
বর দিয়াছিলেন অন্ধক মহামুনি
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি আনি যজ্ঞ কর তুমি।
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিবর কোন দেশে বৈসে
কার্য্য সিদ্ধ হয় যদি সেই মুনি আইসে।
কহিতে লাগিল বশিষ্ঠ মহামুনি
ঋষ্যশৃঙ্গের শুন জন্ম অপূর্ব্ব কাহিনী।

বিভাণ্ডকের তপস্যা দেখি ত্রিভুবন কাঁপে
ত্রিভুবন ভস্ম হয় যদি মুনি শাপে।
তপস্যা দেখিয়ে ইন্দ্র ভাবে মনেমন
পাঠাইয়া দিল ইন্দ্র দেবতা পবন।
বিভাণ্ডকের কাছে পবন লুকাইয়া থাকে
গাছের ফল খায় মুনি পবন তা দেখে।
ফলেতে অমৃত মাখি রাখিল পবন
ফলযোগে সুধা মুনি করিল ভক্ষণ।
ফলের সহিতে অমৃত খায়ে মহামুনি
মহাবলবান মুনি হইল তখনি।
শুদ্ধদেহ পাইয়া সুধা মহাবলবান
তপস্যা করেন বনে চারিপানে চান।
তপস্যা করেন মুনি নর্ম্মদার জলে
উর্ব্বশী চলিয়ে যায় গগনমণ্ডলে।
অঙ্গের বসন তার বাতাসেতে ওড়ে
দৈবযোগে মুনির দৃষ্টি তায় গিয়া পড়ে।
তাহাকে দেখিয়ে মুনি কামে অচেতন
আচম্বিতে রেত মুনির হইল স্খলন।

অস্তেব্যস্তে মুনি তাহা ধরে বাম হাতে
জলে থাকিয়ে রেত ফেলায় কুলেতে।
পুনর্ব্বার মুনি করিল আচমন
তপস্যা করেন বিভাণ্ডক তপোধন।
বিধির লিখন কভু না যায় খণ্ডনে
তৃষ্ণায় হরিণী জল খায় সেইখানে।
জল খাইয়ে হরিণী কুলেতে ঘাস চাটে
ঘাসের সহিত রেত সামাইল পেটে।
দৈবযোগে হরিণী আছিল ঋতুমতী
মুনিবীর্য্য খাইয়া তিনি হৈল গর্ব্ভবতী।
দিনে২ গর্ব্ভ তার বাড়িল উদরে
দশ মাসে প্রসব হৈল পশুব্যবহারে।
মনুষ্য আকার হৈল হরিণীবদন
পুত্র দেখিয়া হরিণী ভাবে মনেমন।
মনুষ্যের ডরে যেবা ভ্রমি বনেবন
আমার গর্ব্ভেতে হৈল শত্রুর জনম।

পুত্র ফেলাইয়া হরিণী গেল বন
অঙ্গুলী চুষিয়া শিশু যুড়িল ক্রন্দন।
তপস্যা করিয়া বিভাণ্ডকের গমন
বনের ভিতরে শিশুর জানিল রোদন।
বালক দেখিয়া মুনি ভাবে মনেমন
মনুষ্য আকার দেখি হরিণীবদন।
ধ্যানে জানিল বিভাণ্ডক তপোধন
হরিণীর গর্ব্ভে হৈল আমার নন্দন।
পুত্র কোলে করিয়া মুনি গেল নিজ ঘরে
পুষ্পমধু দিয়া মুনি পোষেন তাহারে।
নবীন কুশের মূলে করাইল শয়ন
দিনে২ বাড়েন বিভাণ্ডকের নন্দন।
পরম সুন্দর হৈল বিভাণ্ডকের বেটা
শাস্ত্রমুখ ধরে সে কপালে শৃঙ্গফোটা।
কত কালেতে শৃঙ্গ উঠিল কপালে
ঋষ্যশৃঙ্গ বলি নাম থুইল মুনিবরে।
আপনি জন্মিল শৃঙ্গ হরিণী উদরে
ব্রহ্মার সমান যখন বেদ স্মরণ করে।

যারে বর শাপ দেন কভু নহে আন
তার আশীর্ব্বাদ হৈলে হবে পুত্রবান।
কীর্ত্তিবাসের কথা অমৃতসমান
রামকথা বিনা যার মুখে নাহি আন।

বশিষ্ঠের কথা যদি হৈল অবসান
সুমন্ত্র পাত্র বলে রাজা কর অবধান।
লোমপাদ নামে মুনি অঙ্গ দেশে ঘর
সেই মুনি আসিয়াছেন মুনির কোঙর।
দশরথ বলে পাত্র কহ বিবরণ
লোমপাদ মুনি আইল কিসের কারণ।
সুমন্ত্র বলে শুন দশরথ নৃপবর
রাজার দোষে অনাবৃষ্টি দ্বাদশ বৎসর।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত রাজা আনেন সকল
আমার রাজ্যে অনাবৃষ্টি কি হেতু হইল।
অকুমারী কন্যা হইল ঋতুমতী
এই পাপে বৃষ্টি না হয় নরপতি।

মুনিগণ বলে যদি ঋষ্যশৃঙ্গ আইসে
পাপ দূর হয় আর দেবতা যে বৈসে।
নগরেতে লোমপাদ দিলেন ঘোষনা
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি আনি দিবে কোন জনা।
সেই মুনি আনি মোরে যেবা দিতে পারে
অর্দ্ধ রাজ্য আমি দিব তার তরে।
বুড়ি বসিয়া তথা ছিল এক জন
আমি আনি দিব সেই মুনির নন্দন।
স্ত্রী পুরুষভেদ সেই মুনি নাহি জানে
ভুলাইয়া আনিব সেই মুনির নন্দনে।
এক খানি নৌকা সাজি দেহত আমারে
ফলসহিত বৃক্ষ রোপ তাহার ভিতরে।
চৌদ্দ বৎসরের সেই মুনির সন্ততি
কৌতুকে ভুলাতে যাবে যুবতীসংহতি।
বার্ত্তা শুনিয়া রাজা লোমপাদ হাসে
এই যুক্তি মুনিপুত্র আনি দিবে দেশে।
সুবর্ণের নৌকা রাজা করিয়া গঠন
বিচিত্র পতাকা তাহে করিলা সাজন।

নৌকার ওপর সোনার ছইঘর
পরম সুন্দর নৌকা অতি মনোহর।
ওপরেতে শোভা করে সুবর্ণের বারা
চারি ভিতে নাবে গজমুক্তার ঝারা।
নানা সন্দেশ দিলেন যাইতে রসাল
গুবাক নারিকেল দিল আম্র কাঁঠাল।
গঙ্গাজল তিন ঘড়া অমৃতের পুরি
বাজিয়াং দিল পরম সুন্দরী।
কান্দিতে লাগিলেন সকল রূপসী
মুনির কোপানলে আজি হব ভস্মরাশি।
বুড়ি বলে কেন ভয় করিছ যুবতী
তোমরা সকল যাবে আমার সংহতি।
যখন শরীরে মোর আছিল যৌবন
কত শত ভুলায়েছি মহামুনিগণ।
নৌকা বাহিয়া যায় পরম হরিষে
নর্ম্মদা বাহিয়া যায় ঋষ্যশৃঙ্গের দেশে।

যেখানে তপস্যা করে বিভাণ্ডক মুনি
সেই বনে কন্যাগণ বাহিল তরণী।
বিভাণ্ডক দেখিয়া সব কন্যাগণ কাঁপে
ভস্মরাশি করে পাছে শাপ দিয়ে কোপে।
তপোবনে আছে যথা ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি
আসিয়া মিলিল তথা সকল রমণী।
নৌকা হইতে উলে সকল রূপসী
তাল করতাল বীণা কেহ পূরে বাঁশি।
বুড়িকে বেড়িয়া গায় যত নারীগণ
মুনির নিকটে গিয়া দিল দরশন।
যুবতীর মুখে গীত কোকিলের ধ্বনি
বেদ ছাড়িয়া মুনি যুবতীর গীত শুনি।
স্ত্রী পুরুষভেদ সেই মুনি নাহি জানে
মুনি বলে স্বর্গ হৈতে আইল দেবগণে
ব্যস্ত হইয়া মুনি দ্বার হৈতে উলে
দণ্ডবৎ করিল বুড়ির পদতলে।
মুনিপুত্র পায়ে পড়ে ধরি করে কোলে
বার ২ চুম্ব দিল বদন কমলে।

আইসং করি মুনি তা সভাকে বলে
এতেক বলিয়া মুনি আসন দিতে চলে।
এক খানি কুশাসন ছিল তার ঘরে
বৈস বলিয়া আনি দিলেন বুড়িরে।
শ্রীবিষ্ণু বলিয়া বুড়ি জুড়ি দুই কান
বিষ্ণুপূজা বিনা নাহি করি জল পান।
অন্য মুনির পারা আমার বুঝ মন
বিষ্ণুর প্রসাদ বিনা না করি ভক্ষণ।
মুনি বলে হওক মোর ভাগ্য জীবন
এইখানে কর আজি বিষ্ণু আরাধন।
দিব্য কুশাসন পাতি দিলেন বুড়িরে
পূজা করিতে বৈসে তাহার উপরে।
চক্ষু উলটিয়া বুড়ি নাকে দিল হাত
মুনি বলে বিষ্ণু আনি করিল সাক্ষাত।
কতক্ষণে নাকের হাত ছুটাইল তখন
প্রসাদ লহ বলি মুনিরে ডাকেন ঘনেঘন।
মুনি বলে হওক মোর ভাগ্য জীবন
বিষ্ণুর প্রসাদ দেহ করিব ভক্ষণ।

ফল বলে হাতে দেন গঙ্গাজল নাড়ু
জল বলি খাওয়াইল মধু গাড়ু২।
মুনি বলে এই ফল কোথা গেলে পাই
সঙ্গে করি লৈয়া গেলে তবে সঙ্গে যাই।
খাওয়াইল কামেশ্বর খাইতে সুস্বাদ
কামেশ্বর খাইয়া মুনি হইল উন্মাদ।
কন্যাগন বলেন খাইলে সন্দেহ
ইহার অধিক আছে মো সভার দেশ।
মুনি বলে ইহার অধিক যদি পাই
তোমরা চলহ দেশ আমি সঙ্গে যাই।
মদনে ভুলিল যদি মুনির নন্দন
অঙ্গের বসন খসাইল নারীগন।
আসিয়া মুনির পুত্রে কেহ করে কোলে
কেহ২ দেয় চুম্ব বদন কমলে।
মুনি লইয়া করে সভে হাস পরিহাস
দেখিয়া মুনির পুত্র হইল উল্লাশ।
কতক মন ভুলাইল স্তন পরশনে
কতক মন ভুলাইল ভক্ষ্য দ্রব্যপানে।

মুনি বলে এই ফল যথা গেলে পাই
সঙ্গে করি লহ মোরে সঙ্গে চলে যাই ।
বুড়ি বলে আজি যদি লইয়া যাব তোমি
কোপে ভস্ম করে পাছে বিভাণ্ডক মুনি ।
আজি পিতা পুত্রে থাকুক একত্তরে
সকল কথা এলে মুনি কহিবে বাপেরে
পুত্র বলিয়া যদি স্নেহ থাকে মনে
তবে কালি তপস্যায় না যাবে তপোবনে
পুত্র এড়ি যায় যদি তপস্যার তরে
তবে কালি লৈয়া যাব মুনির কুমারে ।
এই যুক্তি বুড়ি ভাবিয়া মনেমনে
কহিতে লাগিল সেই মুনির নন্দনে ।
বুড়ি তপোবনে বসে বলে মহামুনি
শিষ্যের আশ্রম আর দেখে আসি আমি ।
বলিতে লাগিল তারে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি
তোমার সেবক হইয়া সঙ্গে যাব আমি ।
আমারে এড়িয়া যদি তোমরা যাবে দেশে
ব্রহ্মহত্যা হবে তবে মরিব হতাসে ।

বুড়ি বলে এক্ষন বাপু ঘরে থাক তুমি
সন্ধ্যাকালে তোমারে লইয়া যাব আমি।
এতেক বলিয়া মুনি থুইয়া নিজ ঘরে
সকল নারীগন চড়ে নৌকার উপরে।
সূর্য্য অস্ত গিয়া যখন বসিল পশ্চিমে
মুনি বলে না আইল যত ঋষিগনে।
কানের সোনা হারাইলাম অঞ্চলের নিধি
বুঝিলাম আমারে বঞ্চিত হইল বিধি।
কান্দিতে২ মুনি বৈসে বৃক্ষতলে
বিভাণ্ডক তপস্যা করি আইল হেন কালে।
পুত্রেরে দেখিল মুনি বিচলিত মন
মুনি বলে কেন বাপু করিছ ক্রন্দন।
ঋষ্যশৃঙ্গ বলে আগে খাও ফল জল
আজিকার সুখের কথা কহিব সকল।
ফল জল খাইয়া মুনির সুস্থ হইল মন
পিতা পুত্রে কথা বার্ত্তা কন দুই জন।
তুমি যেই গেলে বাবা তপস্যার তরে
স্বর্গ হইতে ঋষিগন আইল মোর ঘরে।

এমত ফল খাই নাহি যাবৎ জনম
এত রূপ দেখি নাহি এ তিন ভুবন।
কত বা ছান্দেতে জটা বিরেছে মাতায়
কত বা পুষ্পের মালা গাঁথিয়া দিল তায়।
কি জাতি মৃত্তিকার ফোটা সোভেত কপালে
প্রভাতের ভানু যেন ভুবনমণ্ডলে।
কি জাতি বৃক্ষের ফল সভার গলাতে
শ্বেত পীত রক্ত কত লেগেছে তাহাতে।
তেমত নাহি দেখি বাপু গাছের বাকল
শ্বেত রক্ত মেঘডম্বুর রক্ত পীত নীল।
কি জাতি বৃক্ষের লতা সভাকার হাতে
মনি মানিক কত গাঁথা আছেত তাহাতে।
পরম ব্রাহ্মন সভার লোম নাহি মুখে
তুলার সমান দুটা মাংসপিণ্ড বুকে।
তাহে যদি হস্ত করাই পরশন
স্বর্গবাস হাতে পাই হেন লয় মন।
হাসিলেন মুনি শুনি পুত্রের বচনে
স্ত্রী পুরুষ আমার পুত্র কভু নাহি জানে।

বিভাণ্ডক বলে বাপু তারা স্ত্রীগণ
কামাচারী রাক্ষসী তারা বেড়ায় বনেবন।
মোর পুন্যে প্রাণ বাপু রাক্ষেছে তোমারে
লাগি পাইলে ধীরে যাবে না পাবে নিস্তারে
ঋষ্যশৃঙ্গ বলে বাপু না কহ এমন
এমন দয়াল নাই এ তিন ভুবন।
কালি যদি বিধি মিলায় তা সভাকে
এক্ষনি বিদায় আমি কহিনু তোমারে।
সারা রাত্রি জিল মুনি পুত্র লৈয়া ঘরে
তথাপি বুঝাতে মুনি নারিল পুত্রেরে।
রাত্রি প্রভাত হৈল রবির কিরন
পুত্র লইয়া মুনি ভাবেন মনেমন।
যদি আমি ঘরে থাকি পুত্র করি সাধ
ধর্ম্ম নষ্ট হবে মোর তপস্যা হবে বাদ।
কার স্ত্রী কার পুত্র সব অকারন
সংসার অসার সব সত্য নারায়ন।
পুত্রের প্রবোধ করি ঘরে থুয়ে মুনি
কার সঙ্গে কথা বর্ত্তা না কহিও তুমি।

তাম্রের বাটি হাতে নিল তুলিল তুলসী
তপস্যা করিতে গেল বিভাণ্ডক ঋষি।
বুড়ি বলে বুড়া মুনি ছাড়ি গেল ঘর
সভে চল আনি গিয়া মুনির কোঙর।
তাল করতাল বীণা কেহ পুরে বাঁশি
মুনির কাছেতে আইল সকল কসবী।
দরিদ্র পাইল যেন হারাইলে ধন
ব্যস্ত হৈয়া ধরে মুনি বুড়ির চরণ।
আমারে এড়িয়া কালি গেলে পলাইয়া
সারা রাত্রি কান্দিয়াছি তোমার লাগিয়া।
সেই জল দেহ মোরে করিব ভক্ষণ
সঙ্গে করি লৈয়া যাহ করিব গমন।
সকল লোকেতে বুঝে কীর্ত্তিবাসের বাণী
স্ত্রীর বোলে ভুলে গেল ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি।

কোলে করি বসাইল নৌকার উপর
বাহ বাহ বলিয়া বুড়ি ডাকিছে সত্বর।

নৌকা বাহিয়া যায় যদি নাইক জানে
ঋষ্যশৃঙ্গ হলে যেমন আছে ব্যাঘ্র বনে।
লোমপাদের রাজ্যে যেই দিন দরশন
অনাবৃষ্টি ছিল বৃষ্টি হইল তখন।
লোমপাদ জানি য মুনির আগমন
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া নিল মুনির নন্দন।
লোমপাদের কন্যা নাই পুত্র বিস্তরে
দশরথের কন্যা বিভা দিলেন তাঁহারে।
দশরথের কন্যা তথা শান্তা যার নাম
সেই কন্যা রাজা মুনির তরে দিল দান।
সম্বন্ধে হৈয়াছেন রাজা তোমার জামাই
সেই মুনি আন গিয়া লোমপাদের ঠাঁই।
দশরথ বলে কহ পাত্র নায়ক
পুত্রশোকে কেমনে প্রাণ ধরিল বিভাণ্ডক।
যেই দেশে হয় ঋষ্যশৃঙ্গের উপাখ্যান
অনাবৃষ্টি ঘুচে দেশে হয়ত কল্যাণ।
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব অনুপম
আনন্দে বসিয়া সব শুন রামনাম।

সুমন্ত্র বলেন শুন রাজা দশরথে
মুনিরে রাখিয়া বুড়ি লাগিল কহিতে।
বুড়ি বলে লোমপাদ শুন মোর বাণী
ভুলাইয়া মুনিপুত্র আনিয়াছি আমি।
যদি শাপ দেয় কোপে বিভাণ্ডক ঋষি
রাজ্য সহিত তুমি হবে ভস্মরাশি।
তার ঠাঁই যদি তুমি পাবে পরিত্রাণ
পথেতে করিয়া রাখ বড় গ্রাম স্থান।
গরু মহিষ পূজা রাখহ সত্বর
গীত বাদ্য নৃত্যোৎসব হউক নিরন্তর।
গীত বাদ্য দেখিয়া যখনি তপোবন
যত কোবি হইয়া থাকে হবে পামরগণ।
বুড়ির বচন রাজা না করিল আন
পথে পথে করে গ্রাম বড় বড় স্থান।
ঋষ্যশৃঙ্গের গ্রাম বলিয়া তার নাম
সর্ব্ব শস্যযুত পুরী দিব্য দিব্য গ্রাম।
ঋষ্যশৃঙ্গ রহিলেন লোমপাদের ঘরে
বিভাণ্ডক তপস্যা করি আইলেন কুটিরে।

আর দিন ঘরে হৈতে শুনি বেদধ্বনি
সে দিন না পাইয়া শব্দ আকুল হৈল মুনি।
আকুল হইয়া মুনি দাণ্ডাইল তথা
কান্দিয়া বলেন বাপু ঋষ্যশৃঙ্গ কোথা।
তপস্যা করিয়া বাপু আমি আইলাম ঘরে
হেতা আসি কথা কহ দুঃখ যাক দূরে।
বলিতে২ গেল কুটিরের দ্বারে
পুত্র২ বলি ডাকে পুত্র নাই ঘরে।
কমণ্ডলু আছাড়িয়া ফেলে ভূমিতলে
অচৈতন্য হৈল মুনি পড়ে বৃক্ষতলে।
ক্ষণেক রহিয়া চেতন পাইলেন মুনি
ঋষ্যশৃঙ্গ বলে কান্দে ডাকয়ে অমনি।
অপত্যের স্নেহসমান নাহিক সংসারে
যাহারে দেখেন মুনি জিজ্ঞাসেন তারে।
মুনি বলে আছ বনে যত তরু লতা
দেখেছ তোমরা আমার বাছা গেল কোথা।
মৃগ পক্ষীর তরে মুনি লাগিল সুধাতে
তোমরা দেখেছ মোর ঋষ্যশৃঙ্গে যাতে।

কান্দিয়া২ যান বিভাণ্ডক মুনি
কত দূর গিয়া পাইল গ্রাম একখানি।
সকল লোকেরে মুনি শোকেতে সুধান
কোন রাজার গ্রাম এই কহ বিদ্যমান।
যোড় হাত করে প্রজাগন কন বাণী
ঋষ্যশৃঙ্গের গ্রাম ইহার ঠাকুর তিনি।
লোমপাদ কন্যা তাকে দিয়াছে কৌতুকে
গ্রাম পশু অশ্ব গজ দিয়াছে তৌতুকে।
এই কথা কহিলেন যত প্রজাগন
ক্রোধ মন গেল মুনির অতি হৃষ্ট মন।
সংসার করিতে পুত্র করেছেন সাধ
তার কুশল শুনে মুনির ঘুচিল বিষাদ।
তথা অপুত্রক রাজা অজের নন্দন
ঋষ্যশৃঙ্গ করিবেন যজ্ঞ আরম্ভন।
আমারে আমন্ত্রণ করিবেন দশরথে
সেই কালে হবে দেখা পুত্রের সহিতে।

এতেক ভাবিয়া মুনি গেল নিজ বাস
আদি কাণ্ড রচিল পণ্ডিত কির্ত্তিবাস।

দশরথের তরে সুমন্ত্র এই কথা বলে
মুনিকে আনিতে রাজা দশরথ চলে।
শীঘ্রগতি গেল রাজা লোমপাদের দ্বারে
চতুরঙ্গ সঙ্গে রাজা হরিষ অন্তরে।
দশরথের পাইয়া বার্ত্তা লোমপাদ রাজা
রাজ উপচারে রাজা তারে করে পূজা।
মিষ্টান্ন দিয়া রাজা করাইল ভোজন
কোন কার্য্যে হইয়াছে তোমার আগমন।
দশরথ বলে রাজা শুন মোর বাণী
আমার বাটী লইয়া চল ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি।
অন্ধকের শাপ আছয়ে অতীত কালে
পুত্রবান হইব আমি ঋষ্যশৃঙ্গ গেলে।
এত যদি কহিলেন রাজা দশরথে
লোমপাদ লইয়া গেল মুনির সাক্ষাতে।

প্রণাম করিয়া রাজা যোড় করে হাতে
লোমপাদ পরিচয় লাগিল কহিতে।
দশরথ এই রাজা শুনেছ আখ্যান
তুমি কৃপা কর যদি হয় পুত্রবান।
সতী কন্যা বিভা আমি দিয়াছি তোমারে
সেই কন্যা জন্মিয়াছিল এই রাজার ঘরে।
ইহার জামাতা তুমি ইনি হন শশুর
অপুত্রক তাপিত বড় তাপ কর দূর।
ধ্যানে জানিয়া মুনি মনেং হাসে
ইহার ঘরে বিষ্ণু জন্মিবেন চারি অংশে।
অন্ধক মুনির কথা কভু নহে আন
এতেক জানিয়া মুনি করিল পয়ান।
কন্যা জামাতা লৈয়া চাপে নিজ রথে
অযোধ্যায় আইল রাজা লোমপাদ সাথে।
দশে মুনি ঋষ্যশৃঙ্গ বড় হৈয়া পূজা
নির্মঞ্ছন করে মুনির সঙ্গে করে পূজা।
বশিষ্ঠ আদি আইল সকল মুনিগণ
ঋষ্যশৃঙ্গ বসে কর যজ্ঞ আরম্ভণ।

অশ্বমেধ যজ্ঞ রাজা বিষ্ণু আরাধিন
যত মুনিগণ রাজা করে নিমন্ত্রণ।
দশরথের নিমন্ত্রণ গেল দেশে২
নিমন্ত্রণ পাইয়া যত মুনিগণ আইসে।
অগস্ত্য অগস্ত্য আইল পৌলস্ত্য পুলোম
বৈশম্পায়ন আইল দুর্ব্বসা গৌতম।
জৈমিনি গৌতম পিপিলি পরাসর
পুলহ কৌণ্ডিন্য আইল নিশাকর।
মরিচি মুনি আইল ভরথ ভরদ্বাজ
অষ্টাবক্র মুনি আইল কর্দ্দম দক্ষরাজ।
গর্গ মুনি দধিচি আইল স্বরভঙ্গ
পুজে রাজা মুনিগণ বাড়ে মনে রঙ্গ।
পাতালের আইল কপিল রাজর্ষি
সগরবংশ যেই করিল ভস্মরাশি।
বেদবান চক্রবান আইল সাবর্নি
জলের ভিতরের মুনি আইল মৎস্যাকর্ন।
সনক সনাতন আইল সনন্দকুমার
সৌভরি মুনি আইল বিষ্ণু অবতার।

যমুনার কুলে থাকি আইল বাল্মীকি
কশ্যপের পুত্র আইল নাম বিভাণ্ডক।
কতেক আইল মুনি নাম নাহি জানি
দশরথের যজ্ঞে আইল তিন কোটি মুনি।
তিন কোটি মুনি যারে বেদেতে বাখানি
বেদ পড়িতে মুখে বেরায় অগিনি।
পৃথিবীতে কেহ আছে এক পদে ভর
কেহ অনাহারে আছে সহস্র বৎসর।
মাতায় কপিল জটা কৌপীন পরিধান
নারায়ণ কথা বিনা মুখে নাহি আন।
এমন আইল তথা তিন কোটি মুনি
ইহার সঙ্গে কত শিষ্য সংখ্যা নাহি জানি।
মুনিগনের তরে রাজা দিলেন বাসাঘর
পৃথিবীর রাজা আইসে অযোধ্যা নগর।
মিথিলার আইল জনক রাজর্ষি
মল্ল মহারাজ আইল রাজ্য যার কাশী।
অঙ্গ দেশের রাজা আইল-লোমপাদ নাম
বঙ্গ দেশের রাজা আইল নীলদলশ্যাম।

মরিচিপুরের রাজা ভোগপুরন্দর
চম্পাপুর হইতে আইল চম্পের ঈশ্বর।
তৈলঙ্গের রাজা আইল তোজর নাহি সীমে
আটাশি কোটি আইল ডাঙ্গিয়া পশ্চিমে।
মাগধি মগধি আইল গান্ধার করনাট
লক্ষ কোটি রাজা আইল ছাড়িয়া গুজরাট।
উদয়গিরি অস্তগিরি যত রাজা বৈসে
দশরথের নিমন্ত্রনে সব রাজা আইসে।
যত২ রাজা আইসে পৃথিবীমণ্ডল
উদয়গিরি ছাড়িয়েত আইল সকল।
মেদিনীভুবনে বৈসে যত রাজাগণ
নানা রঙ্গে আইসে সব সঙ্গে সেনাগণ।
একে২ কহিতে নাম অনেকে নহে শক্য
রাজা যত আইল আটাশি কোটি লক্ষ।
এত রাজা আইল দশরথের গোচরে
রাজচক্রবর্ত্তী রাজা সভার উপরে।
আসিয়ে করিল সভে দশরথে দেখা
দিলেন বৎসরের কর সমুচিত লেখা।

ঘৃত হীন অনেকদিন রাখিল তাহারে
পুত্রাকাঙ্ক্ষা হইয়া দিন অনাহার ।
যজ্ঞ করিলেন রাজা সরযূর তীরে
মুনিগণ গেলেন রাজার দরশনে ।
চারিশ যোজন দীর্ঘ বেদিতে নির্ম্ম ।
দশ যোজন সেই আছে পরিসর ।
চারি কোণে বান্ধিলা যজ্ঞের মেখলা
শতে শতেক যোজন সেই যজ্ঞশালা ।
মুনিগণ বৈসে গিয়া যজ্ঞের ভিতর
যজ্ঞের আরম্ভ করেন সেই শুভ কাল ।
মুনিগণ হৈল আগে স্বস্তি বাচন
সংকল্প করিল তবে অজের নন্দন ।
দাণ্ডাইয়া দশরথ যোড় করি হাত
কহিতে লাগিল সব মুনির সাক্ষাত ।
হেথা বড় মুনি অগ্নি আনব কেমনে
আজ্ঞা কর কারে আগে করিব বরণে ।
ঋষ্যশৃঙ্গ বলে বিভাণ্ডকের নন্দন
আগেতে করহ মুনি বশিষ্ঠের বরণ ।

ব্রহ্মার বেটা আর কুলপুরোহিত
ওহার বরণ আগে শাস্ত্রের বিহিত।
বশিষ্ঠে বরিয়ে আগে ঘুচাও অভিমান
বড় ছোট কেহ নহে সকলি সমান।
ভাল ভাল বলিয়ে সকল মুনি বলে
বস্ত্র অলঙ্কার রাজা দিলেন সকলে।
সকল মুনি এক কালে কৈল বেদধ্বনি
বেদ পড়িতে মুখে বেরায় অগিনি।
সেই অগ্নি পবিত্র করিল মুনিগণ
অগ্নির কুণ্ডেতে নিয়ে করিল স্থাপন।
আতব তণ্ডুল তিল যব রাশিং
একেং দিল ঘৃত সহস্র কলসি।
এক বৎসর যজ্ঞ করে রাজা দশরথে
দেবতার ভয় হোথা হইল স্বর্গেতে।
বিশ্বশ্রবার বেটা রাজা দশানন
বিষম দিয়া লঙ্কাতে খটায় দেবগণ।
ইন্দ্র বলেন ব্রহ্মা কোন বুদ্ধি করি
এই কালে জন্ম কিসে লবেন শ্রীহরি।

পুত্রের লাগিয়ে দশরথ যজ্ঞ করে
তার পুত্র হৈলে তবে দশানন মরে।
এই যুক্তি করিয়া যতেক দেবগন
ক্ষীরোদ সমুদ্র গেল যথা নারায়ন।
তার মুখে বৃহ্মা গিয়া করেন স্তবন
নিদ্রা যান প্রভু দেব নারায়ন।
পদতলে লক্ষ্মী দেবী করেন স্তবন
অনন্ত শয্যায় শুইয়াছেন ভগবান।
সকল দেবতা গিয়া দণ্ডাইল কুলে
প্রবল শরীর যেন না যান ছিলালে।
শুইয়াছেন ভগবান অনন্ত ওপরে
বাসুকি সহস্র ফনা ধরিয়া ওপরে।
সেবকের প্রতি প্রভু কর অবধান
তোমার নিদ্রায় নিদ্রা জাগিলে জাগিবন।
বিপত্তি কর দুর প্রভু শ্রীমধুসূদন
তারি মুখে বৃহ্মা যদি করিল স্তবন।

ক্ষীরোদে ওনিয়া যে বলিল নারায়ণ
চারি দিগে দেখিলেন যত দেবগণ।
হাসিয়া প্রভু ভগবান কৈল এক শব্দ
সেই শব্দে হইল লোক চারিদিগ স্তব্ধ।
হাসিয়া চাহিল প্রভু দেব ভগবান
মলীন দেখিল সব দেবের বদন।
মলীন দেখিয়া জিজ্ঞাসেন নারায়ন
তোমা সভাকার শত্রু হইল কোন জন।
ব্রহ্মা বলেন শুন দেব পুরন্দর
তুমি গিয়া কহ কথা প্রভুর গোচর।
আমি বর দিয়াছি রাবনের তরে
তুমি গিয়া কহ দুঃখ প্রভুর গোচরে।
দেবগুরু বৃহস্পতি যোড় করি হাত
প্রভুর আগেতে গিয়া কৈল দণ্ডবত।
অবধান করহ ঠাকুর ভগবান
আগেতে জানাই যত দেবতার মান।
আগম নিগম তুমি বেদ পুরান
অনাথের নাথ তুমি কর পরিত্রান।

বিশ্বশ্রবার বেটা রাজা দশানন
লঙ্কাপুরী পাইল ব্রহ্মার করি আরাধন।
তার তেজে স্বর্গে দেব রহিতে না পারি
দেবগণে বলে মারি দেয় টিটকারি।
যমের ঘুচিল পুরু যত অধিকার
সূর্য্যের উদয় নাই পৃথিবীভিতর।
চন্দ্রের মণ্ডলে হয় নাহি তার জ্যোতি
দুই লোকের মধ্যের স্বর্গে অন্ধকার রাতি।
বরুণের ঘুচিল আগাধি যত জল
অগ্নি নির্ব্বান হৈল নাহিক প্রবল।
কুবের ধন হরিলেক পাইয়া তরাস
গ্রহগণের অধিকার হইল বিনাশ।
পবন বায়ু সম্বরিল পাইয়া মহাভয়
সমুদ্রের বেগগতি মন্দং বয়।
নারদ ছাড়িল বীনা বীনায় ছাড়ে গীত
অমঙ্গল স্বর্গে যত হৈল বিপরিত।
বসন্ত আদি অধিকার ছাড়িল ছয় ঋতু
নিত্য ভয় পাই সব রাবনের হেতু।

ব্রহ্মার বরেতে সভে হইল দুর্জ্জয়
তারে বর দিয়া ব্রহ্মা আপনি পাইল ভয়
ব্রহ্মার বর পাইয়া লঙ্কে ব্রহ্মার বচন
স্বর্গ হৈতে খেদাড়িয়া দিল দেবগন।
কাড়িয়া লৈয়া গেল যত দেবের কন্যারে
কত অপমান সহে দেবের শরীরে।
ত্রিভুবনে রহিতে নাহি কোথায় স্থান
যথা যাই তথা রাবন করে অপমান।
নিবেদন মহাশয় তোমার চরনে
আপনি বধিয়া রাবন রাখ দেবগনে।
শুনিয়া প্রভুর ক্রোধ বাড়িল অন্তরে
ঘৃত পাইয়া অগ্নি যেন বাড়িল অঙ্কুরে।
বিনতানন্দনে হরি করিল স্মরন
চক্র হাতে লৈয়া পক্ষে করে আরোহন।
স্বর্গবাসে থাক সভে ভয় নাই আর
রাবনেরে এই আমি করি গিয়া সংহার
গরুড়ে চড়িয়া যখন চলিল জগন্নাথ
এই কালে দাণ্ডাল ব্রহ্মা প্রভুর সাক্ষাত।

আমি বর দিয়াছি প্রভু রাবনের তরে
এই কালে গেলে প্রভু রাবন নাই মরে।
নরের ওদরে যদি লইগা জনম
নর বানরের হাতে তাহার মরন।
প্রভুর সাক্ষাতে বৃহ্মা কহে এই কথা
জন্মের নায়েতে প্রভুর হেট হৈল মাতা।
বর দেবার বেলা বৃহ্মা হন আগুয়ান
বিপত্তি পড়িলে বলে রাখ ভগবান।
কতবার দুঃখ পাব ললাটে লিখন
পৃথিবীতে যাব স্বর্গ করিান য়তন।
হাতে অস্ত্রে সূর্য্য দেব লঙ্কার দ্বারি
ইন্দ্র মালা গাঁথিয়া দেন চন্দ্র ছত্রধারী।
আপনিত্ত অগ্নি দেব করেন রন্ধন
মন্দ২ বাতাস তারে করেন পবন।
বরুণ বহিয়া জল দেন নিত্তি নিত্তি
গৃহ মার্জ্জনা করেন আপনি বসুমতী।

যমের কথা শুনিলে তোমার হবে হাস
রাবনের কাটিয়া দেন ঘোড়া হাতির ঘাষ।
শনির দৃষ্টে ত্রিভুবন ভস্ম হৈয়া ওড়ে
কাপড় ধূইয়া দেন কনক লঙ্কাপুরে।
জগতের কর্ত্তা আমি ব্রহ্মা মহামুনি
লঙ্কার ভিতরে ছাওয়ালে পড়াই আমি।
রাবনের সাক্ষাতে বেদ গাএন নারদ
ত্রিভুবন জিনি রাবন করিছে সম্পদ।
জন্ম ৈলতে তুমি যদি হইলে কাতর
আপনার সৃষ্টি সকল লহ চক্রধর।
আর ব্রহ্মা আর ইন্দ্র করহ সৃজন
আপনার সৃষ্টি সব লহ নারায়ন।
এতেক বলিল ব্রহ্মা করুন বচন
ভক্তবৎসল প্রভু না হইল আন।
কহ২ ব্রহ্মা ওপায় বল মোরে
কোন বংশেতে আমি জন্মিব কার ঘরে।
কাহার ওদরে আমি লভিব জনম
আমারে বা পুত্র বলিবে কোন জন।

বৃহ্মা বলেন জন্ম লবে দশরথের ঘরে
সুর্য্যবংশেতে জন্ম কৌশল্যা উদরে।
বৃহ্মার বচনে বলেন চক্রপানি
দশরথ কৌশল্যা তাহাকে আমি জানি।
পুর্ব্বে আমার সেবা করেছে বিস্তরে
তোমা হেন পুত্র আমি ধরিব উদরে।
নরের গর্ব্ভেতে আমি লভিব জনম
বানরীর গর্ব্ভেতে জন্মগা দেবগণ।
আমি নর হই তোমরা হওত বানর
রাবন মারিতে যেন হইও দোষর।
বৃহ্মা বলেন আগে জন্ম লহ নারায়ন
পদতলে পড়ি লক্ষ্মী যুড়িল ক্রন্দন।
তোমার অবতার হবে পৃথিবীমণ্ডলে
তোমা দরশন আমি পাব কত কালে।
আমারে ছাড়িয়া কোথা যাইত শ্রীহরি
গর্ব্ভ যন্ত্রনা আমি সহিতে না পারি।
লক্ষ্মীর রোদনে কান্দেন চক্রপানি
বল দেখি লক্ষ্মী কোথা যুত্র যাব আমি।

শুনিয়া প্রভুর কথা ব্রহ্মা মুনি বলে
শুনি নাই গেলে কি রাবন রাজা মরে।
অযোনি সম্ভবা তুমি জন্ম হবে চাসে
জনকের ঘরে জন্ম মিথিলার দেশে।
এতেক বলিল যদি ব্রহ্মা তপোধন
আদি কাণ্ড গাইল কীর্ত্তিবাস বিচক্ষণ।

নারায়নের জন্মকথা থাকুক এই খানে
আগেতে কহিব এই লক্ষ্মীর জনমে।
যেখানেতে বেদবতী ছাড়িল জীবন
সেইখানে হৈল দিব্য মিথিলা ভুবন।
তার রাজা হইল জনক নামে ঋষি
পুত্রের কারনে রাজা যজ্ঞভুমি চসি।
হাথে লাঙ্গলে রাজা চাসভুমি চসে
ওর্ব্বসী চলিয়া যায় ওপর আকাশে।
তাহা দেখে জনক হৈল কামেতে মোহিত
আচম্বিতে ঋষির বীর্য্য হইল স্খলিত।

দৈবযোগে পৃথিবী আছিল ঋতুমতী
ঋষির বীর্য্য পড়িল যদি গর্ব্ভ হইল তথি।
ডিম্বরূপেতে পৃথিবী গর্ব্ভ ধরে।
ভাসিয়া উঠিল ডিম্ব লাঙ্গলশিরালে।
ডিম্ব ভাঙ্গিয়া জনক করিল খান২
কন্যা রত্ন দেখি তাহে লক্ষ্মীর সমান।
ওওা চুওা করি কাঁদে কাঁচা কন্যাখানি
আচম্বিতে আকাশে হইল দৈববাণী।
চাসভূমি হৈতে এই কন্যার জনম
তোমার কন্যা বটে এই করহ পালন।
শুনিয়া জনক বড় হরিষ অন্তরে
কন্যা কোলে করিয়া জনক আইল ঘরে।
সুধাইতে লাগিল যে জনকের রাণী
কাহারে দুঃখ দিয়া আনিলা কন্যাখানি।
জনক বলে চাসভূমে কন্যার জনম
আমার কন্যা বটে তুমি করহ পালন।
অপত্য নাহিক স্নেহ বাড়িল বিস্তরে
দিনে দিনে বাড়েন লক্ষ্মী জনকের ঘরে।

কেশ গজিল যেন হাতিয়ে চামর
ওষ্ঠ অধির যেন পাকা বিম্বফল।
মুষ্টিতে ধরিতে পারি মধ্য়া কাঁকালি
হিঙ্গুলে মণ্ডিত পাদপদ্মের অঙ্গুলী।
পরম সুন্দরী হৈল যেন হেমলতা
শিরালে হইল জন্ম নাম থুইল সীতা।
লক্ষ্মীর রূপের কিবা কহিব তুলন
যাঁর রূপে ভুলিবেন আপনি নারায়ণ।
যেই জন শুনে এই লক্ষ্মীর জনম
ধন পুত্র লক্ষ্মী তারে দেন নারায়ণ।
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিচক্ষণ,
আদি কাণ্ড গাইল লক্ষ্মীর জনম।

মিথিলায় হৈল যদি লক্ষ্মীর জনম
অযোধ্যায় জন্ম নিতে যান নারায়ণ।
দশরথ যজ্ঞ করে এক বৎসর
যজ্ঞশালে আসি দেখা দিলে গদাধর।

শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চতুর্ভুজ কলা
কিরীটি কুণ্ডল কর্ণে হৃদে বনমালা।
এই রূপে দেখা আমি দিল নারায়ণ
কেবল দেখিল ঋষ্যশৃঙ্গ তপোধন।
মুনি বলে দশরথ তুমি পুণ্যবান
তোমার ঘরে জন্মিতে আইল ভগবান।
হেন কালে আকাশবাণী হইল চমৎকার
বিষ্ণু জন্মিল রাবণে করিতে সংহার।
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি দিল যজ্ঞেতে আহুতি
যজ্ঞ হৈতে ওঠে চরু বিষ্ণুর আকৃতি।
বিষ্ণুমন্ত্রে ঋষ্যশৃঙ্গ তাতে দিল কাটি
তাতে ফেলে দিল আম্রবৃক্ষের ফল দুটি।
সেই ফলে নারায়ণ করিল প্রবেশ
চরুতে মিশ্রিত হন প্রভু জগদীশ।
তুলিলেক চরু মুনি সুবর্ণের থালে
দশরথের হাতে মুনি দিল শুভ কালে।
জ্যেষ্ঠ নারীকে দিয়ে করাই ভক্ষণ
এই চরু হৈতে হবে তোমার নন্দন।

মুনি চরু হাতে দিল রাজা বন্দে যাতে
অন্তঃপুরে গেল রাজা পবিত্রের পথে।
কৌশল্যা কেকয়ী বসিয়া দুই রাণী
এক ভাগ ছিল চরু কৈল দুই খানি।
অগ্র ভাগ দিল রাজা কৌশল্যার তরে
শেষ ভাগখানি দিল কেকয়ী দেবীরে।
চরু দিয়া যজ্ঞশালে গেল দশরথে
হেন কালে সুমিত্রা আইল কান্দিতেং।
ঊর্দ্ধশ্বাসে আসি রাণী ছাড়িল নিশ্বাস
কোন দ্রব্য খাইতে রাজা না কৈল আশ্বাস।
দৌর্ভাগ্যা নারী আমার ব্যর্থ জীবন
আমারে বঞ্চিয়া খাইয়া কত পাবে দিন।
শুনিয়া কৌশল্যার দয়া জন্মিল অন্তরে
বলিতে লাগিল রাণী সুমিত্রার তরে।
প্রতিমূর্ত্তিতে আছি যেন তিনটি ভগিনী
আপন ভাগের তোমায় দিব অর্দ্ধখানি।
ইহ তে তোমার যদি জন্মেত নন্দন
আমার পুত্রের সঙ্গে বঞ্চে সেই জন।

সুমিত্রা বলেন দিদি এই দেহ বর
পুত্রে করি দিব তোমার পুত্রের নফর।
অগ্র ভাগ রাখিলেন আপনার তরে
শেষ ভাগখানি দিল সুমিত্রা দেবীরে।
হিংসিকা কেকয়ী তাহা বসে দেখে ঘরে
মায়া করি ডাকে সেই সুমিত্রার তরে।
আপন ভাগ তোমার তরে দিব অর্দ্ধখানি
আমার সত্য এই দেবী পালন কর তুমি।
আমার চরুর অংশে হয় যে নন্দন
আমার পুত্রের সঙ্গী কর সেই জন।
সুমিত্রা বলেন বলি এই হইল বর
তোমার পুত্রের আমি করিব কিঙ্কর।
এই বলি শেষ ভাগ দিলেন তাহারে
তিন জনাতে চরু খাইল এক কালে।
এক অংশ নারয়ান চারি অংশ হৈয়া
তিন রানীর গর্ব্ভে জন্ম শুভ ক্ষণ পাইয়া।

হেথা যজ্ঞ সাঙ্গ করি রাজা দশরথে
ব্রাহ্মণের তরে ধন লাগিল বিলাতে।
ব্রাহ্মণেরে তুষ্ট কৈল দিয়া নানা ধন
সভে আশীর্ব্বাদ কৈল হও পুত্রবান।
বিদায় হইয়া মুনি নিজ দেশে যায়
আদি কাণ্ড গান রাজার অশ্বমেধ সায়।

হেথা তিন রাণী চরু করিল ভক্ষন
কোটি সূর্য্য জিনি হৈল তিনের বরন।
বৃদ্ধা হৈয়া ছিলেন পাকা যাতার কেশ
চরুর ভক্ষনে হৈল প্রথম বয়স।
বিধাতা সকল মায়া করিয়া ঘটন
এক কালে ঋতুমতী হৈল তিন জন।
দশরথ জানিলেক এ সকল সন্দর্ভ
ঋতুর লক্ষন হৈল তিনের হৈল গর্ব্ভ।
এই মত গর্ব্ভ তার বাড়ে দিনে২
দুই মাস গর্ব্ভ তথা হৈল তিন জনে।

চারি মাস গর্ব্ভেতে প্রতীত হৈল মন
পঞ্চ মাস গর্ব্ভেতে শুনিল ত্রিভুবন।
প্রথম গর্ব্ভের কথা কহিতে লজ্জা বাসি
মুখ চন্দ্র হৈল যেন প্রভাতের শশী।
কালিয়া কুচের মুখে ওদর চিকন
মৃত্তিকার ভক্ষনেতে সদাই যায় মন।
ঘন ঘন হাঁই ওঠে অলস নয়ন
পাণ্ডুর বর্ন অঙ্গ মলিন অভরন।
কৃষ্ণ বর্ন হৈয়া এল দুই স্তনের বোঁটে
গায়েতে না রহে বস্ত্র নিত্য বল টুটে।
এই মতে হৈয়া গেল গর্ব্ভের বর্দ্ধন
নয় মাস গর্ব্ভবতী হইল তিন জন।
দেখি দশরথ রাজা আনন্দিত মন
পঞ্চ গব্য দিয়া কৈল গর্ব্ভের শোধন।
পূর্ব্ব জন্মের তপস্যার ফলের কারন
কৌশল্যারে দেখা দেন প্রভু নারায়ন।
এক দিন কৌশল্যা যে শুয়িয়া স্বপনে
চর্তুভুজ রূপে দেখা দিল নারায়নে।

শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শারঙ্গ ধারী
এই রূপে দেখা দিল ঠাকুর শ্রীহরি।
পুত্রভাবে কোলেতে লইল নারায়ন
মা বলিয়ে কৌশল্যারে ডাকিল তখন।
পূর্ব্বেতে আমার সেবা করেছ বিস্তরে
সেই পুণ্যে জন্মিলাম তোমার উদরে।
আপনি তোমার গর্ব্ভে লৈয়াছি জনম
পুত্র বলি স্তন দিয়া করহ পালন।
এত বলি অদর্শন হৈল নারায়নে
কৌশল্যা বলেন কিবা দেখিনু স্বপনে।
কহিল সকল কথা রাজা দশরথে
মা বলিয়া আমাকে ডাকিল জগন্নাথে।
শুনি দশরথ রাজা হরষিত মন
হেন বুঝি সত্য হবে অন্ধকবচন।
ব্রাহ্মনের তরে দান করিল সুবর্ন
এই রূপে দশ মাস গর্ব্ভ হৈল পূর্ন।
আদ্য পুস্পুতা নারী হইল তখন
তাহা দেখি দশরথ আনন্দিত মন।

এখন তখন নারী হইবে প্রসব
এই রব গান করে নগরবাসী সব।
যেই দিন ভূমিষ্ঠ হইবে নারায়ন
আকাশ যুড়িয়েত বসিল দেবগন।
শুভ গ্রহ যত সব বসিল স্থানেং
দশ দিগ মণ্ডিল সকল তারাগনে।
কৌশল্যার হইল আগে গর্ব্ভবেদন
অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল নারীগন।
মধু চৈত্র মাস শুক্লা শ্রীরামনবমী
শুভ ক্ষনে ভূমিষ্ঠ হইল চক্রপানি।
গর্ব্ভবেদনা নাহি নাহিক শোনিত
শুভ ক্ষনে নারায়ন হইল ভূমিত।
অন্ধকার ঘুচে যেন জ্বালিলেক বাতি
কোটি সূর্য্য জিনি হৈল দেহের মুরতি।
শ্যাম শরীর প্রভুর চাঁচর কুন্তল
চন্দ্র জিনিয়া মুখ করে ঝলমল।

আজানু লম্বিত দীর্ঘল ভুজ দুটা
কমল পদ্ম জিনি চক্ষু রক্ত বর্ণ জটা।
সিন্দুরে মণ্ডিত রাঙ্গা কুণ্ডল সুন্দর
কমল জিনিয়া প্রভুর নাভিত গভীর।
সংসারে রূপ যে লৈয়া আইল জগন্নাথ
কিবেবা তুলনা দিব কাহে দিব হাত।
জয়২ হুলাহুলি দিল নারীগণ
কমল নাভি প্রভুর করিল ছেদন।
কৌশল্যার দাসী সেই শুভবার্ত্তা নামে
দেয়ান ঘরে বার্ত্তা দিল অজের নন্দনে।
শুনি দশরথ রাজা আপনা পাসরে
অষ্ট অভরণ রাজা দিলেন দাসীরে।
পরম আনন্দে রাজা পাসরে আপনা
ব্রাহ্মণেরে দান দিল শত যোন সোনা।
আনন্দসাগরে রাজা ভাসে সেই ঠাঁই
পুন রপি দিল দান এক শত গাই।
গনক আনিয়া রাজা কৈল শুভ ক্ষণ
পুত্রমুখ দেখিতে যে দশরথ যান।

ইন্দ্র যেন চলিলেন শচীর মন্দিরে
চন্দ্র যেন আসিয়াছে রোহিনীর ঘরে ॥
বসিয়াছেন কৌশল্যা নারায়ন কোলে
পুত্র দেখিতে দশরথ গেল হেন কালে ॥
ফিরে২ দশরথ পুত্র নিল বুকে
এক লক্ষ চুম্ব তার দিল চাঁদমুখে ।
পুত্রের হিয়া আপন হিয়া করি এক বুক
আজি সে দিবস হৈল দেখি চাঁদ মুখ ।
শুভ দিন হৈল আজি পোহাল রজনী
তোর মুখ দেখিয়া আমি আজি ধন্যমানি ॥
এত বলি দশরথ মনেতে উল্লাশ
রামের জন্ম রচিল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাস ।

এক অংশে জন্ম যে লইল নারায়ন
শুনিয়া কেকয়ীর বড় দুঃখ হৈল মন ।
আজি হইতে কৌশল্যা বাড়িল সোয়াগে
আমার পুত্র কেন বিধি নাহি দিল আগে ॥

জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা হয় সকল শাস্ত্রে জানি
আমার পুত্র বিধি আগে দিল নাহি কেনি।
বলিতেং হৈল গর্ব্ভের বেদন
কৈকয়ী বলে কুজী মোর গা করে কেমন।
মায়ের গর্ব্ভে ছিল প্রভু করি পদ্মাসন
শুভ ক্ষণে ভূমিষ্ঠ হইল নারায়ণ।
কৌশল্যা রাণীর পুত্র যেমন রূপ ধরে
সেই নাক সেই মুখ কিছু নাহি নড়ে।
কুজী গিয়া বার্ত্তা দিল দশরথের তরে
পুত্র হইল তোমার কৈকয়ীর উদরে।
শুনি দশরথ রাজা আপনা পাসরে
পুত্রমুখ দেখে গিয়া কৈকয়ীর ঘরে।
পুত্রমুখ দেখি রাজা পরম পীরিতি
ধন বিলাইতে রাজা দিল অনুমতি।
সুমিত্রার হৈয়া গেল গর্ব্ভের বেদন
যমক দুই পুত্র রাণী প্রসবে তখন।
গৌর বর্ণ হইল দোঁহে বিষ্ণু অবতার
সুমিত্রা প্রসব হৈল যমক কুমার।

যমক দুই পুত্র যখন প্রসবে সুন্দরী
জয় জয় হুলাহুলি দিল সব নারী।
দাসী গিয়া বার্ত্তা কহে দশরথের তরে
আর দুই পুত্র হইল সুমিত্রার উদরে।
শুনি দশরথ রাজার আনন্দ অপার
ব্রাহ্মণেরে লুটাইল সকল ভাণ্ডার।
চলিলেন দশরথ পরম কৌতুক
তিন নারীর ঘরে দেখে চারি পুত্রমুখ।
দণ্ড তিন বেলা হৈল গনকের মেলা
খড়িতে গনিয়া চাহে শুভ ক্ষন বেলা।
সূর্য্যবংশের রাজার সব আছে পাতি পুতি
সভারে হইতে পুত্র রাজচক্রবর্ত্তী।
ইহার কোষ্ঠীর কিবা করিব গনন
এমন লক্ষনে বুঝি প্রভু নারায়ন।
যে জন শুনে প্রভু রামের জনম
ধন পুত্র লক্ষ্মী তারে দেন নারায়ন।
অযোধ্যায় হইল আনন্দ কোলাহল
বৈশ্য ক্ষেত্রি শূদ্র জাতি দেয় জয় মঙ্গল।

গানকে তুষিল রাজা দিয়া নানা ধন
আদি কাণ্ড গাইল কীর্ত্তিবাস বিচক্ষণ ।

রামের জনম শুনি   নাচেন সকল মুনি
দণ্ড কমণ্ডলু সভার হাতে
স্বর্গে নাচে দেবগন   আর যত মুনি জন
হরিষে নাচিছে দশরথে ।
দেবজানির সংহতি   নাচিছেন প্রজাপতি
শচী সঙ্গে নাচে শচীপতি
স্থাবর আর জঙ্গম   তারা আদি নাচেন
উল্লাশিত নাচে বসুমতী ।
দিব্য অভরন   পরিযত নারীগণ
চলি যায় অনেক সুন্দরী
চলি যায় রাজপথে   দেখিবারে রঘুনাথে
সম্মুখে নাচিছে বিদ্যাধরী ।
রত্নের প্রদীপ জ্বলে   ঘরের যে ভিতরে
রানী কৌশল্যা হৈল পুত্রবতী

অন্তরীক্ষেতে থাকি দেবগন মুনি দেখি
জয় জয় করে রঘুপতি ॥
জন্মিল নারায়ন বধিতে যে রাবন
দেবের করিতে অব্যাহতি
যেই জন ইহা শুনে বর দেন নারায়নে
এই অদ্ভুত যবুর ভারথী ।
জন্মিল জগন্নাথে রাবন যে বধিতে
দেবের করিতে পরিত্রান
রচিল যে কীর্ত্তিবাস মনের অভিলাষ
বন্দিয়াত বাল্মীকি পুরান ।

অযোধ্যাতে জন্ম যদি নিল নারায়ন
লঙ্কায় অমঙ্গল দেখে লঙ্কার রাবন ।
আচম্বিতে রাবনের সিংহাসন দোলে
দশ মুকুট খসে তার পড়ে ভুমি তলে ।
দশ মুখে হায়ং করে দশানন
আচম্বিতে মুকুট খসিল কি কারন ।

কোথায় গেল ইন্দ্রজিত আর শক্তি বান
পৃথিবী বাসকি কাটি করিব খানং ।
হেন কালে কহেন ধার্ম্মিক বিভীষন
এত কালেহইল তোমার শত্রুর জনম ।
পৃথিবীরে ক্রোধি তাহে কর কিকারন
তোমারে বধিতে জন্ম নিল নারায়ন ।
আর কার অপরাধি নাহি দশানন
বাসুকি কাটিতে এবে কহ কিকারন ।
এই কালে আকাশে হইল দৈববানী
দশরথের ঘরেতে জন্মিল চক্রপানি ।
শুনিয়া চিন্তিত বড় রাজা দশানন
ডাক দিয়া আনাইল সুক আর সারন ।
একেং দেখে আইস পৃথিবী ভুবনে,
আমার শত্রুর জন্ম হৈল কোন খানে ।
এই বেলা মারিব তারে অতি শিশুকালে
প্রবল হইলে সেই বেড়িবে জঞ্জালে ।
রাবনের আজ্ঞা চর বান্ধিলেক মাতে
সমুদ্রের পার হইয়া লাগিল ভাবিতে ।

পরম বৈষ্ণব দুত সুক আর সারন
ইন্দ্র দেবের দ্বারি তারা জানে ত্রিভুবন ।
সুক বলেন শুন মোর ভাইরে সাধুন
যে বুঝি অযোধ্যায় জন্মিল নারায়ন ।
আজি শুভ দিন হৈল আমা দোঁহাকার
ভাগ্য হওক দেখি গিয়া চরন তাঁহার ।
এত বলি অযোধ্যায় দিল দরশন
দেখিল অযোধ্যা যেন বৈকুণ্ঠ ভুবন ।
রত্নপ্রদীপ জ্বলে প্রতি ঘরে ঘরে
যেন হরিদ্রায় পথে চলিতে না পারে ।
অলক্ষিতে সাভাইল কৌশল্যার ঘরে
বসেছেন কৌশল্যা দেবী নারায়ন কোলে ।
অন্তঃকরনে থাকে যার যে বাসনা
সেই রূপে প্রভুরে দেখিল সেই জনা ।
পরম বৈষ্ণব তারা ভাই দুই জন
চতুর্ভুজ রূপে দেখা দিল নারায়ন ।

শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চতুর্ভুজ কলা
কিরীটি কুণ্ডল কানে হৃদে বনমালা।
কত কোটি ব্রহ্মা তারে করিছে স্তবন
প্রভুর শরীরে দেখে এ তিন ভুবন।
প্রসঙ্গেতে দেখিল যে সকল পারিষদ
সনক সনাতন আদি প্রহ্লাদ নারদ।
এই রূপে দুই ভাই প্রভুরে দেখিয়া
সহস্র প্রনাম করে ধূলায় লোটাইয়া।
ভক্তিভাবে করেন অনেক দণ্ডবত
স্তবন করিছে তারা করি যোড়হাত।
ব্রাহ্মণের জাতি মোরা বড়ই অধম
তোমার মহিমা প্রভু জানে কোন জন।
যে পদ ব্রহ্মাদি দেব না পায় ধেয়ানে
হেন পাদপদ্ম প্রভুর দেখিনু নয়নে।
এই নিবেদন করি শুন মহাশয়
তোমার পাদপদ্মে যেন মোর মন রয়।
কৃপার সাগর প্রভু তুমি গুনধাম
এত বলি দুই ভাই করিল পয়ান।

পথে যাইতে দুই ভাই করে অনুমানে
এ কথা কহিব নাই পাপ দশাননে।
চক্ষুর নিমেষে তারা সমুদ্র পার হৈয়া
দাণ্ডাইল রাবণকাছে যোড়হাত হৈয়া।
একে২ দেখিলাম এ তিন ভুবনে
তোমার কি শত্রু আছে ইহা আন মনে।
মুকুট খসিল রাজা পাইলা অপমান
সকল তীর্থের জলে তুমি কর স্নান।
সুবর্ন করহ দান ব্রাহ্মনের তরে
অমঙ্গল ঘুচিবেক আপদ যাবে দূরে।
দশ মুখ মেলিয়া রাবন রাজা হাসে
কেতকী কুসুম যেন ফুটে ভাদ্র মাসে।
না বুঝিয়া কথা কহ ভাই বিভীষন
আমার নাকি শত্রু আছে হেন লয় মন।
রাবনের কথা শুনি বলে বিভীষনে
এই কথা স্মরন করিবে পরিনামে।
সমুদ্র বলিয়া রাবন লাগিল ডাকিতে
আসিয়া সমুদ্র দাঁড়াইল যোড়হাতে।

রাবন বলে পৃথিবীতে যত তীর্থ আছে
সকল তীর্থের জল আন মোর কাছে।
বোলমাত্র বলিতে বিলম্ব হৈয়া গেল
সকল তীর্থের জল সম্মুখে যোগাইল।
তীর্থের জলেতে রাবন করিলেক স্নান
ব্রাহ্মনের তরে রাজা সুবর্ন করে দান।
যতেক কাঞ্চন দিল নাম লব কত
গো দান শিলা দান করে শত শত।
দান পুন্য করিয়া বসিল দশানন
রাবন বলে অমর হৈনু নাহিক মরন।
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিচক্ষন
রামের পীরিতে হরি বল সর্ব্ব জন।

নররূপে জন্ম নিল প্রভু নারায়ন
বানররূপেতে জন্ম নিল দেবগন।
ব্রহ্মা বলেন শুন যত দেবগন
যে যথা বানরী পাও কর আলিঙ্গন।

ইন্দ্র সূর্য্য কেলি করে একাকী বানরী
দুই পুত্র হৈল তাহে বলে মহাবলী।
ইন্দ্রের তেজেতে হৈল বালী যে বানর
সুগ্রীব বীর হইল যে সূর্য্যের কোঙর।
কিস্কিন্ধ্যার ফল মূল খাইতে রসাল
ফল মূল খাইয়া দোঁহে বিক্রমে বিশাল।
তেজে হৈতে তেজ বাড়ে সম্পদে সম্পদ
বুহ্মা রাজার পুত্র হৈল কুমার অঙ্গদ।
বুহ্মার তেজেতে হৈল মন্ত্রী জাম্বুবান
পবনের তেজে হৈল বীর হনুমান।
হেমকুট বানর হৈল বরুণনন্দন
যমের পঞ্চ বেটা হৈল যমদরশন।
শিবের তেজেতে হৈল কেশরী বানর
দিনে দিনে বাড়ে যেন শাল তরুবর।
অগ্নির তেজেতে হৈল নীল সেনাপতি
কুবেরের তেজে হৈল বানর সুমাথি।

সুসেন জন্মিল ধন্বন্তরি দেবের তেজে
অহিবিদ্যা বিশ্বশাস্ত্র দিল তার মাঝে ॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র হইল সুসেননন্দন
চন্দ্রের তেজে দধিমুখ হইল তখন।
একে২ নাম কহিতে পুঁতি হয়েত বিস্তর
একেক দেবের তেজে একেক বানর।
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিত যে সুধী সর্ব্ব দণ্ডে
বানরের জন্ম এবে গাইল আদ্য কাণ্ডে।

একেক গণনে যে হইল চারি দিন
পাঁচ দিনে পাঁচটি করিল পর দিন।
ছয় দিনে ষষ্ঠী পূজা নিশি জাগরণে
সাত গেল অষ্ট কলাই দিল শিশুগণে ॥
ডাক দিয়া আনে রাজা নগরের জাওয়াল
আঁচল পুরিয়া সোনা সভাকারে দিল।
ত্রয়োদশ দিবসে রাজার হৈল অশৌচান্ত
কতেক করিল দান তার নাহি অন্ত।

ছয় মাসের হইল যখন ভাই চারি জন
পুত্রের করিবে রাজা অন্ন প্রাশন।
আমন্ত্রণ করিল রাজা যত ক্ষত্রিগণে
জ্ঞাতি বন্ধু রাজাগণ আনিল সর্ব্ব জনে।
সূর্য্যবংশের ক্রিয়া বশিষ্ঠ সব জানে
চারি পুত্রের মুখে অন্ন দিল শুভ ক্ষণে।
দশরথ চারি পুত্র লইয়া নিজ কোলে
মিষ্টান্ন জল দিল বদন কমলে।
কর্পুর তাম্বুল দিয়া করাল শয়ন
কৌতুক করিয়া দিল কত রত্ন ধন।
সকল লোকে আনিয়া পুত্রেরে দিল দান
শুভ ক্ষণে চারি পুত্রের থুইল যে নাম।
বিচার করিল চারি বেদ আর পুরাণ
যেই মন্ত্র হৈতে লোক পাবে পরিত্রাণ।
যেই মন্ত্রে বাল্মীকি মুনি পাইল পরিত্রাণ
কৌশল্যার পুত্রের শ্রীরাম থুইল নাম।
কেকয়ের সম কেহ নাহিক ভারথে
মনের সহিত নাম থুইল ভরতে।

সুমিত্রার হইয়াছে যমক নন্দন
জ্যেষ্ঠ লক্ষ্মণ থুইল কে নিষ্ঠ শত্রুঘ্ন।
চারি পুত্রের দশরথ শুনিলেন নাম
ব্রাহ্মণের তরে রাজা কত দিল দান।
রজত কাঞ্চন দিল নাম লব কত
গো দান শিলা দান দিল শত শত।
নানা দান দিয়ে করে বশিষ্ঠের পূজা
দুগ্ধবতী গাবী দিল সহস্র ঘটশুবা।
আশীর্ব্বাদ করি ঘরে গেল মুনিগণ
আদি কাণ্ড গাইল প্রভুর নাম করণ।

জয় মাসের হৈল রাম যান হামাকুড়ি
হাসিয়ে মায়ের কোলে যান গড়াগড়ি।
ক্ষনেক মায়ের কোলে ক্ষনেক বাপের কোলে
বদনে না আইসে কথা আবঁং বলে।
চাঁদের বদনে রায়ের অমিয়ে বোল ফুটে
সুন্দর হাসিতে ঈষত দন্ত উঠে।

এক বৎসরের হৈল ভাই চারি গুটি
পীত ধড়া পরান গলায় স্বর্নকাঁঠি।
কাঁঠির মধ্যেতে দিল সোনার কিঙ্কিনী
রত্নের নুপুর পায় রুনুঝুনু শুনি।
খেলা করেন রাম বালকের সনে
অন্যোং পীরিতি হইল চারি জনে।
রাম চলিতে পথে চলেন লক্ষ্মন
ভরথ চলিতে পাছু চলেন শত্রুঘ্ন।
যার যে চরর অংশ জানিল তখন
রাম লক্ষ্মন হৈল ভরত শত্রুঘ্ন।
দেওয়ানে যান রাজা রাম লৈয়া কোলে
এক দিন রামচন্দ্রে না দেখিলে মরে।
ব্রহ্মা আদি যার পদ না পায় ধেয়ানে
পুনঃ২ চুম্ব দেন তাহার বদনে।
চন্দ্রের কলা যেন বাড়ে দিনেং
দেখিয়ে রামের রূপ মোহ ত্রিভুবনে।
এক বিষ্ণু চারি ভাই মায়ার কারন
রাম দেখি দশরথ ভাবে মনে মন।

সুবর্ব্বক্ষন দশরথ রায়েরে নেহালে
অন্ধক মুনির শাপ মনে মনে বলে।
শাপ দিল মুনি মোরে গৌরব কারণ
এই পুত্র না দেখিলে আমার মরণ।
নয় হাজার বৎসর রাজ্য করিল কুতুহলে
রাম হেন পুত্র পাইলাম তপস্যার ফলে।
পুত্রমুখ দেখি সদা জীবন সফল
দশরথের ঘরে রাম প্রথম প্রবল।
এই সব দশরথ করি অভিলাষ
আদি কাণ্ড গাইল পণ্ডিত কীর্ত্তি বাস।

পঞ্চ বৎসরের হৈল হাতে দিল খড়ি
পড়িতে পাঠাইয়া দিল বশিষ্ঠের বাড়ি।
ক খ আঠার ফলা পড়িল সকল
অষ্ট শব্দ সমস্ত রাম পড়িল অমর।
ব্যাকরণ কাব্য পড়িলেন প্রভু রাম
অবশেষে পড়িলেন ভারত পুরাণ।

কোন শাস্ত্র আছে প্রভুর অগোচরে
চৌদ্দ দিনেতে রাম চৌষট্টি বিদ্যা পড়ে।
বিদ্যা পড়িয়া গুরুকে করিয়া প্রনাম
অস্ত্র বিদ্যা সেইক্ষনে শিখিলেন শ্রীরাম।
প্রভাত কালে চারি ভাই যান মালঘরে
মল্লবিদ্যা সকল শিখিল গদাবিরে।
গুলি দাঁড়াইল রাম নাঠরি খেলান
রামের বিক্রমে সব মালের পরান।
রামসঙ্গে কোন মাল নাহি ধরে তাল
সুমেরু পর্ব্বতে যান করিতে সাতাল।
সূর্য্যবংশের ধনুক বালক ভাল জানে
ফুলধনুক হাতে রাম বেড়ান বনে বনে।
ধনুক হাতে করি রাম যারে এড়ে বান
ত্রিভুবনে কাহার নাহিক পরিত্রান।
দশরথের বিপক্ষ যত ছিল দেশে২
রামের বিক্রম দেখি পলাইল ত্রাসে।
যতনে খেলেন রাম ফুলধনু হাতে
এক দিন বনে গেল লক্ষ্মন সহিতে।

মৃগ চাহি দুই জন বেড়ান বনে বন
হেন কালে মারীচ সঙ্গে হৈল দরশন।
কোন খানে থাকে মারীচ নিশাচর
মৃগরূপ হৈয়া গেল রামের গোচর।
মৃগ দেখিয়া রাম কৌতুক হৈল মন
ধনুকে গুন দিয়া বান যুড়িল তখন।
ছুটিল রামের বান নক্ষত্র হেন খসে
আপন মুর্ত্তি হৈয়া মারীচ পলায় তরাসে।
রামের বানের শব্দে কাঁপিল সেই বন
জনকের দেশে গেল মিথিলা ভুবন।
রামের বিক্রম দেখি দেবগন হাসে
এত দিনে রাবন রাজা মরিবে সবংশে।
সূর্য্য অস্ত গেল তথা বেলা অবসান
রনশ্রম হইল লক্ষ্মন দেখিল শ্রীরাম।
মলীন হইয়া গেল লক্ষ্মনের মুখ
দেখিয়া শ্রীরামের অন্তরে বাড়ে দুঃখ।
এক দিনের দুঃখে ভাই হইলে এমন
কেমনে মারিবে বৈরি রাখিবে মুনিগন।

আমলকী ফল পাড়ি দেন তাঁর মুখে
ক্ষুধা তৃষ্ণা গেল খাইল মনসুখে ।
হেন কালে দেখিলেন নিকটে সরোবর
নানা পক্ষী জলে আছে করে কোলাহল ।
হেন যে সময়ে বৃন্দা ডাকে পুরন্দর
দশরথের ঘরে গেল আপনি গদাধর ।
মনুষ্যরূপ হইয়া প্রভু আপনা নাহি জানে
রাবন মারিতে জন্ম লভিল আপনে ।
চৌদ্দ বৎসর রাম যাবেন বনবাসে
কেমনে যুদ্ধ করিবেন ফল মুল ভরশে ।
অমৃত থুইয়া আইস মৃনালভিতরে
খাইয়া অমৃত রাম ক্ষুধাত পাসরে ।
এতেক আদেশ পাইল দেব পুরন্দর
অমৃত থুইয়া গেল মৃনালভিতর ।
হেন কালে লক্ষ্মনেরে বলেন শ্রীরাম
মৃনাল তুলিয়া আন করি জল পান ।

লক্ষ্মণ আনিয়া দিল শ্রীরামের হাতে
দুই ভাই অমৃত খান মৃণাল সহিতে।
ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে গেল সুস্থ হৈল মন
বৃক্ষপত্র পাতিয়া শুইল দুই জন।
গমনশ্রমে নিদ্রা হইল সেই স্থলে
হেন বুঝি আছেন রাম শুয়ে বাপের কোলে।
কোলে বসিয়াছেন রাম দেখয়া নিহারে
অস্তেব্যস্তে গেল রাণী রাজার আগুসারে।
হেথা রাজা দুই প্রহর নাহি দেখি রাম
মনে সুখ নাহি রাজার হইল অজ্ঞান।
সভারে বিদায় দিয়া গেলেন আওয়াসে
দেখিবেত রাম আমি কৌশল্যার পাশে।
দুই জনে পথেতে হইল দরশন
রাম না দেখিয়া রাণী জিজ্ঞাসে তখন।
হাড়িতে দুগ্ধ আছে বাটায় সুখায় পান
এতক্ষণ হৈল কেন ঘরে নাহি রাম।
দশরথ বলে রাণী খেলি মোর মাতা
দেখিতে না পাই রাম তারা গেল কোথা।

হেন বুঝি আছেন রাম কেকয়ীর আওয়াসে
ধাইয়ে গিয়া দোঁহে কেকয়ীরে জিজ্ঞাসে।
আজি আমি দেখি নাই রামচন্দ্রের মুখ
প্রান নাহি রহে মোর বিদারয়ে বুক।
কেকয়ী বলে কি বলিলে আমি নাহি জানি
আজি হেথা নাহি দেখি রাম গুনমনি।
আজি বুঝি ভুলিয়া হায় গেল কোন খানে
হেন বুঝি লক্ষ্মন রাম গেল দুই জনে।
ভরত সঙ্গেতে হেথা আইলেন শত্রুঘ্ন
অযোধ্যা চাহিয়া বেড়ান ভাই দুই জন।
যেই২ ছাওয়াল খেলান রামের সনে
তাহারে জিজ্ঞাসে গিয়া রাম কোন খানে।
সকল লোক বলে রাজা শুন কৌশল্যা রানী
অযোধ্যায় নাই দেখি রাম গুনমনি।
কৌশল্যা সুমিত্রা আর কেকয়ী কামিনী
ডম্বুর হারাইয়া যেন ফুকরে বাঘিনী।
হৃদে হানে দশরথ কপালে মারে হাত
কোথা গেলে পাব আমি রাম রঘুনাথ।

অন্ধক মুনির শাপ হইল এখন
রাম না দেখিয়া আমার না রহে জীবন ।
পুত্রশোকে মরন আজি সৃজিল বিধাতা
রাম নাহি দেখি যদি মরন সর্ব্বথা ।
দিবসে সকল মোর হৈল অন্ধকার
রাম লক্ষ্মন অযোধ্যাতে না দেখিব আর ।
এই মত কান্দে রানী বেলা অবশেষে
হেন কালে রাম লক্ষ্মন অযোধ্যা প্রবেশে ।
বনপুষ্প ভূষিত রাম ধনুক বান হাতে
নাচিতে হাসিতে যান লক্ষ্মনের সাতে ।
ভরত শত্রুঘ্ন কহে গিয়া কৌশল্যারে
হের দেখ আসিছে রাম নগর ভিতরে ।
বনপুষ্পের মালা পরিয়াছেন মাতে
বাহির হইল রানী রাজা শ্রীরাম লইতে ।
ধাইয়ে দশরথ রাজা রাম করে বুকে
এক লক্ষ চুম্ব দিল রামচন্দ্রের মুখে ।
অন্ধ মুনির শাপ মনে করে ধুকং
তখনি মরি যদি নাহি দেখি চন্দ্রমুখ ।

খাইয়া কৌশল্যা রাণী রাম কৈল কোলে
এক লক্ষ চুম্ব দিল বদন কমলে।
অন্ধকের চক্ষু তুমি দুই চক্ষুর তারা
এক দণ্ড না দেখিলে জিয়ন্তে হই মরা।
ভরত শত্রুঘ্ন তখন দেখেন শ্রীরাম
দুই ভাই আসি রামে করিল প্রণাম।
মায়ের ঘরে রামচন্দ্র করিল ভোজন
শ্রীরামের বন বেহার কীর্ত্তিবাস গান।

সাত বৎসরের হৈল দশরথের ঘরে
লক্ষ্মী হেথা জন্মিয়াছেন জনকের ঘরে।
চাসের ভূমিতে কন্যা পাইল মহর্ষি
মিথিলা করেন আলো পরমরূপসী।
সীতার রূপের কথা কহিতে চমৎকার
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া লক্ষ্মী হৈল অবতার।

কন্যার রূপ জনক রাজা দেখে দিনেং
ত্রৈলোক্যমোহক রূপ সংসারত জিনে।
মৃগীর নয়ন সীতার মুখ যে কমল
তিলফুল জিনি সীতার নাশিকা উজ্জ্বল।
সুললিত দুই বাহু দেখিতে সুন্দর
চন্দ্র জিনিয়া রূপ অতি মনোহর।
মুষ্টিতে ধরিতে পারি সীতার কাঁকালি
হিঙ্গুলে মণ্ডিত তার পায়ের অঙ্গুলী।
অরুন নিন্দিয়া সীতা দেবীর পদতল
তাহাতে নূপুর বাজে শুনিতে রসাল।
রাজহংস জিনি অতি সীতার গমন
অমৃত জিনিয়া সীতার মধুর বচন।
সংসারের লোক আইল সীতা দেখিবারে
সীতার রূপ দেখে যে সে আপনা পাসরে
সীতা কারে বিভা দিব জনক ভাবে মনে
পুরোহিত আনিয়া যুক্তি করে অনুক্ষনে।
পুরোহিত আনি রাজা কহেত বিশেষে
সীতার অনুরূপ বর পাব কোন দেশে।

সীতা কারে বিভা দিব জনক ভাবে মনে
স্বর্গেতে চিন্তিত হৈল যত দেবগণে।
ব্রহ্মা বলেন শুন দেব পুরন্দর
প্রভুর বয়স মাত্র সাত বৎসর।
দিনে২ সীতা দেবীর রূপ হয় আন
পাছে অন্য বরে জনক সীতা করে দান।
এই যুক্তি দেবতা সব করিল তখন
কৈলাশ পর্ব্বতে গেল যথায় ত্রিলোচন।
ব্রহ্মা বলেন শুন দেব শূলপাণি
জনকের ঘরে সীতা রক্ষা কর তুমি।
তোমার সেবক আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারে
রাম বিনা কেহ বিভা করিতে না পারে।
এতেক বলিয়া ব্রহ্মা করিল পয়ান
ডাক দিয়া আনেন শিব বীর ভৃগুরাম।
আমার ধনুক লৈয়া করহ পয়ান
জনকের বাড়িতে রাখ মোর ধনুকখান।
ধনুক ভাঙ্গিয়া যে বা জন দিতে পারে
প্রতিজ্ঞা করিয়া সীতা দান দেহ তারে।

এ তিন ভুবনে ইহা তোলে কোন জন
অভেমাত্র তুলিবেন প্রভু নারায়ন ।
পাইয়া শিবের আজ্ঞা বীর ভৃগুরাম
সেই ধনুক হাতে লৈয়া করিল পয়ান ।
মাতায় জটার ভার পৃষ্ঠে দুই তুণ
কুঠারি ধনুক হাতে রক্তলোচন ।
বৃহ্মারে দেখিয়া যেন ওঠে দেবগন
ভৃগুরে দেখিয়া ওঠে যত ঋষিগন ।
প্রনাম করিয়া তারে দিলেন আসন
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তারে করেন পূজন ।
ভৃগুরামে দেখি সব মুনির তরাস
আদি কাণ্ড রচিল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাস ।

জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন জনক তপোধিন
কোন কার্য্যে মহাশয় তোমার গমন ।
ভৃগু বলে কন্যা তোমার লোকমুখে শুনি
সেই কন্যা দান কর বিভা করি আমি ।

জনক বলে হৈল মোর ভাগ্য এত দিনে
কন্যা বিভা করিবে মোর তুমি মহাজনে।
শিশু কন্যা আছে যে এখন মোর ঘরে
কন্যাকাল হৈলে বিভা করাব তোমারে।
ভৃগু বলে তপস্যায় করিব গমন
আমা বিনা বিভা যেন না করে কোন জন।
এতেক বলিয়া যদি ভৃগুরাম যান
ভৃগুর চরন ধরি জনক সুধান।
তোমার দেখা আরবার পাব কত কালে
তুমি না আইলে বিভা দিব কার তরে।
ভৃগু বলে থুইয়া যাই হাতের ধনুক
ধনুক ভাঙ্গিবে মোর নাহি হবে দুঃখ।
ধনুক তুলিয়া যেবা গুন দিতে পারে
মোর দায় নাই সীতা বিভা দিবা তারে।
এত বলি ধনুক থুইল সেই স্থলে
পড়িয়া রহিল ধনুক জনকের দ্বারে।
হরের ধনুক সেই অপূর্ব্ব নির্ম্মান
সাত্তর যোজন ওভে ধনুক প্রমান।

দশ যোজন ধনুকখান আছে পরিসর
প্রতিজ্ঞা করেন জনক সভার ভিতর।
এই ধনুকে যে বা গুন দিতে পারে
সীতা নাম্না কন্যা আমার সেই বিভা করে।
যতন করিয়া কৈল ধনুকের ঘর
আশি যোজন ঘর দীর্ঘেতে দীর্ঘল।
একাদশ যোজন দ্বার আছে পরিসর
ধনুক পড়িয়া রহে ভূমির ভিতর।
ধনুকের কথা সেই গেল দেশে২
আদি কাণ্ড রচিল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাসে।

ধনুকের কথা যদি গেল দেশে২
সীতা বিভা করিতে অনেক রাজা আইসে।
পৃথিবীতে আছে যত রাজা মহাবল
বিভা করিতে আইসে জনকের ঘর।
আসিয়া সকল রাজা অহঙ্কার করে
সভাকে পাঠাইয়া দেন ধনুকের ঘরে।

জনক বলে যে বা জন ভাঙ্গিবে ধনুক
তারে কন্যা দান দিব পরম কৌতুক।
ধনুক তুলিতে যত রাজপুত্র যায়
দেখিতে মিথিলার লোক পশ্চাৎ গোঁড়ায়।
ঘরের দ্বারেতে গিয়া উকি দিয়া চায়
তুলিবার কার্য্য থাকুক দেখিয়া পলায়।
কত রাজপুত্র যায় উন্মত্ত হইয়া
ধনুক তুলিতে যায় কাপড় কাছটিয়া।
পুনশ্চকতি গিয়া টানাটানি করে
তুলিবার কার্য্য থাকুক নাড়িতে না পারে।
সুমেরু পর্ব্বত যেন ধনুকখান ভারি
আটক গুণের কাষ নাড়িতে না পারি।
লজ্জা পাইয়া রাজা সব পলাইয়া যায়
হাত তালি দিয়া সব বালক গোঁড়ায়।
পলাইয়া যায় সব আপনার দেশে
বিভা করিতে পথে আর রাজা আইসে।
পথের মধ্যেতে দেখা হইল তাহার সনে
ধনুকের পরাক্রম তার মুখে শুনে।

দেখিবার কায থাকুক শুনিয়া ডরায়
শুনিয়া২ পথে অমনি পলায়।
একে২ কহিতে নাম পুথি হয় বিস্তর
তিন কোটি রাজা গেল মিথিলা নগর।
ধনুক তুলিতে নারিল কোন জন।
লঙ্কায় থাকিয়া শুনে লঙ্কার রাবন।
প্রহস্ত অকম্পন মারীচ মহোদর
চারি পুত্র লইয়া রথে চড়ে লঙ্কেশ্বর।
সমুদ্র পার হৈয়া আইল মিথিলা ভুবন
জনক শুনিল দশাননের গমন।
জনক বলেন শুন ওহে পাত্র মিত্রগন
রাবন আইল আজি হইবে কেমন।
ইচ্ছা সুখে বিভা যদি না দিব রাবনে
কাড়িয়া লইলে সীতা রাখে কোন জনে।
চলিল জনক যদি রাবন আনিতে
দেখিয়া রাবন রাজা লাগিল হাসিতে।
প্রহস্ত রাবন রাজায় বলে ডাক দিয়ে
এই দেখ লৈতে আইল অনুঘে বর্জিয়ে।

জনক দেখিয়া রাবণ ভূমিতলে গুলি
বাহু পসারিয়া দোঁহে করে কোলাকুলি।
বাড়িতে বসাইল লৈয়া দিব্য সিংহাসনে
কর্পূর তাম্বূল দিল মাল্য চন্দনে।
জনক বলে হৈল মোর ভাগ্য জীবন
কোন কার্য্যে মহাশয় তোমার গমন।
রাবণ বলে কন্যা তোমার লোকমুখে শুনি
সেই কন্যা দান কর বিভা করি আমি।
জনক বলে ভাগ্য মোর হৈল এত দিনে
তোমা বিনা পাত্র আর আছে কোন জনে।
কোথা হৈতে ধনুকখান রাখিল ভৃগুরাম
হেন বীর নাহি যে ধনুকে দেয় টান।
তুলিয়া ধনুকখান ভাঙ্গি গিয়া তুমি
ধনুকের ঘরে সীতা বিভা দিব আমি।
শুনিয়াত দশমুখে হাসিল রাবণ
আমার সাক্ষাতে বল ধনুকবিক্রয়।

কৈলাশ তুলিয়াছি আমি পর্ব্বত মন্দার
তাহাকে জিনিয়ে কি ধনুকে হবে ভার।
আগে সীতা আনিয়ে আমারে কর দান
যাবার কালে ভাঙ্গিয়া যাইব ধনুকখান।
জনক বলে আগে কর প্রতিজ্ঞা পূরণ
ধনুক ভাঙ্গি আগে দেখুক সর্ব্ব জন।
প্রহস্ত বলেন শুন রাজা দশানন
যার যে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না কর কখন।
ধনুক ভাঙ্গিলে সীতা যদি নাহি দিবে
ইচ্ছা সুখে নাহি দেয় বলে কাড়ি লবে।
রাবন বলে মামা তোমার কথা রাখি
ধনুক ভাঙ্গিলে বিভা দিবে তুমি হও সাক্ষী।
অহঙ্কার করিয়া চলিল লঙ্কেশ্বর
দেখাতে চলিল জনক ধনুকের ঘর।
শুনিয়া ধাইল সব মিথিলা নগর
সভে বলে সীতা দেবীর আজি হৈল বর।
যুবা বৃদ্ধ বালক এক নাহি রহে ঘরে
কৌতুক দেখিতে গেল ধনুকের ঘরে।

আশি যোজন ঘর দেখিতে দীর্ঘল
একাদশ যোজন ঘর আছে পরিশর।
ধনুক পড়িয়া আছে তাহার ভিতরে
আস্সিয়ে রাবন রাজা দাণ্ডাইল দ্বারে।
দ্বারেতে দাঁড়ায়ে রাবন উকি দিয়া চায়
দেখিয়ে রাবন রাজা অন্তরে ডরায়।
মনেং রাবন রাজা করে ভারিভুরি
যে দেখি ধনুকখান পারি বা না পারি।
অন্তরে ডরাইল রাবন মুখেতে তর্জ্জন
ধনুক তুলিতে যায় রাজা দশানন।
আঁটিয়া কাপড় বীর বান্ধিল কাঁকালে
কুড়ি হাতে রাবন গিয়া ধনুকখান ধরে।
আকড়ি করিয়া রাজা ধনুকখান টানে
তুলিতে না পারে রাবন চায় চারি পানে।
হাত নাকে দিয়া রাবন চারি পানে চায়
কি হইবে মামা ধনুক তোলা নাহি যায়।
প্রহস্ত বলেন ভাগিনা রাজা লঙ্কেশ্বর
লজ্জা করিলে মিয়া মিথিলা নগর।

চিন্তা না করিও তুমি না করিহ ডর
যাহিয়ে বল করি দেখ বীর আরবার।
আরবার ধনুক রাজা টানাটানি পাড়ে
প্রাণপণ শকতি টানে নাড়িতে না পারে।
রাবন বলে মামা আর টানিতে না পারি
প্রাণ যায় মামা তবু তুলিবারে নারি।
কৈলাশ তুলিনু মামা পর্ব্বত মন্দার
তাহাকে জিনিয়া মামা ধনুকের ভার।
এই যুক্তি মামা আমি তোমার ঠাঁই মাগি
সভাই তুলিয়া আইস ধনুকখান ভাঙ্গি।
প্রহস্ত বলেন বাপু শুন দশানন
তবেত সীতার বর হবে কোন জন।
পার বা না পার বাপু এই বার টান
নহেত পলায়ে চল লইয়ে পরান।
রাবন বলে শুন মামা মোর বানী
তুলিতে না পারি শীঘ্র রথ যোগাও তুমি।
ঈষত হাসিয়ে প্রহস্ত বীর বলে
রথ লয়ে আমি এই রহিলাম দ্বারে।

আরবার রাবণ রাজা ধনুকখান টানে
তুলিতে না পারে চায় পুহস্তের পানে।
কাঁকালে হাত দিয়া তখন আকাশ নিরীক্ষে
রাবণ বলে পাছে আসি ইন্দ্র বেটা দেখে।
বুঝিয়ে পুহস্ত রথ দিল যোগাইয়া
লাফ দিয়া রথে উঠে ধনুক এড়িয়া।
পলাইয়া চলল লঙ্কার অধিকারী
সকল জাওয়াল ধায় দেয়ত টিটকারী।
লঙ্কায় পলাইয়া গেল লঙ্কার রাবণ
আকাশে থাকিয়া দেখে যত দেবগণ।
নারায়নের লক্ষ্মী লইবে কোন জন
সবে মাত্র ধনুক তুলিবে নারায়ন।
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের কি কহিব শিক্ষা
আদ্য কাণ্ড গাইল সীতার হৈল রক্ষা।

এক দিন দশরথ পুন্য তিথি পাইয়া
গঙ্গাস্নানে চলে রাজা চারি পুত্র লইয়া।

অমাবস্যায় হবে সূর্য্যের গ্রহণ
রায়ের কল্যাণে দান করিব সুবর্ণ ।
হস্তী ঘোড়া রাজার চলে শতেশতে
চারি পুত্র লইয়া রাজা চাপে গিয়া রথে ॥
চলিল কটক সব নাহি দিশপাশ
কটকের শব্দেতে যে পূরিল আকাশ ॥
চলেছেন দশরথ চড়ি দিব্য রথে
নারদ মুনির সঙ্গে দেখা হৈল পথে ।
মুনি বলে কোথা রাজা করেছ পয়ান
রাজা বলে আমি যে যাইব গঙ্গাস্নান ।
নারদ বলে দশরথ তুমিত অজ্ঞান
রামমুখ তোমার যেন কোটি গঙ্গাস্নান ।
পতিত পাবনী গঙ্গা পৃথিবীমণ্ডলে
সেই গঙ্গা জন্মিলেন রাম পদতলে ।
সেই দান সেই পুন্য সেই গঙ্গাস্নান
পুত্রভাবে দেখ তুমি প্রভু ভগবান ।
এত যদি তখন রাজা মুনির মুখে শুনি
রাজা বলে চল ঘরে রাম গুনমণি ।

বাপের বচন শুনি বলে রঘুনাথে.
অনেক পাপেও বাপা হয় ধর্ম্মপথে।
গঙ্গার মহিমা আমি কি বলিতে জানি
নারদের বাক্য বাপা না শুনিহ তুমি।
এত যদি বলিল ঠাকুর রঘুনাথ
আরবার চলিলেন রাজা দশরথ।
চলিছে রাজার সেনা আনন্দিত হইয়া
গুহক চণ্ডাল আছে পথ আগুলিয়া।
তিন কোটি চণ্ডালেতে গুহক আগুলি
দশরথের সঙ্গেতে বাজিল হুড়াহুড়ি।
গুহক চণ্ডাল বলে শুন দশরথ
আমার ভাঙ্গিয়া দেশ গঙ্গাস্নানের পথ।
বারেবারে যাহ তুমি এই পথ দিয়া
হস্তী ঘোড়াতে রাজা যাহত ভাঙ্গিয়া।
গঙ্গাস্নান করিতে তোমার থাকে মন
আর পথ দিয়ে রাজা করহ গমন।
যদি ইচ্ছা থাকে যাইতে এই পথে
দেখাহ তোমার আগে পুত্র রঘুনাথে।

এতেক বলিয়া তাকে গুহক চণ্ডাল
রথের ভিতর নিয়া রামকে লুকাইল।
ধনুক বাণ হাতে নিল রাজা দশরথে
রথের দ্বারেতে রাজা লাগিল ভাবিতে।
চণ্ডাল মারিয়া যদি করে যাই যশ
নীচ জনে জিনিলে হইবে কিসের পৌরুষ।
যদি পরাজয় মানি চণ্ডালের বাণে
অপযশ ঘুষিবেক এ তিন ভুবনে।
ভাবিয়া চিন্তিয়া রাজা করে অনুমান
চণ্ডালের সনে বড় বাজিল সংগ্রাম।
দুই জনে বাণবৃষ্টি করে ঝাঁকে২
দুই জনার বাণেতে দোঁহার প্রাণ কাঁপে।
এই মত বাণবৃষ্টি হইল বিস্তর
দুই জনের যুদ্ধ হইল এক প্রহর।
দশরথ রাজা এড়ে পশুপতসন্ধি
হাতে গলায় গুহরে করিলেক বন্ধি।
গুহারে বান্ধিয়া রাজা তুলিলেক রথে
বন্ধান পড়িয়া গুহা লাগিল ভাবিতে।

যাঁহার লাগিয়া আমি আইলিনু পথে
নারায়নে না পাইনু আমি যে দেখিতে।
এতেক ভাবিয়া গুহা করে অনুমান
পায়েতে ধনুক টানে পায়ে এড়ে বান।
ভরত কহিল গিয়ারায়ের গোচরে
এমন অপূর্ব্ব শিক্ষা ন্যহিক সংসারে।
পায়েতে ধনূক টানে পায়ে এড়ে বান
দেখিতে কৌতুক সেই শুনিয়া গেল রায়।
যেইমাত্র গুহক দেখিল রঘুনাথে
দণ্ডবৎ হইয়া গুহা থাকে যোড়হাতে।
রায় বলেন পায়ে ধনুক টানহ কেমন
গুহ বলে শুন তোমায় কহিব কারন।
পূর্ব্ব জন্মের কথা শুন নারায়ন
যে পাপে হইয়াছে মোর চণ্ডালজনম।
অপুত্রক যদা তোমার বাপ দশরথে
অন্ধ মুনির পুত্রে মারিলে বনেতে।
ব্রহ্মহত্যা করি আইল মোর তপোবনে
লোটায়ে ধরিল রাজা আমার চরনে।

বশিষ্ঠের পুত্র আমি বামদেব নাম।
তিনবার রাজারে বলানু রামনাম।
শুনিয়ে বশিষ্ঠের ক্রোধ হইল বিশাল
যাহ বামদেব পুত্র হওগা চণ্ডাল।
এক রামনামে কোটি ব্রহ্মহত্যা হরে
তিনবার রামনাম বলালি রাজারে।
লোটাইয়ে ধরিলাম বাপের চরণে
চণ্ডাল হইব মুক্ত কাহার দর্শনে।
মুনি বলে সেই রাম পাবে দরশন
তবেত হইবে মুক্ত চণ্ডাল জনম।
সেই তুমি জন্মিয়াছ দশরথের ঘরে
চরণ পরশ করি মুক্ত কর মোরে।
অনাথের নাথ তুমি ভক্তবৎসল
কেবল করুনাময় দয়ার সাগর।
চণ্ডাল বলিয়ে যদি ঘৃনা কর মন
তবে কেন ধর নাম পতিতপাবন।
এতেক বলিয়ে গুহ লাগিল কাঁদিতে
গুহের ক্রন্দনেতে কাঁদেন রঘুনাথে।

াপের সাক্ষাতে দাণ্ডাইল রঘুমনি
তামার ঠাঞি চণ্ডাল মাগিয়ে লই আমি।
াজা বলে প্রান চাহ প্রান দিতে পারি
ণ্ডাল তোমাকে দিলাম ঠাকুর শ্রীহরি।
াইয়া বাপের আজ্ঞা রাম নারায়ন
াপনি ঘসাইল রাম গুহার বন্ধন।
াম বলেন অগ্নি জ্বাল প্রানের লক্ষ্মণে
িত্র করিব আমি চণ্ডালের সনে।
াক্ষ ধরিয়ানে লক্ষ্মন জ্বালিল আগিনি
িত্র বলি কোলেতে করিল রঘুমনি।
িই তুমি সেই আমি বলে রঘুনাথে
ুহ বলে নিজ দাম নারিব ঘুচাতে।
ুবনের মধ্যে রামের হইল ঠাকুরালি
িত্রে করিল রাম চণ্ডালে মিতালি।
িদায় করিয়ে রামে গুহ গেল ঘরে
ু লয়ে দশরথ গেল গঙ্গাতীরে।
মাবস্যা তিথিতে হৈল সূর্য্যাগ্রহন
ান করি রাজা দান করিল সুবর্ন।

গোদান শিলাদান কৈল শতশত
রজত কাঞ্চন তার নাম লব কত।
দান ধর্ম্ম করিতে বেলা হৈল অবশেষ
সন্ধ্যাকালে গেল রাজা ভদ্বাজের দেশ।
বশিয়ে আছেন মুনি আপনার ঘরে
চারি পুত্র লৈয়া রাজা মুনিরে নমস্করে।
যোড়হাতে বলে মুনি রাজার গোচর
রাম লক্ষ্মণ চারি পুত্র দেখ মুনিবর
আশিস করহ পুত্রে বলিল বচন
বড় ভাগ্য দেখিল আজি তোমার চরণ।
দেখিয়ে রামের রূপ ভরদ্বাজ মুনি
বৈকুণ্ঠ হইতে বিষ্ণু আইলা আপনি।
মুনি বলে রাজা তোমার সফল জনম
পুত্রভাবে দেখ রাজা দেব নারায়ন।
হেন কালে ভরদ্বাজ দেখে চমৎকার
দূর্ব্বাদলশ্যাম তনু পরম আকার।
রামরূপ দেখি মনেতে বিস্ময় করি
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চতুর্ভুজ ধারী।

ব্রহ্মা আদি করিয়ে যতেক দেবগন
রামের শরীরে দেখে এ তিন ভুবন।
মিষ্টান্ন জলে সভার করাইল ভোজন
সুখেতে রহিল সভে মুনির তপোবন।
রাম লক্ষ্মন লৈয়া মুনি গেল অন্তঃপুরে
শয়ন করিল মুনি রাম লৈয়া কোলে।
যখন হইল রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে
ধনুক বান থুইল ইন্দ্র রামের শিয়রে।
স্বপ্ন কথা কহিলেন মুনিরাজের তরে
অক্ষয় ধনুক তুন দেহ শ্রীরামেরে।
এত বলি দেবরাজ করিল পয়ান
প্রভাতে শিয়রে রাম দেখে গাণ্ডি বান।
বলিতে লাগিল ভরদ্বাজ তপোধিন
তোমারে ধনুক বান দিল দেবগন।
স্বপ্নেতে ধনুক বান পায় যেই জন
সেই সে জানিহ প্রভু দেব নারায়ন।

মুনির চরণে রাম করিল প্রণাম
ধনুক লইয়া আইল বাপের বিদ্যমান।
শুনি দশরথ রাজা মনেতে হরিষ
চারি পুত্র লইয়া রাজা আইল নিজ দেশ।
মায়ের ঘরে গিয়া রাম করিল ভোজন
আদি কাণ্ড গাইল রামের গঙ্গাস্নান।

এই রূপে দশরথ চারি পুত্র লইয়া
রাজ্য করেন রাজা স্বাধীন হইয়া।
হেথা মিথিলায় যজ্ঞ করে মুনিগণ
যজ্ঞ পূর্ণ নাহি হয় রাক্ষসকারণ।
যজ্ঞ আরম্ভ যেই করে মুনিবর
রক্তবৃষ্টি করেত মারীচ নিশাচর।
যজ্ঞ হীন হইল যে মিথিলা ভুবন
যুক্তি করেন জনক লইয়া মুনিগণ।
বলিতে লাগিল তবে বিশ্বামিত্র মুনি
অযোধ্যায় রামচন্দ্র আনি গিয়া আমি।

দশরথের পুত্র রাম সর্ব্ব লোকে ঘোষে
পৃথিবীতে আইল বিষ্ণু মারিতে রাক্ষসে।
বলিতে লাগিল তবে জনক মহাশয়
তোমা হৈতে মোর যজ্ঞ তবে রক্ষা হয়।
সভাকার তরে মুনি করিল আশ্বাস
বিশ্বামিত্র মুনি আইল অযোধ্যার দেশ।
আসন করিয়া মুনি বসিল যে দ্বারে
দ্বারি যে কহিল গিয়া দশরথের তরে।
যেইমাত্র শুনে রাজা বিশ্বামিত্রের কথা
চিন্তিত হইল রাজা হেট কৈল মাতা।
বিশ্বামিত্র মুনি সেই বড়ই বিষম
প্রমাদ পড়িল আজি না যায় খণ্ডন।
সূর্য্যবংশেতে ছিল হরিশ্চন্দ্র রাজা
স্ত্রী পুত্র বেচিয়া তারে বড় দিল সাজা।
আসিয়া পড়িল রাজা মুনির চরণে
কোন কার্য্যে মহাশয় তোমার গমনে।
তোমার আগমনে মোর পবিত্র আশ্রম
আজ্ঞা কর কোন কার্য্য করিব এক্ষণ।

বিশ্বামিত্র বলে শুন রাজা দশরথ
লইয়ে যাইব তোমার পুত্র রঘুনাথ।
যজ্ঞ করিতে মুনি করিলেক আস
রাক্ষস আসিয়া যজ্ঞ করেত বিনাশ।
মুনির পরিত্রান হয় কহিনু তোমারে
শ্রীরাম লক্ষ্মণ দেহ যজ্ঞ রাখিবারে।
যেইমাত্র বিশ্বামিত্র কহিল এই কথা
দশরথ বলে মুনি খেলে মোর মাতা।
পুত্রশোকে মৃত্যু মোর লিখন কপালে
কখন মরিব আমি রাম লৈয়া কোলে।
অন্ধকের শাপ মনে করে ধুকং
কখন মরিব আমি দেখে চাঁদ মুখ।
প্রান চাহ যদি মুনি প্রান দিতে পারি
এক দণ্ড রামচন্দ্র না দেখিলে মরি।
যে দুঃখে রাম পাইয়াছি শুন তপোধন
আদি কাণ্ড গাইল কীর্ত্তিবাস বিচক্ষন।

রাজা বলে রামচন্দ্র না দিব তোমাকে
এক দণ্ড না দেখিলে বুক মোর বিদরে।
রাত্রিতে শয্যায় শুইয়া রামকে করিয়া হিয়ায়
ঘুমে থুইতে নাহিক প্রতীত
স্বপ্নে যদি না দেখি রাম প্রাণ করে আনচান
চমকিয়া চাহি চারি ভিত।
যেমতে পাইয়াছি রাম কহিব তোমার স্থান
মৃগয়া করিতে গেলাম বনে
সিন্ধু নামে মুনিবরে সরোবরে জল ভরে
তারে মারি শব্দভেদী বানে।
মৃত মুনি কোলে করি গেলাম অন্ধকের পুরী
দেখি মুনি বৃদ্ধার সমান
পুত্র পুত্র ডাক ছাড়ে মরা পুত্র দিলাম তারে
পুত্রশোকে ছাড়িল পরাণ।
অপুত্রক আছিলাম মনের দুঃখেতে গেলাম
সিন্ধু মুনির বধিলাম জীবন

অন্ধ মুনি শাপ দিল তেকারনে পুত্র পাইল
তেঁই সে দেখিলাম শ্রীরাম।
রাজা বলে মুনিরাজ মোর পুরে কিবা কায
বল গোসাঞি আইলা কিকারন
যত ঋষি যজ্ঞ করি রাক্ষস রাখিতে নারি
লৈয়া যাব শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
রাজার বচন শুনি কুপিলেন মহামুনি
ঝাঁট দেহ তোমার কুমার;
আপন চিন্তহ ভালে রামকে দেহ সকলে
নহে বংশ নাশিব তোমার।

রাজা বলে শুন মুনি করি নিবেদন
ধনুর্ব্বাণ নাহি জানে কি করিবে রণ।
পঞ্চ বৎসরের মোর পুত্র চারি গুটি
মাতার কুল নাহি ছাড়ে আছে পঞ্চ ঝুঁটি।
হস্তী ঘোড়া কটকাদি পূর্ণ যে সাজন
রাক্ষসের গিয়াত করহ নিবারণ।

শুনিয়া কুপিল বিশ্বামিত্র তপোধন
কটকের মাইতে এত কোথা পাব ধন।
একা রাম গেলে হয় কার্য্যের সাধন
সূর্য্যবংশে ছিল হরিশ্চন্দ্র যে রাজন।
পৃথিবী সহিত মোরে দিয়াছিল দান
পৃথিবীতে কেহ নাহি তাহার সমান।
পৃথিবী লইয়া তবু মনে নাহি ক্ষমা
স্ত্রী পুত্র আপন বেচি দিলেন দক্ষিণা।
রাম নাহি দিবে যদি কর উপহাস
সূর্য্যবংশ আজি আমি করিব বিনাশ।
চিন্তিত হইয়া রাজা ভাবে মনেমন
রাম এড়ি আছিলেন ভরত শত্রুঘ্ন।
আনিয়া দিলেন দোঁহা মুনির সাক্ষাতে
রাজা বলে যাহ এই মুনির সংহিতে।
রাজা ভাণ্ডাইল তাহা মুনি নাহি জানে
মুনি বলে পাইনু এই শ্রীরাম লক্ষ্মণে।
আগে আগে মুনি যান পাছে দুই জন
শরযু গঙ্গার তীরে দিল দরশন।

মুনি বলেন শুন ওহে ভাই দুই জন
আমার দেশ যাইতে ওহে দুটি আছে পন ॥
এই পথে গেলে একদিনে যাই ঘরে
এই পথে গেলে যাই তৃতীয় প্রহরে।
তৃতীয় প্রহর পথেরশুন নহ কাহিনী
মধ্যে এক রাক্ষসী আছে তাড়কা নামিনী।
তাড়িয়া ধরিয়া খায় যত মুনিগণ
কোন পথে যাইতে তোমার লাগে মন।
বলিতে লাগিল ভরত শাস্ত্রের বিধানে
দুষ্ট ঘাটাইয়া পথে কোন প্রয়োজনে।
এ কথা শুনিয়া মুনি ভাবে মনেমন
রাক্ষস মারিতে লইয়া যাই ভাল জন।
এক রাক্ষসের নামেতে এতেক হৈল ডর
কেমতে মারিবে তিন কোটি নিশাচর।
মুনিরে ভাণ্ডাতে নারে মুনি সব জানে
রাম নহে দিয়াছে ভরত শত্রুঘনে।
আমার সহিতে বেটা করে ওপহাস
অযোধ্যা সহিত আজি করিব বিনাশ।

কুপিয়া ফিরিল পুনঃ বিশ্বামিত্র ঋষি
চক্ষু হইতে অগ্নি বাহিরায় রাশিরাশি।
সেই অগ্নি লাগে গিয়া অযোধ্যানগর
পুড়িয়া চলিল অগ্নি সব লোকের ঘর।
কাঁদিয়া চলিল প্রজা রামের গোচরে
বিশ্বামিত্র মুনি আসি সর্ব্বনাশ করে।
তোমারে লুকায়েরাজা দিল ভরতেরে
তেকারনে পোড়ায় মুনি অযোধ্যা নগরে।
প্রজার কন্দনা শুনি রামের তরাস
ধাইয়ে আইল রায় বিশ্বমিত্রের পাশ।
মুনির চরণ ধরি বলে রঘুমনি
প্রজা লোকের রক্ষা তুমি করহ, আপনি।
যেই অপরাধ কৈলে সেইসে অপরাধী
একের অপরাধেতে অনেক কেন বধি।
মুনি হৈয়ে যই জন রাগে দয়মন
পূর্ব্বধর্ম্ম নষ্ট তার হয় ততক্ষন।
পুত্র পাঠাইতে পিতা হয়ত কাতর
যজ্ঞ রক্ষা করি গিয়ে মিথিলা নগর।

হাসিলেন মুনিরাজ রামের বচনে
অযোধ্যার পানে চান অমৃত নয়নে।
সকল করিতে পারে তপের কারনে
যেমন অযোধ্যা পুরী হইল তেমনে।
মুনির চরিত্র দেখি রামের তরাস
আদ্য কাণ্ড গাইল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাস।

মাতায় পঞ্চ ঝুঁটি রাম নারায়ন রূপ
মোহিত হইল মুনি দেখি রামরূপ
পুর্ন্নিমার চন্দ্র যেন উদয় আকাশে
মুনি বলে রামচন্দ্র চল মোর দেশে।
জানিলেন মহারাজ রামের গমন
রাম লক্ষ্মন মুনিরে করিল সমর্পন।
বলিতে লাগিল মুনি রাজার সাক্ষাতে
রামের লাগিয়া চিন্তা না করিহ চিত্তে।
তুমি নাহি জানিহ রামের যত গুনে
রাক্ষস বধের হেতু জন্মিল ভগবান।

রাম লক্ষ্মণ লইয়া আমি দেশে যাই
তিন দিন বই আমি দিব তোমার ঠাঁই।
এই কথা কহি মুনি রাজাকে বুঝান
মুনি বলে যাত্রা কর শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
রাম বলেন খানিক দাণ্ডাই মুনি তুমি
মায়েরে বিদায় হৈয়া আসি গিয়া আমি।
মায়ে না কহিয়া যাব মিথিলা নগর
অন্ন পানি ছাড়িয়া কান্দিবেন নিরন্তর।
ওত্তরিলেন গিয়া রাম মায়ের মন্দিরে
প্রনাম করিয়া রাম বলেন মায়েরে।
আমারে লইতে আইল বিশ্বামিত্র মুনি
মিথিলায় মুনিযজ্ঞ রাখিতে যাই আমি।
শুভ ভাবে আমারে করহ আশীর্ব্বাদে
যুদ্ধে জয় করি যেন তোমার প্রসাদে।
প্রথম যুদ্ধেতে যাত্রা করিয়াছি আমি
আমার লাগিয়া শোক না করিহ তুমি।
এ কথা শুনিয়া কান্দেন কৌশল্যা যে রানী
ধারার শ্রাবন দুই চক্ষে পড়ে পানি।

তুলিয়াত শ্রীরামেরে লইল কোলেতে
মুখখানি মলীন হৈল চুম্ব দিতে দিতে ॥
প্রবোধ হইল রানী রামের বচনে
নেত্রের জল নেত্রেতে করিল নিবারনে ॥
মায়ের পদধুলি রাম বন্দিলেন মাতে
যাত্রা করিলেন রাম ধনুক শর হাতে ।
রাম লক্ষ্মন লৈয়া যায় বিশ্বামিত্র মুনি
ঘনং চান রাজা চক্ষে পড়ে পানি ॥
কথ দুর গিয়া রাম হৈল অদর্শন
ভুমিতে পড়িয়া রাজা করেন ক্রন্দন ।
রাজাকে প্রবোধ করে যত পাত্রগন
দেবেসে সকল জানে কপালের লিখন ।
রাম দেখি মুনির আনন্দিত হৈল মন
রামচন্দ্রের বিভা হবে দৈবের ঘটন ।
আগে মুনিবর যান পাছে দুই জন
বৃহস্পতির পশ্চাতে যেন অশ্বিনীনন্দন ।
কাঁদিতেং সব গেল নিজ বাসে
রাম লৈয়া বিশ্বামিত্র বনেতে প্রবেশে ॥

আগে মুনি যান পিছে রাম গুনমনি
রৌদ্রে মলীন হইল রামের মুখখানি।
রাম দেখি বিশ্বামিত্র লাগিল ভাবিতে
দুঃখের সমুদ্র লইয়া জন্মিল রঘুনাথে।
চারি দণ্ডের দুঃখেতে এত হইল কাতর
কেমতে বেড়াবেন বনে চৌদ্দ বৎসর।
এতেক চিন্তিয়া সেই বিশ্বামিত্র মুনি
রামের তরে এক মন্ত্র দিক্ষা দিব আমি।
বিশ্বামিত্র বলে শুন রাম গুনমনি
শরযূ নদীতে গিয়া স্নান কর তুমি।
যত রাজা তোমার এই সূর্য্যবংশে
এই স্থানে প্রান ছাড়ি গেল স্বর্গবাসে।
এই পুন্য তীর্থে রাম স্নান কর তুমি
তোমারেত মন্ত্র দিক্ষা করাইব আমি।
শোক দুঃখ কখন না পাইবে অন্তরে
ক্ষুধা তৃষ্ণা না হইবে সহস্র বৎসরে।

স্নান করি মন্ত্র কহিল রায়ের কানে
রায়েরে কহিতে মন্ত্র শিক্ষিল লক্ষ্মনে।
সেই দৃঢ় করি শীঘ্র শিক্ষিল লক্ষ্মন
দেখি আনন্দিত হৈল যত দেবগান।
চৌদ্দ বৎসর অনাহারে থাকিবে লক্ষ্মন
এত কালে হৈবে ইন্দ্রজিতের মরন।
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্বের শিক্ষা
আদ্য কাণ্ড গাইল রায়ের মন্ত্রদিক্ষা।

গুরুর চরনে রাম করিল প্রনাম
রাম লৈয়া বিশ্বামিত্র করিল পয়ান।
তাড়কার বনে আসি দিল দরশন
পুনর্ব্বার মুনি বলে এই দুটি গান।
এই পথে যাই গিয়ে তৃতীয় প্রহরে
এই পথে তিন দিনে যাই মোর ঘরে।
তিন প্রহরের পথের শুনহ কথন
মধ্যেতে রাক্ষসী আছে তাড়কা যে নাম।

তাড়িয়া যে ধরে খায় যত জীবগান
কোন পথে যাইতে তোমার লয় মন।
গুরুর বচন শুনি রঘুনাথ বলে
তিন দিনের ফেরে তবেকেন যাবে ঘরে।
যদি সে রাক্ষসী পথে আইসে খাইতে
শত্রুর তরেতে দোষ নাহিক মারিতে।
বলিতে লাগিল বিশ্বামিত্র মুনিবর
ও পথের নামে মোর গায়ে আইসে জ্বর।
তোমার মন রাম আমি না পারি বুঝিতে
মোরে লৈয়া যাহ বুঝি রাক্ষসেরে দিতে।
যখন রাক্ষসী মোরে আসিবে তাড়িয়া
আমারে এড়িয়া দোঁহে যাবে পালাইয়া।
গুরুর বচনে হাসিলেন প্রভু রাম
বার্থ ধনুক ধরি আমি বার্থ রাম নাম।
এক বান বই যদি দ্বিতীয় বান করি
তোমার দোহাই যদি তিন বান মারি।
এতেক প্রতিজ্ঞা যদি কৈল রঘুনাথে
তখন চলিল মুনি তাড়কা দেখাতে।

আগে রাম পাছে লক্ষ্মন মধ্যে মুনিবর
দুরে হৈতে দেখাইলেন তাড়কার ঘর।
অঙ্গুলি বাড়াইয়া তার ঘর দেখাইয়া
পাইয়া ত্রাস মুনিরাজ যান পলাইয়া।
রাম বলেন মুনির সঙ্গে যাহত লক্ষ্মন
ব্যাঘ্র ভালুকে পাছে বধিয়ে জীবন।
লক্ষ্মন বলেন রাম যোড় করি হাত
সেবক সঙ্গেতে থাকুক প্রভু রঘুনাথ।
শুনিলে যে সব সেই বড়ই বিষম
একেলা কেমনে হে যুঝিবে নারায়ন।
রাম বলেন শুন ভাই ভয় নাহি মনে
কি করিতে পারে আমার রাক্ষসী পরানে।
সংসারের রাক্ষসী যত হয় এক মেলি
লঙ্ঘিতে না পারে আমার কনিষ্ঠ অঙ্গুলি।
মুনি লৈয়া গেল লক্ষ্মন গুহার ভিতর
তাড়কার পথেতে চলিল গদাধর।
বাম হাটু দিল রাম ধনুর্ম্মধ্যখানে
দক্ষিন হস্তেতে গুন দিল নারায়নে।

আঁচিয়াত পীত বস্ত্র বান্ধিলেন রাম
ধনুক হাতে দাঁড়াইল দূর্ব্বাদলশ্যাম।
গুন দিয়া দিল রাম ধনুকে টঙ্কার
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে লাগিল চমৎকার।
শুইয়া ছিল রাক্ষসী যে সুবর্ণের খাটে
ধনুক টঙ্কার শুনি চমকিয়া উঠে।
বসিয়া রাক্ষসী সেই এক দৃষ্টে চান
দেখিল যে রামরূপ দূর্ব্বাদলশ্যাম।
উঠিয়া চলিল সেই রামবিদ্যমান
ডাক দিয়া বলে তোমার লইব পরান।
মুনির চর্ম্ম তাহার যে গায়ের কাপড়
চলে যাইতে বস্ত্র তার করে হড়মড়।
ছোট মুনির মুণ্ড তার কর্ণের কুণ্ডল
মনুষ্যের মুণ্ড মালা গলার উপর।
বসিতে আসন নাই ভাবে মনেমনে
তোমার চর্ম্মেতে হবে বসিতে আসন।

তপস্যা করিয়া মুনির অস্থি চর্ম্ম সার
মাংস নাহিক তার সুদু খাই হাড়।
কেমন তোমার মাংস মিলাল বিধাতা
শুনিয়া হাসিল রাম তাড়কার কথা।
তাম্রবর্ণ দেখি তার গায়ের লোমাবলী
দন্ত গোটা দেখি যেন লোহার সিকলি।
হামুখ করিয়া আইসে খাইতে নরায়ন
তর্জ্জন গর্জ্জন করি বলিছে বচন।
মনুষ্য খাইয়া চেড়ি দেশ কৈলি বন
তোর ডরে পথে নাহি বহে ভাল জন।
রাম দেখিয়া রাক্ষসী যে আইল সত্বরে
চোখ২ বান এড়ে রাম গদাধরে।
রামকে দেখিয়া ক্রোধিত হইল থরেথরে
শালগাছ উপাড়িল দিয়া হুহুঙ্কারে।
শালগাছ উপাড়িয়া ঘন দিল পাক
দুর২ করিয়াত গাছ নিল ডাক।
তাহা দেখি রঘুনাথ এড়ে তিন বান
অস্ত্রাঘাতে গাছ কাটি কৈল তিন খান।

গাছ কাটা দেখিয়া কাঁপিয়া গেল মনে
সিংসপার গাছ ধরি ঘনং টানে।
সিংসপার গাছ তোলে রাম মারিবারে
মুখ গোটা ভেদিল রাম চোখং শরে।
আরম্ভ করি রঘুনাথ ধনুর্ব্বান যোড়ে
বৈষ্ণবী বানেতে তাকে মারে গদাধরে।
হামুখ করিয়া যায় রাম গিলিবারে
মুখ গোটা ভরিল যে চোখচোখ শরে
বানের ওপর বান বানের ঠনঠনি
আরম্ভ করিয়া মেঘে বরিষিছে পানি।
দেবগন ডাকিয়া বলিল নারায়নে
বজ্রবানে তাড়কার বধহ জীবনে।
বজ্রবান এড়েন রাম বজ্রের হুড়ুকে
নির্ঘাত বাজিল বান তাড়কার বুকে।
বুকে বান বাজিয়া হইল অচেতন
তাড়কা পড়িল নিয়া পঞ্চাশ যোজন।
বিপরিত ডাক ছাড়ি ছাড়িল পরান
বিশ্বমিত্র মুনি বরের হরিলেক জ্ঞান।

কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব অতিশয়
প্রথম যুদ্ধেতে হৈল প্রভু রামের জয়।

তাড়কা মারিয়া প্রভু রাম নারায়ণ
মুনির চরণ গিয়া করিল বন্দন।
চেতন পাইয়া বলে গাধির নন্দন
তাড়কা মারিলে বাছা রাম নারায়ণ।
রাম বলে গুরু গোসাঞি বলি তোমার তরে
তাড়কা মারিনু গোসাঞি প্রসাদ তোমারে।
মুনি বলেন শুন ওহে রাম নারায়ণ
তাড়কাকে দেখি গিয়া তাড়কা কেমন।
তাড়কা দেখিতে মুনি ততক্ষণে যায়
এক পা যায় আর দুই পা পাছু যায়।
তাড়কা দেখিয়া মুনি ভাবে মনেমনে
এমন কভু দেখি নাই বাপুর যে জনে।
তাড়কা মারিয়া যায় রাম নারায়ণ
পবনের অন্নাছুমি দিল দরশন।

মুনি বলে শুন বাপু রাম নারায়ণ
এই স্থানে হইল ওনপঞ্চাশ পবন।
পবনের জন্মভুমি পশ্চাৎ করিয়া
অহল্যার তপোবনে উত্তরিল গিয়া।
মুনি বলে শুন রাম কমললোচন
পাষান উপরে তুলি দেহত চরণ।
এ কথা শুনিয়া বলেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ
পাষানেতে পদ দিব কিসের কারণ।
মুনি বলে ব্রহ্মা সৃষ্টি সহস্র রমণী
সভাকার রূপ ব্রহ্মা করিল খানিখানি।
সভাকার রূপে সৃজিল অহল্যা ব্রাহ্মণী
তারে বিভা করিলেন গৌতম মহামুনি।
অহল্যাকে বিবাহ করিল তপোধন
গৌতমের স্থানে পড়ে সহস্রলোচন।
মুনি গিয়াছিলেন তপস্যা করিবারে
হেন কালে আইলেন দেব পুরন্দরে।
স্বামী বলিয়া আসন দিল তার তরে
আজিকে সকালে প্রভু কেন আইলা ঘরে।

ইন্দ্র বলে তোর রূপ পড়ি গেল মনে
তপস্যা এড়িয়া ঘরে করিনু গমনে।
তোমার যৌবন মোর পড়িল অন্তরে
শাম্য করহ প্রিয়া বলি তোমার তরে।
পতিব্রতা নাহি লঙ্ঘে পতির বচন
শয্যা করিয়া ঘরে করিল শয়ন।
গুরুপত্নী বলিয়া না করিল বিচার
গুরুপত্নী হরিলেন দেব পুরন্দর।
তপস্যা করিয়া মুনিরাজ আইল ঘরে
আসন জল মুনিরাজে দিল তার তরে।
মুনি বলে হে অহল্যা বলি তোর তরে
শৃঙ্গার লক্ষণ কেন দেখিয়ে শরীরে।
অহল্যা বলেন প্রভু বলি তোমার তরে
আপনি করিয়া কর্ম্ম দোষ দেহ মোরে।
এ কথা শুনিয়া মুনি হেট কৈল মুণ্ডে
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে মুনিরাজের মুণ্ডে।
ধ্যানেতে জানিলেন গৌতম মুনিবরে
জাতিনাশ কৈল মোর দেব পুরন্দরে।

দুঃ বলিয়া ডাকিল মুনিবর
ডি কাধে করিয়া আইল পুরন্দর।
নান্তরের ভোকে পুড়িছে অন্তরে
গুন জ্বালিল দেখি দেব পুরন্দরে।
ড়াইয়া শুনাইয়া করিনু চেতনা
জিয়া যে ভাল দিলে গুরুর দক্ষিনা।
ানি নষ্ট বেটা তুই দেব পুরন্দর
ানিময় হওক তোর সকল শরীর।
হল্যাক্কে শাপ যে দিতেছে মুনিবর
ান দিনু পাশান তোর হওক কলেবর।
রনে ধরিয়া মুনির করিছে ক্রন্দন
ত কালে হইবে মোর শাপ বিমোচন।
খন জন্মিবেন হরি দশরথের ঘরে
শ্বামিত্র লৈয়া যাবেন যজ্ঞ রাখিবারে।
যার মাতায় পাদ দিবে নারায়ন
খন মুক্ত হবে তুমি না কর ক্রন্দন।
কথা শুনিয়া বলে লক্ষ্মন গুনমনি
ম্মনে দিবেন পাদ ওনি যে ব্রাহ্মনী।

মুনি বলে শুন বাপু রাম মহাশয়
এখন পস্তর ও ব্রাহ্মণী যে নয়।
এ কথা শুনিয়া রাম কমললোচন
পাতরের উপরেতে দিল বাম চরণ।
শাপে মুক্ত হৈল তার স্বর্গেতে গমন
রথে চাপি আইল গৌতম তপোধন।
অহল্যাকে দেখিয়াত হরষিত মুনি
পুনর্ব্বার করিল যে পুষ্পের ছাওনি।
শুন সভে আরে ভাই হৈয়া এক মন
আদ্য কাণ্ড গাইল অহল্যার উপাখ্যান।

শ্রীরাম বলেন গোঁসাঞি করি নিবেদন
কেমনে পাইবে মুক্ত সহস্রলোচন।
মুনি বলেন শুন বাপু রাম গদাধরে
যোনিময় হৈল ইন্দ্র সকল শরীরে।
লজ্জাযুক্ত হইলত দেব পুরন্দরে
সকল দেবতা আসি অশ্বমেধ করে।

অশ্বমেধী করিলেন দেব পুরন্দরে
যোনি দুচাইয়া চক্ষু হইল শরীরে।
কথা বার্ত্তা কহিয়া যান শ্রীরাম লক্ষ্মণ
গঙ্গার কুলেতে গিয়া দিল দরশন।
পাশান মুক্ত হইল কৈবর্ত্ত তাহা শুনে
নৌকা লইয়া কৈবর্ত্ত পলাইল বনে।
কৈবর্ত্ত বলিয়া মুনি ডাকে ঘনেঘনে
না আইলে ভস্ম আমি করিব এক্ষণে।
এত শুনি কৈবর্ত্তের ওড়িল জীবন
আসিয়া মুনির কাছে দিল দরশন।
মুনি বলেন কৈবর্ত্ত যে বলি তোর তরে
তিন জনারে গঙ্গায় তুমি কর পারে।
কথা কহে কৈবর্ত্ত যে করিয়া বিকলি
গুলিল গঙ্গার জল এক কাঁকালি।
তবে মোরে আজ্ঞা যদি কর রামচন্দ্রে
তিন জনারে পার আমি করি দিব কান্ধে।

কোথা হৈতে আনিলে পুরুষ দুই জন
পায়ের পরশে মুক্ত হইল পাশান।
এ কথা শুনিয়া ভয় হইল অন্তরে
চরনের ধুলায় মুক্ত হইল পাতরে।
নৌকা মুক্ত হয় যদি লেগে পদধুলি
কি দিয়া পুষিব আমি সব নিজ পুরী।
ঘরের ঘরণী মারে গালাগালি দিয়া
সে বলিবে মুনির বোলে আইলি ফেলিয়া।
হট করিয়া প্রভু ধাইয়ে চাপে নায়
গঙ্গাজল দিয়া কৈবর্ত্ত চরণ ধোয়ায়।
রাম লক্ষ্মন আর বিশ্বামিত্র মুনি
খেয়ায় করিছে পার গঙ্গার যে পানি।
রাম বলেন শুন ওরে প্রানের লক্ষ্মন
বড়ই দারিদ্র কৈবর্ত্ত জানিনু এক্ষন।
সুধাই সুবর্নে তার নৌকাও ভরিল
শুভ দৃষ্টে প্রভু রাম কৈবর্ত্তে চাহিল।
গঙ্গাপার হৈল প্রভু শ্রীরাম লক্ষ্মন
মিথিলা কত দূরে আছে কহ তপোধন।

মুনি বলেন রাম বলি তোমার তরে
এখন মিথিলা আছে তিন ক্রোশান্তরে
পার হইয়া যান রাম সহিত লক্ষ্মণ
মুনির পত্নী আইল দেখিতে নারায়ণ।
দ্বাদশ বৎসরের রাম মাতায় পঞ্চ ঝুঁটি
হেন রাম মারিবেন রাক্ষস তিন কোটি।
কোন ভাগ্যবতী পুত্র ধরিয়াছে গর্ব্ভে
কত শত পুণ্য সে যে করিয়াছে পূর্ব্বে।
মুনি সব আইল রামের করিতে কল্যাণ
আশিস করেন সভে হাতে দূর্ব্বা ধান।
পূজিয়াত ঘরে লৈল রাম গদাধরে
যজ্ঞ অবশেষে মালা আনি দিল গলে।
সে দিন বঞ্চিল রাম কমললোচন
প্রাতঃকালেতে যুক্তি করে সর্ব্ব জন।
আমারে আনিলে গোসাঞি কোন কার্য্যের তরে
সেই কার্য্য কর মুনি বলি তোমার তরে।
মুনি সব বলেন রাম কমললোচন
এক্ষনি করিব যজ্ঞ সকল ব্রাহ্মণ।

যেই যজ্ঞ আমরা করিব আরম্ভন
রক্তবৃষ্টি করে তখন তাড়কানন্দন।
ক্রোধ না করিহ শুন সকল ব্রাহ্মণ
ক্রোধ করিলে হবেক ধর্ম্ম উলঙ্ঘন।
রাম বলেন গোসাঞি করি নিবেদন
এই সে বেলাতে কর যজ্ঞ আরম্ভন।
রামের কথা শুনিয়া সকল মুনিবরে
[illegible] কুশা লইয়াত গেল যজ্ঞস্থলে।
ব্যাঘ্রের চর্ম্মেতে বৈসে কেহ কুশাসনে
পূর্ব্ব মুখ হৈয়া সভে বসিল আসনে।
সকল মুনিতে মেলি তখন বেদ পড়ে
মন্ত্রের প্রতাপ হৈতে আপনি অগ্নি জ্বলে।
যজ্ঞের যতেক ধূমা উড়য়ে আকাশে
লঙ্কায় থাকিয়া তাহা দেখয়ে রাক্ষসে।
আমরা জিয়ন্তে থাকি মুনি যজ্ঞ করে
সাজিয়া চলরে তিন কোটি নিশাচরে।
তিন কোটি রাক্ষসে মারীচ নিশাচর
সাজিয়া আইল তারা যজ্ঞের ভিতর।

কুৎসিত বাক্য বলে গাছের তলে বসি
ফল মূল কাড়িয়া খায় ভাগেঁত কলসি
চোরেচোরে বলেন সকল মুনিগন
এই বেলা তোমার বটে কমললোচন ॥
বিশ্বম্ভরমূর্ত্তি তখন হৈল নারায়ন
হাতে ধনুক্কে যান মারিতে রাক্ষসগন ॥
হাতে ধনুক করি যান শ্রীরাম লক্ষ্মণ
গাছ পাতর মারে সব নিশাচরগন ॥
বিশ্বম্ভরমূর্ত্তি ধরি যুঝেন গদাধর
মুনির শুকান মাংস খাইল বিস্তর ।
অনেক ভাগ্যে পাইল দুটি রাজার কোঙর
বানেতে পড়িল এক কোটি নিশাচর ।
এক কোটি পড়িল যদি রনের ভিতরে
আর এক কোটি আইল হাতে ধনুঃশরে ॥
ছিরা বান ক্ষিরা বান অতিথর ধার
ইন্দ্রের অভীষ্ট বান মারিল গদাধর ॥

ঘুরুপা সুরুপা যত বান পশুপালে
রাক্ষস ওপরে পড়ে বলি মারমারে।
গলাতে নির্ম্মিত মনি মানিকের কাঁঠি
রামের বানে পড়িল রাক্ষস দুই কোটি।
আশিস করিল রামে যত মুনিগন
সভে বর মাগেন জিনুন নারায়ন।
ব্রাহ্মনের আশিষে গায়তে হৈল বল
মারং করিয়া যুঝেন দুই সহোদর।
বরুন পাশবলি বান কাল অনল
পর্ব্বত বান এড়ে আর গন্ধর্ব্ব সুন্দর।
গন্ধর্ব্ব বান তখন এড়েন গদাধরে
রামময় দেখিল সকল নিশাচরে।
আপনা আপনি সব কাটাকাটি করে
সকল দেবতা দেখি হাসয়ে অম্বরে।
রামচন্দ্র যুদ্ধ করেন কম্পিত হয় মাটি
রামের বানে পড়িল রাক্ষস তিন কোটি।
তিন কোটি পড়িল যদি রনের ভিতর
রামের ওপরে মারে চোখচোখ শর।

জর্জ্জর হইল রাম কমললোচন
ঘনং বান মারে রাক্ষস দুই জন।
জর্জ্জর হইল বানে ঠাকুর রঘুবর
রক্ত বহিয়া পড়ে শরীর সুন্দর।
আশিস করেন রামে সকল ব্রাহ্মণ
সভে আশিস করেন জিনুন নারায়ন।
ব্রাহ্মনের আশিশে বাড়িয়া গেল বল
মারং করিয়া সাভায় রনের ভিতর।
আকর্ন পুরিয়া বান মারেন নারায়ন
আরম্ভ করিয়া যেন করিছে বরিষন।
অর্দ্ধচন্দ্র বান মারেন কি কহিব কথা
অর্দ্ধচন্দ্রে কাটেন রাম দুই পাত্রের মাতা।
দুই পাত্র পড়িল যদি রনের ভিতর
মারীচ ঝুষিল তবে তাড়কার কোঁঙর।
কোথা গেল রাম কোথা গেলত লক্ষ্মন
তিন কোটি রাক্ষস মারিস তুই কোন জন।
রাম বলেন তোর মাকে মারিনু পরানে
তোরে মারিলে তোর নারী কান্দে রাত্রি দিনে।

এ কথা শুনিয়া বীর কুপিয়া গেল মনে
চোখে২ বান মারে রাম নারায়নে।
রামের ওপর বান মারি করিছে মন্ত্রনা
বৈশাখ মাসেতে যেন পড়েত ঝনঝনা।
রামচন্দ্র বান মারে হৈয়া এক মন
আরম্ভ করিয়া যেন হইছে বরিষন।
মারীচেরে রক্ষা করে যত দেবগান
মারীচ মরিলে না হয় সীতার হরন।
বজ্র বান বলি রাম করিল স্মরন
আসিয়াত বজ্র বান দিল দরশন।
বজ্র বান এড়িল রাম বজ্র যে হুড়ুকে
নির্ঘাতে পড়িল বান মারীচের বুকে।
বুকে বান বাজিয়ে নাটাই হেন ঘুরে
ডেনা ভাঙ্গা পাখি যেন ওড়ে ফিরে২।
ভুমিতে২ যায় মারীচ নিশাচর
সাত দিনে পড়িল গিয়া লঙ্কার ভিতর।
বিস্তর খাইল মারীচ ঋষি যে তপস্বী
রামের বান বাজিয়ে মারীচ হইল সন্যাসী।

আজি যদি মরিতাম জাওয়াল রামের বানে
কি করিত দস্যুবৃত্তি কি করিত ধনে।
মাতায় জটা ধরে বাকল পরিধান
শয়নে স্বপনে দেখে নিরবধি রাম।
বটবৃক্ষের তলে তপস্যা কৈল আরম্ভন
রাম বৈ মারীচের আর নাহি মন।
যজ্ঞ সমাপ্ত করেন সকল ব্রাহ্মণ
আশীস করেন রামে দিয়া দূর্ব্বা ধান।
যজ্ঞ অবশেষে যেবা ফল মূল ছিল
সেই ফল মূল নিয়া রামচন্দ্রে দিল।
সেই রাত্রি বঞ্চিল রাম মুনির আশ্রমে
প্রাতঃকালে সভা করি বসিল নারায়নে।
মুনি সব মেলিয়ে যুক্তি করে সর্ব্বজন
কিবা যুক্তি দিব মোরা রাম নারায়ন।
এই অনুমান করেন সকল ব্রাহ্মন
দুঃখিত যে হইয়ে রহিল নারায়ন।
কিবে দোষ করিল আমার ভাই লক্ষ্মন
আমা এড়িয়া যুক্তি তোমরা কর কিকারন।

এতেক কহিল রাম দেবতার রাজ
লজ্জাযুক্ত হইল সব মুনির সমাজ।
মুনি বলে শুন বাছা রাম নারায়ন
স্বয়ম্বর করে জনক মিথিলা ভুবন।
যে দেখিনু আমরা তোমারে বলবান
শিবের ধনুক তুমি করিবে দুইখান।
ঙনিশ কোটি রাজা আসেছে জনকের ঘরে
তোমারা দুই ভাই চল স্বয়ম্বরস্থলে।
রাম বলেন আনিয়াছ বাপুর গোচরে
আমাকে না দেখিলে বাপু না জিয়ে অন্তরে
এ কথা কহিলে যদি রাম নারায়ন
রামজয় ধ্বনি করি ডাকিছে ব্রাহ্মন।
হাতে ধনুক করি যান শ্রীরাম লক্ষ্মন
আগেতে পাছেতে যান সকল ব্রাহ্মন।
বিশ্বামিত্র বলেন রাম শুনহ বচন
আগেতে হে যাই আমি জনকের ভুবন।
এ কথা শুনিয়া বলেন শ্রীরাম লক্ষ্মনে
আগে বার্ত্তা দেহ তুমি জনক রাজনে।

মুনিরাজ গেল যথা আছে রাজাগন
সেইখানে গিয়া মুনি দিল দরশন।
বিশ্বামিত্র দেখিয়া উঠিল সর্ব্ব জন
আইস বলিয়া দিল গৌরব আসন।
বিশ্বামিত্র বলে মুনি জনক রাজন
তোমার ঘর আইল রাম সংহতি লক্ষ্মণ।
তাড়কাকে মারিলেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ
অহল্যার করিল রাম শাপ বিমোচন।
কৈবর্ত্তকে বর দিল রাম নারায়নে
তিন কোটি রাক্ষস মারিল ব্রহ্মবানে।
হাতে ধনুকে রাম দ্বাদশ বৎসরে
দুই ভাই গিয়াছেন স্বয়ম্বর দেখিবারে।
এ কথা শুনিয়া হরিষ হৈল সর্ব্ব জনে
সীতা দেবীর বর ভাল চাইল এত দিনে।
রামকে দেখিতে লোক আইল লাখে২
কৌতুক সকল যায় যেবা স্ত্রী লোক রাখে।
ধাইতে যায় দেখিতে যে লক্ষ্মন আর রাম
মিথিলার সব লোক ছাড়িল গৃহকাম।

শুভ করি বান্ধিয়াছে মাতার পঞ্চ ঝুঁটি
গলাতে নির্ম্মিত মনি মানিকের কাঁঠি।
বিশ্বামিত্র লৈয়া গেল জনকের তরে
অনুবর্ত্তে লৈয়া গেল শ্রীরাম গদাধরে।
হরষিত হৈয়া যান জনক নৃপবরে
মাসীতার বর আইল এত দিনের পরে।
বিশ্বামিত্র বলে শুন শ্রীরাম লক্ষ্মন
জনক রাজাকে সম্ভাষা করহ দুই জন।
গুরুর বচনে রাম কমললোচন
জনক রাজাকে রাম কৈল সম্ভাষন।
অনুবর্ত্তে লৈয়া গেল রাম গদাধরে
ঠেলাঠেলি করে লোক রাম দেখিবারে।
সকলে দেখিল রাম কমললোচন
অনুমান সব লোক করে মনেমন।
সীতা দেবীর বর আইল এত দিনে
রাম লক্ষ্মন লৈয়া গেল স্বয়ম্বরস্থানে।
এমন সময় জনক রাজা কিছু বলে
সভায় বসিয়া কথা শুনেন সকলে।

যে জন ধনুখান ভাঙ্গিবারে পারে
সীতা নামে কন্যা আমি বিভা দিব তারে ।
এ কথা শুনিয়া রাম কমললোচন
ধনুকের ঘরে রাম করেন গমন ।
হেন কালে সীতা দেবী লৈয়া সখীগনে
অট্টালিকা ঘরে ওঠি দেখে নারায়নে ।
সীতা বলেন সখী করি নিবেদন
কোন জন রাম বল কোন জন লক্ষ্মন ।
সখীগনে সীতাকে তুলিয়া দেখান হাত
দূর্ব্বাদলশ্যাম ওই দেব রঘুনাথ ।
এ কথা শুনিয়া সীতা ভাবে মনেমনে
পাছে হে বঞ্চিত করেন দেব নারায়নে ।
মনেং আরাধে সীতা যত দেবগন
স্বামী করি দেহ মোরে কমললোচন ।
দুই হস্ত যোড় করি স্তুতি করে সুন্দরী
শুনহ সকল দেবগন

রাম হেন গুণনিধি স্বামী করি দেহ বিধি
ওই রাম কমললোচন।
শুন রুদ্র হুতাশন আর শুন গজানন
শুন দেব মোর পরিহার
ইন্দ্র বরুণ যম আর শুন ষড়ানন
মহাদেব করহ নিস্তার।
শুন মাগ ভগবতী কর যোড়ে করি স্তুতি
শুন মাতা জগতজননী
তুমি কর্ত্তা তুমি দাতা জগতজননী মাত
তুমি মাতা হরের ঘরণী।
মহিষাসুর আদি যত বধিলা যে কত শ
দেবগণের করিলা নিস্তার
এক দৃষ্টে সীতা চাহে রামরূপে মন মোহে
রাম বিনা গতি নাহি আর।
কমঠকঠোর ধনু শ্রীরাম কমলত
কেমনে তুলিবে ধনুক হাতে
কত শত রাজাগণে ধনুকে না দিল গুণে
কেমনে গুণ দিবেন রঘুনাথে।

সীতার এমন মন　　বুঝিয়াছে দেবগন
　আকাশে হইল দৈববাণী
শুনগো জনকসুতা　　না করিহ মনোব্যাথা
　স্বামী হবেন রাম গুনমনি।
ধনুকের ধনুকময়　　হেলায় তুলিবে রাম
　ওই রাম কমললোচন
দেবতাগনের বাণী　　চিন্তা না করিহ তুমি
　কীর্ত্তিবাসের নাচাড়ি বিলক্ষণ।

ধনুকের ঘরে যদি গেল নারায়ন
ধনুক তোলহ বলি বলে সর্ব্ব জন
যত২ রাজা আছেন জনকের ঘরে
এই শিশু সাহস করে মরিবার তরে।
অনুমান করেন তখন যত রাজাগ
ধনুক তোলহ বলি বলে সর্ব্ব জন।
লক্ষ্মন বলেন শুন দেব গদাধর
ধনুকখান তোলহ সভার ঘুচুক ডর।

রাম বলেন শুন দেব গাধির কোঙর
আজ্ঞা কর ধনুক তুলি হাতের ওপর ৷
এতেক বলিয়া রাম ধনুক নিল করে
এই ধনুকের মহিমা এতেক লোকে করে ৷
ধনুক ধরিয়া রাম লক্ষ্মণকে বলে
ফুলধনুক ছিল যেন অতিশিশু কালে ৷
ধনুকে গুণ দিয়া রাম বলেন মুনির তরে
আজ্ঞা কর ধনুক ভাঙ্গি গাধির কোঙরে ৷
মুনি বলেন শুন রাম তুমি দেবরাজ
ধনুক ভাঙ্গিয়া তুমি দুচাহ সভার লাজ ৷
সীতার নাম লইতে রাম ধনুকে দিল টান
মড়২ হইয়া ধনু হইল দুই খান ৷
ওনিশ কোটি মহারাজার হরিল যে জ্ঞান
ত্রিভুবন সকল হইল কম্পবান ৷
জনক রাজা কহিল যে দেব গদাধরে
বাদ্য বাজনা বাজে মিথিলা নগরে ৷
গলে বস্ত্র দিয়া রাজা বলে সভাকারে
একে২ নিমন্ত্রন করি বারেবারে ৷

রামচন্দ্রের বাসা দিল সুমন্ত মুনির ঘরে
সুমন্তের ব্রাহ্মণী কৌশল্যা নাম ধরে।
কৌশল্যার সমান কেহ নহে ভাগ্যবান
মাসী বলিয়া যারে বলেন ভগবান।
রামচন্দ্র রহিল সুমন্ত মুনির ঘরে
বিশ্বামিত্র চলি গেল জনকের পুরে।
সীতা দেবী বন্দিলেন মুনির চরণে
আনন্দ হইল তবে জনক রাজনে।
জনক বলেন গোসাঞি করি নিবেদন
সীতা দেবীর বিভা দিব করি শুভ ক্ষণ।
এ কথা শুনিয়া মুনি গাধির নন্দন
অমনি আইল যথা শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
রাম যে বলেন গোসাঞি বলি তোমার তরে
আমা দোঁহা রাখ লৈয়া অযোধ্যা নগরে।
মুনি বলেন রামচন্দ্র বলিবারে চাই
বিবাহ করিয়া ঘরে যাহ দুই ভাই।

রাম বলেন আনিয়াছ বাপুর অগোচরে
আমা না দেখিয়ে বাপু না জিয়ে কি মরে ॥
চতুর্থ ভ্রাতাতে জন্ম লইয়াছি এক দিনে
সে ভাই এড়িয়া বিভা করিব কেমনে।
যেবা রাজা চারি ভাইকে চারি কন্যা দিব
তার ঘরে চারি ভাই বিবাহ করিব।
এই বাক্য বারি হৈল শ্রীরামের তুণ্ডে
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে মুনিরাজের মুণ্ডে ॥
দুঃখিত হয়ে গেল বিশ্বামিত্র তপোধন
জনকের কাছে গিয়া দিল দরশন।
জনক বলেন গোসাঞি করি নিবেদন
সীতা দেবীর বিভা দিব কর শুভ ক্ষণ॥
বিশ্বামিত্র বলেন শুন জনক নৃপবরে
তোমার ঘরে রামচন্দ্র বিভা নাই করে।
কহিতে লাগিলেন তবে জনক রাজন
কিবা দুঃখ পাইবেন মোর দেব নারায়ণ।
চারি ভাইকে যেবা রাজা চারি কন্যা দিবে
তার ঘরে রামচন্দ্র বিবাহ করিবে।

এ কথা শুনিয়া রাজা করে হেট মাতা
সীতা বই কন্যা নাহি আর পাব কোথা ।
এতেক ভাবিয়া রাজা নাহি কহে কথা
সভামধ্যে ডাকি বলেন চন্দ্রমুখী সীতা ।
এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন দেব গদাধরে
এক ঘরে চারি কন্যা চারি ভায়ের তরে ।
কুশধ্বজ খুড়ার আছে দুইটি নন্দিনী
ভরত শত্রুঘ্ন তারে করুন ভামিনি ।
ছোট ভগিনী আছে ঊর্ম্মিলা নাম ধরে
তাহাকে যে বিভা করুন লক্ষ্মণ ধনুর্দ্ধরে ।
আর কথা কহ গিয়া প্রভু রামের তরে
আমাকে করুন বিভা দেব গদাধরে ।
হরষিত হৈয়া মুনি গাইর কোতিরে
বার্ত্তা গিয়া দিল মুনি শ্রীরামের তরে ।
এক নিবেদন শুন রাম গদাধরে
চারি কন্যা দিবে জনক চারি জনার তরে ।
রাম বলেন তবে গোসাঞি করি নিবেদনে
ভাই সব এড়িয়ে বিভা করিব কেমনে ।

আমার কথা শুন ওহে গাধির কোঙরে
বিবাহ করিতে নারি বাপুর অগোচরে ।
বিভা দিতে তোমারদের যদি আছে মন
বাপুর স্থানে মনুষ্য পাঠাও এক জন ।
এতেক শুনিয়া যায় গাধির কোঙর
বার্ত্তা দিতে গেল যথা জনক নৃপবর ।
জনক আছেন আর সীতা ঠাকুরানী
হেন কালে গেল তথা বিশ্বামিত্র মুনি ।
মুনি বলেন শুন ওহে জনক রাজন
রাজাকে আনিতে লোক পাঠাও এক জন ।
সীতা বলেন গোসাঞি করি নিবেদন
তোমা বই কে যাইবে অযোধ্যা ভুবন ।
এ কথা শুনিয়া মুনি ভাবে মনেমনে
ঘটক হইয়া গিতায়াতে বাঞ্ছা ছিল প্রাণে ।
এই সব যশ আমার ঘুষিবে ত্রিভুবনে
আমি ঘটক হইয়া বিভা করাব নারায়ণে ।
এতেক বলিয়া মুনি করিল গমন
সিদ্ধাশ্রমেতে গিয়া দিল দরশন ।

মুনিপত্নী সুধাইছে মুনিরাজের তরে
ধনুক ভাঙ্গিল নাকি দেব গদাধরে।
মুনি কহিতেছেন তবে রাঁমের কল্যান
শিবের ধনুক ভাঙ্গি রাম কৈল দুই খান।
সিদ্ধাশ্রম মুনি তখন পশ্চাৎ করিয়া
গঙ্গার কুলেতে মুনি ওত্তরিল গিয়া।
গঙ্গাপার হৈয়া চলে গাধির কোঙর
যে খানেতে পড়িয়াছে অহল্যা পাতর।
অহল্যার তপোবন পশ্চাৎ করিয়া
পবনের জন্মভুমি ওত্তরিল গিয়া।
পবনের জন্মভুমি থুইয়া কত দুর
তাড়কার কাছে গেল গাধির কোঙর।
শরযু গঙ্গার তীরে দিল দরশন
দুরেতে থাকিয়া দেখে অযোধ্যার জন।
আসিয়া যে মুনিরাজ রাম লৈয়ে গেল
একা মুনি আসিতেছে রাম না দেখিল।
এ কথা কহিল গিয়া দশরথের তরে
আথুদথুবেশে বাহির হয় অজের কোঙরে।

কাঁদিয়ে বাহির হৈল অজের নন্দন
রাম না দেখিয়ে রাজার গুড়িল জীবন।
এক মুনিবর আইল রাম মোর কোথা
হেন বুঝি যাইলে মুনি দশরথের মাতা।
কোথা লক্ষণ মোর কোথা থুইলা রাম
রামশব্দ করি রাজা হইল অজ্ঞান।
বার্ত্তা পাইয়া আইল রাজার যত রানী
ভমুর হারায়ে যেন ফুকরে বাঘিনী।
অষ্ট বৎসরের রাম দশ নাহি পূরে
হেন রামে যাইল রাক্ষস নিশাচরে।
কৌশল্যা আঁশিয়ে বৈসে মহারাজার পাশে
তুলা দিয়া নাকের দেখিছে নিশ্বাসে।
কৌশল্যা সুমিত্রা রাজাকে করে কোলে
প্রমাদ পড়িল আজি অযোধ্যা নগরে।
অষ্ট বৎসরের রাম দশ নাহি পূরে
হেন রাম যাইল রাক্ষস নিশাচরে।
আকুল হইল রাজা অজের কুমারে
বিশ্বামিত্র মুনি দেখি মুখে বুলা ওড়ে।

রাজাকে লইয়ে কোলে কাঁদে সর্ব্ব জন
হেন কালে আইল তথা বশিষ্ঠ ব্রাহ্মন।
বশিষ্ঠ বলে কহ তবে মুনির নন্দন
রামের কথা কহ সভার জুড়াকু জীবন।
এ কথা শুনিয়ে কহে গাধির কোঙরে
ভাল মন্দ না সুধায়ে কাঁদে কিসের তরে।
রামের বাপ বলিয়া সহিচি বারে২
আম্মাকে জানিত হরিশ্চন্দ্র নৃপবরে।
বশিষ্ঠ বলেন মুনি কহ বিদ্যমান
ওষ্ঠস্বরেতে ডাক বলিয়ে রাম২।
মুনি বলে আইস বাপু লক্ষ্মন ও রাম
তোমার লাগি তোমার বাপ ছাড়িয়ে পরান।
এত বলিয়ে মুনি ডাকে ওষ্ঠস্বরে
গা ঝাড়িয়ে ওঠে রাজা অজের কোঙরে।
লোটায়ে পড়িল রাজা মুনির পদতলে
কোথায় লক্ষ্মন কোথা রাম গদাধরে।
মুনি বলে ওরে বেটা কাঁদিস কিকারন
পুত্রের বিক্রম কথা কর্ন পাতে শুন।

তাড়কাকে মারিল তোর রাম নারায়ণ
অহল্যার করিল রাম শাপ বিমোচন ।
কৈবর্ত্তকে বর দিল তোর পুত্র রাম
রাক্ষস মারিয়ে মুনির কৈল পরিত্রাণ।
স্বয়ম্বর করিয়াছিল জনক নৃপবরে
ত্রিশ কোটি রাজা গিয়াছিল তার ঘরে ।
হরের ধনুক রাম কৈল দুই খান
লক্ষ্মী অবতার কন্যা রাম পাইল দান।
চারি কন্যা দিবে জনক চারি ভ্রাতার তরে
পুত্রের বিভা দিতে চল অজের কুমারে ।
এ কথা শুনিয়া রাজার আনন্দ পরাণ
প্রাণ দান দিলে প্রভু কহি রামনাম ।
অযোধ্যা লইয়া তখন পড়ি গেল সাড়া
লক্ষ২ হস্তী সাজায় লক্ষ২ ঘোড়া।
নানা রূপে রথ সাজায় অতি সুশোভনে
ডাকিয়া আনিল রাজা ভরত শত্রুঘ্নে।
ত্বরা করি সভারে করিল নিমন্ত্রণ
অযোধ্যার লোক সব করিল সাজন।

কত রথে চড়িলেন যতেক ব্রাহ্মণ
আর রথে চড়ে রাজা লৈয়া পুত্রগন।
কৌশল্যা বলেন তখন সুমিত্রার তরে
হরিদ্রা দিতে না পাইলাম রামের শরীরে।
সুমিত্রা বলেন শুন বলি গো তোমারে
রামের পীরিতে মঙ্গল করি মোরা ঘরে।
পাইক পদাতিক রাজা নিলেক বিস্তর
যাত্রা করিয়া চলেন অজের কুমার।
রায়বার পড়ে ভাট বেদ পড়ে ব্রাহ্মণ
মিথিলার এবে কিছু শুন বিবরন।
আপনি যে লক্ষ্মী দেবী মিথিলায় জন্মিল
মিথিলা নগর ধনে পুর্নিত হইল।
ঘৃত দুগ্ধের জনক করিল সরোবর
স্থানে২ ভাণ্ডার করিল মনোহর।
চালু রাশিরাশি কৈল সন্দেশ কাঁড়ি২
স্থানে২ থুইল রাজা লক্ষ২ হাঁড়ি।

এথা সৈন্যগন লৈয়া অজের নন্দন
শরযু নদীর তীরে দিল দরশন।
শরযু নদীতে রাজা কৈল স্নান দান
সেই স্থানে কৈল রাজা মিষ্ঠান্ন ভোজন।
শরযু নদীতে রাজা উত্তীর্ন হইয়া
তাড়কার বনে রাজা প্রবেশিল গিয়া।
বিশ্বামিত্র বলে শুন অজের নন্দন
এই বনে তাড়কা বধিল নারায়ন।
এ কথা শুনিয়া বলে অজের নন্দন
তাড়কা দেখিব প্রভু তাড়কা কেমন।
তাড়কার কাছে গেল রাজা দশরথ
পঞ্চাশ যোজন পড়ি আছে আগুলিয়া পথ।
তাড়কা দেখিয়া রাজা ভাবে মনেমনে
ইহারে মারিতে নারি বাপুর পরানে।
তাড়কার বন রাজা পশ্চাৎ করিয়া
পবনের জন্মভূমি উত্তরিল গিয়া।
পবনের জন্মভূমি পশ্চাৎ করিয়া
অহল্যার আশ্রমে রাজা উত্তরিল গিয়া।

অহল্যার তপোবন পশ্চাৎ করিয়া
গঙ্গার তীরেতে রাজা ওত্তরিল গিয়া।
যে কৈবর্ত্তের নৌকা রাম সোনা করিছিল
দশরথের নাম শুনি নৌকা সাজাইল।
নৌকাতে যে পার হৈল যত সৈন্যগান
সিদ্ধাশ্রমে গিয়া রাজা দিল দরশন।
রাজা বলে শুন মুনি বলি তোমার তরে
কত দুর আছে আর মিথিলা নগরে।
বিশ্বামিত্র বলে শুন অজের কুমারে
এথা হৈতে আছে আর তিন ক্রোশপরে।
মুনিপত্নী আইল দশরথে দেখিবারে
ইহার ঔরসে জন্ম নিল গদাধরে।
মুনির সিদ্ধাশ্রম রাজা পশ্চাৎ করিয়া
মিথিলার নিকটেতে ওত্তরিল গিয়া।
মিথিলার নিকটেতে রাজা সৈন্যগান
নানা জাতি অস্ত্র খেলে বাজায় বাজন।
দুত গিয়া বার্ত্তা দিল জনক রাজারে
অনুবর্ত্তিয়া যে নিল অজের কুমারে।

রথে হৈতে নামে রাজা অজের নন্দন
জনক সহিতে রাজা কৈল সম্ভাষন।
জনক বলেন তখন অজের কুমারে
চারি কন্যা বিবাহ দিব চতুর্থ ভ্রাতারে।
দশরথ বলে শুনি জনক রাজারে
সম্বন্ধ হইল স্থির স্ত্রী চারি কুমারে।
দুই রাজাতে তখন যে করে সম্ভাষন
বিদায় হইয়া রাজা করিল গমন।
যেই ঘরে বসিয়াছেন প্রভু রঘুনাথ
রথ চালাইয়া তথা গেল দশরথ।
বাপের শব্দ পাইয়া রাম হইল বাহির
রথে হৈতে নামি রাজা নিল রঘুবীর।
রাম লক্ষ্মন বন্দিল গিয়া রাজার চরণ
ভরত শত্রুঘ্ন বন্দে প্রভু নারায়ন।
লক্ষ্মন বন্দিল গিয়া ভরতচরন
শত্রুঘ্ন আসিয়া বন্দে ঠাকুর লক্ষ্মন।
তিন ভ্রাতায় নারায়ন কৈল আলিঙ্গন
সুখে পুলকিত অঙ্গ অজের নন্দন।

ঘাটেতে ওত্তরে কেহ ওত্তরে বা ঘাটে
কেহ রন্ধন করি যায় সরোবরের ঘাটে।
যাও২ লহ লহ এই শব্দ শুনি
অন্নে পরিপূর্ণ হৈল কার্য্য যে বাখানি।
বশিষ্ঠ চলিয়া গেল জনকের ঘরে
সভা করি বসিয়াছে জনক নৃপবরে।
বশিষ্ঠে দেখিয়া রাজা করিল অভ্যর্থন
পাদ্য অর্ঘ্য দিল রাজা বসিতে আসন।
কহিতে লাগিল তখন জনক রাজন
সীতার বিবাহলগ্ন কর শুভ ক্ষণ।
সভার মধ্যেতে মুনি জ্যোতিষ মেলিল
পুনর্ব্বসু কর্কটেতে কন্যা লগ্ন কৈল।
যাহাতে বিবাহ করিবেন নারায়ণ
স্ত্রী পুরুষে বিচ্ছেদ নহিল কোন জন।
সেই লগ্ন করিল যে যত বন্ধু জন
স্বর্গে থাকি যুক্তি করে যত দেবগণ।

স্ত্রী পুরুষে বিচ্ছেদ নহিবে কোন কালে
যেমতে মরিবে তবে লঙ্কার ঈশ্বরে।
আমার কথা শুন ওহে দেব পুরন্দরে
লগ্নভ্রষ্ট কর গিয়া রাম গদাধরে।
নাটুয়া হইয়া তবে যাও শশধরে
নাট কর গিয়া তুমি জনকের দ্বারে।
তোমার নাট দেখিলে ভুলিবে সর্ব্ব জন
বহিয়া যায় যেন রামের কর্কট লগন।
লগ্ন করিয়া তখন বশিষ্ঠ মুনিবরে
বার্ত্তা গিয়া দিল মুনি দশরথের তরে।
হরষিত হইল রাজা অজের নন্দন
চারি কন্যার তরে দিল অষ্ট অভরন।
সহস্র ভার দধি কৈল সহস্র ভার কলা
সহস্র দধি যে লইল অধিক ওজুলা।
সন্দেশের ভার লইয়া যত ভারিগন
অধিবাস করিতে চলে বশিষ্ঠ ব্রাহ্মন।
সভা করি বসেছেন জনক নৃপবরে
সেই খানে ওত্তরিল বশিষ্ঠ মুনি বরে।

দ্রব্যের ঘতেক তার এড়িলেক গিয়া
আসন করিল মুনি কুশাসন পাতিয়া।
ঘট স্থাপন করে মুনি অতি অনুপম
ওপরেতে আম্রশাখা নায়তে দূর্ব্বা ধান।
বেদের ধ্বনি করে তখন সকল ব্রাহ্মণ
সীতা দেবী আনিল গিয়া করিয়া ভূষণ।
বসিলেন সীতা দেবী সুবর্ণের পাটে
বেদমন্ত্র দিল গন্ধ সীতার ললাটে।
চারি জনের অধিবাস করিল রাজন
বস্ত্র পরিয়া দিল আর নানা অভরন।
জলধারা দিয়া কন্যা লইলেন ঘরে
জনক রাজা যে সকল দ্রব্য দেয় বরে।
অধিবাসের দ্রব্য লৈয়া চলিল ব্রাহ্মণ
রামের অধিবাস করে করি শুভ ক্ষন।
দশরথে কহে গিয়া বশিষ্ঠ মুনিবরে
অধিবাস কর রাজা চারি কোঙরে।
রাজা বলে শুন গোসাঞি বশিষ্ঠ তপোধিন
যজ্ঞোপবীত নাহি হয় চারিটি নন্দনে।

শান্তিকীর্ত্তি করি রাজা চারি নন্দনে
যজ্ঞোপবীত দিল রাজা শাস্ত্রের বিধানে।
রামচন্দ্র বসিল গিয়া বাপের নিকটে
বেদ পড়ি গন্ধ দিল চারি ভায়ের ললাটে।
চারি জনের অধিবাস করিল রাজন
বস্ত্র পরিয়া দিল আর নানা আভরণ।
নান্দীমুখের যেবা যারা ছিলত বিধান
নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ রাজা করিল তখন।
কৌশল্যা ব্রাহ্মণী আর যত সখী লৈয়া
আনন্দ করেন সব রামকে দেখিয়া।
শান্তিকীর্ত্তি করিল চারি সহোদরে
অঙ্গেতে পিঠালি দিল সখীরা সকলে।
তোলাজলে স্নান করে রাম গদাধরে
মঙ্গলসুতা বান্ধি দিল তাহারদের করে।
তখন মঙ্গল করি বসিল নারায়ন
বেশ বিন্যাশ করিছে যে মদনমোহন।
মাঁতায় বান্ধিল পাগ মস্তক মণ্ডলে
বিস্ময় মুকুট দিয়া পাঠাইল রামেরে।

অঙ্গুলে অঙ্গুরী দিল বাহুতে কঙ্কন
কর্নেতে কুণ্ডল দিল সুর্য্যের কিরন।
দিব্য বস্ত্র পরিধান ভাই চারি জন
অঙ্গেতে তুলিয়া দিল নানা অভরন।
মাতায় মুকুট তবে বান্ধিল মুনিবরে
ক্ষত্রিরা বিভা করে চতুর্দ্দোলোপরে।
চতুর্দ্দোলের সাজন করে অতি যে রূপস
ওপরে তুলিয়া দিল সুবর্নকলস।
চারি দিগেতে দিল সুবর্নের বারা
ঝলমল করে গজমুকুতার ঝারা।
ঠাঁই২ দিল সব গঙ্গাজল চামর
চতুর্দ্দোলের সাজন হৈল অতি মনোহর।
আপনার সাজ কৈল অজের কোঙর
গায়েতে যে সানা দিল মাতায় টোপর।
রথের ওপর চড়ে হাতে ধনুষ্শর
যাত্রা করিয়া যায় অজের কোঙর।
ভাটে রায়বার পড়ে বেদ পড়ে ব্রাহ্মন
বাদ্য বাজনা বাজায় না যায় গনন।

দামামা দগড় বাজে বাল্লিশ বাজনা
চতুর্দ্দোলে আরোহন করে চার জনা।
ঢাক ঢোল বাজিছে ডম্ফু কোটিকোটি
চারি দিগে শুনিল বীণার চটচটি।
কত ঢাঁই বাজিয়া যাইছে যোড়মালি
কাঁশি বাঁশি যত বাজে নিয়ম না জানি।
ঢালি পাইক যায় খাড়ার চিকিমিকি
কত শত সাজিয়া যায় ঘুঝার বানুকি।
চন্দ্র নৃত্য করিছেন জনকের দ্বারে
হেন কালে গেল তথা অজের কুমারে।
অনুবর্ত্তি নিতে আইল জনক নৃপবরে
দুই কটকে ঠেলাঠেলি বাজিল যে দ্বারে।
পথমেতে দুই জনে লাগিছে ঠেলাঠেলি
ঠেলাঠেলি হইতে হইল গালাগালি।
চন্দ্রনৃত্য দেখিতে ভুলিল সভার মন
একত্র আইলেন প্রভুর পশ্চাতে লক্ষ্মণ।
তারে বীরিয়া রহিছে পুরোহিত ব্রাহ্মণ
কন্যা দর্শন কর জনক রাজন।

ভাল মন্দ কেহ কার না শুনে বচন
বহে গেল প্রভু রামের পশ্চাৎ লগন ।
অনেক যতনে নিয়া গেল রাম গদাবিরে
চারি ভাই রহিল ছায়া মণ্ডপের তলে ।
প্রনাম করিল রাম সকল ব্রাহ্মনগনে
বস্ত্র দিল রামের তরে মাতায় চন্দনে ।
এখন বরন করে যত নারিগন
পায়েতে যে দধি দিল মাতায় দুর্ব্বা ধান ।
বরন করিয়া গেল যত সখীগন
বিবাদ বাজিল দুই পুরোহিত ব্রাহ্মন ।
শতানন্দ বলে বশিষ্ঠ তোমায় কহি দড়
চন্দ্রবংশ বই সূর্য্যবংশ নহে বড় ।
বশিষ্ঠ বলেন মুনি এ বুদ্ধি কেন আজি
কহ দেখি তুমি চন্দ্রবংশের কুলজি
শতানন্দ মুনি বলে সভার ভিতরে
চন্দ্রবংশের কথা শুন মুনিবরে ।
দেবতা অসুরে মথিল সাগরের পানি
উঠিলেক [illegible] হৈল লক্ষ্মী ঠাকুরানী

অগারমথনে হৈল চন্দ্র ওপাদান
চন্দ্র যে হইল তায় সংসারেতে নাম।
চন্দ্র দেবের বেটা বুধি হৈল বলবান
আর দোষের পুত্র হৈল পুর্নবা নাম।
পুরুকৃষ্ণ নামে হইল তাহার কোঙর
শতাবর্ত্ত নামে পুত্র বিদিত সংসার।
আর্য্যাবর্ত্ত নামে হৈল তাহার নন্দন
সন্ধি নামেতে তার হইল নন্দন।
বান নামে পুত্র হৈল জানে সর্ব্ব জন
রেত নামে তার পুত্র অতি বিচক্ষন।
শ্রুব নামে তার পুত্র বিদিত মহিতলে
স্বর্গ পুত্র হৈল তার সর্ব্ব লোকে বলে।
স্বর্গ রাজার বেটা সর্ব্ব নাম ধীরে
হৈহ নামে তার হইল কোঙরে।
হৈহের বেটা যে অর্জুন নাম ধীরে
নিমি নামে তার পুত্র সর্ব্ব লোকে বলে।
নিমি যে বলিয়া লোক ঘোষয়ে সংসারে
মিথি যে নামেতে তাহার হইল কোঙরে।

সভে মিলিয়া রাজার শরীর মথন মথি
তাহাতে জন্মিল পুত্র নাম তার মেথি।
মিথলা বলিয়া যে বসাইল নগর
জনক কুশধ্বজ হৈল তাহার কোঙর।
বশিষ্ঠ বলেন তোমার কথা শুনি সর্ব্বজন
আমি কথা কহি তবে তাহে দেহ মন।
আদি পুরুষ হইল যে নাম নিরঞ্জন
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর পুত্র তিন জন।
তিন পুত্র হইল যে কন্যা একখানি
কন্দনী বলিয়া নাম সভাই বাখানি।
স্বরতকার মুনির পুত্র বিনানারদ জানি
তাহাকে যে বিভা দিল কন্দনী ভগিনী।
সভে গীত গায় নারদ বাজায় বেনু
তাহাতে জন্মিল কন্যা নাম তার বেনু।
তাহা বিভা দিল সেই জমদগ্নি বরে
এক অংশে নারায়ন জন্মিল তার ঘরে।

ব্রহ্মার কাজেতে পড়িয়া গেল বীচ
তাহাতে জন্মিল পুত্র নাম তার মারীচ।
মারীচের বেটা হৈল কশ্যপ নাম ধরে
তাহার বেটা হৈল সূর্য্য বিদিত সংসারে।
সূর্য্যের বেটা হৈল মনু তার নাম
মনু নাম বলিয়ে তার হইল বাখান।
মনুর বেটা হইল অজানু নাম ধরে
তাহার বেটা সুসেন হৈল বিদিত সংসারে।
সুসেনের বেটা জীবঘোষ নাম ধরে
জীবঘোষ রাজা হৈল অযোধ্যা নগরে।
জীবঘোষ রাজার যে কি কহিব কথা
তাহার জন্মিল পুত্র নাম যে মান্ধাতা।
মান্ধাতার পুত্র হৈল মুচুকুন্দ নাম
ধনামারি তার বেটা অতি অনুপম।
তাহার বেটা হইল যে ইলা নাম ধরে
তাহার বেটা শতাবর্ত্ত অযোধ্যা নগরে।
আর্য্যাবর্ত্ত নামে তার হইল নন্দনে
ভরত নামে তার বেটা জানে সর্ব্ব জনে।

ভরত রাজার আর কি কব বাখান
যাহাতে পৃথিবীতে হৈল ভারত পুরান।
তাহার পুত্র হইল ইক্ষাকু নরপতি
বশিষ্ঠে ব্রাহ্মন কৈল সুমন্ত্রে সারথি।
ভূবির নামে তাহার হইল কোঙরে
যাণ্ডা নামে তার পুত্র অযোধ্যা নগরে।
যাণ্ডার বেটা হৈল দণ্ড নাম ধরে
পুজার ঝি বহুকে বলাৎকার করে।
তাহার বেটা হৈল হরিত নাম ধরে
হরিবীজ তার বেটা বিদিত সংসারে।
হরিবীজে রাজা করেন পরম আনন্দ
তাহার পুত্র হইল নাম হরিচন্দ্র।
যার স্থানে দান নিয়াছে গাধির নন্দন
আপনি বিকাইয়া তার সুধিল কাঞ্চন।
হরিশ্চন্দ্র রাজ্য করেন মনের উল্লাষ
তাহার পুত্র হইল যে নামে রুহিদাস।
রুহিদাসের বেটা মৃত্যুঞ্জয় নাম ধরে
ত্রিশঙ্কু তাহার বেটা বিদিত সংসারে।

তাহার বেটা রুক্মাঙ্গদ অযোধ্যায় বসি
দ্বাদশ বৎসরের কালে করে একাদশী।
রুক্মাঙ্গদের বেটা বীর্য্যাদ নাম বীরে
মরুত নামে তাহার যে হইল কোঙরে।
অনারণ্য তাহার বেটা জানে সর্ব্ব জন
তাহাকে মারিয়া গেল লঙ্কার রাবন।
তাহার বেটা হইল যে বাহু নৃপবরে
সগর তাহার বেটা পূজে মহেশ্বরে।
অশ্বমঞ্জু নামে তাহার হইল কোঙরে
তাহার বেটা অংশুমান বিদিত সংসারে।
অংশুমান রাজা রাজ্য করেন কৌতুকে
অংশুমান রাজা মৈল আর নাহি থাকে।
ভগীরথ তাহার বেটা অযোধ্যা নগরে
গঙ্গা আনি উদ্ধারিল সকল সংসারে।
বিভগত নামে তার হইল কোঙরে
বিকর্ন তাহার বেটা অযোধ্যা নগরে।
তাহার বেটা হইল অম্বর্ষি যে রাজন
দিলীপ তাহার বেটা জানে সর্ব্ব জন।

দিলীপের বেটা রঘু বড় বলবান
রঘুবংশ বলি যার বংশের বাখান।
রঘুর বেটা অজ সেই বড় বলবান
তাঁর বেটা দশরথ দেখ বিদ্যমান।
দশরথ রাজা দেখ অতি অনুপম
তাহার পুত্র দেখ এই দেবতা শ্রীরাম।
এতেক বশিষ্ঠ মুনি বলিল সভাকে
শুনি সতানন্দ মুনি হাত দিল নাকে।
গলায় বস্ত্র দিয়া বলে জনক রাজন
তোমার পুত্রে কন্যা দিয়া লইলাম শরণ।
দশরথ রাজা বলে জনক রাজারে
শরণ লইলাম দিয়া চারি কোঙরে।
দুই রাজা উঠি তবে কৈল সম্ভাষণ
কন্যা আনহ বলে যত বন্ধু জন।
নানা বেশ ভূষা করেন যত সখীগণে
বেশ করিল লক্ষ্মী মোহিতে নারায়ণে।

মাতায় কেহ কেহ দেয় আমলকী
তোলা জলে স্নান যে করিল চন্দ্রমুখী।
টিবিনিতে কেশের করে জলের মার্জ্জন
অঙ্গেং অভরন দিতেছে তৎক্ষণ।
কপালে তুলিয়া দিল নির্ম্মল সিন্দুর
বাল সুর্য্যসম তেজ দেখিয়ে প্রচুর।
নাকেতে বেসর দিল মুকুতা হিল্লোলে
পাটের পাছড়া দিল সকল শরীরে।
চঞ্চল নয়ন মেলি কজ্জলের রেখা
কামের কামান যেন গুন পলিতেকা।
গালায় তুলিয়া দিল হার ঝিলিমিলি
বুকেতে তুলিয়া দিল সোনার কাঁচলি।
ওপর হাতেতে তুলি দিল সোনার তাড়
অঙ্গে অভরন দিয়া ভুষিল অপার।
দুই বাহু শঙ্খে পরেন অতি বিলক্ষন
শঙ্খের ওপর সাজে সোনার কঙ্কন।
বস্ত্র যে পরিল সভে সুন্দর প্রচুর
দুই পায়ে তুলি দিল বাজন নুপুর।

সুবর্ণ আসনে বসিলেন কন্যাবতী
চারিদিগে জ্বালি দিল সোহাগের বাতি ।
চারি ভগ্নীতে বেশ করিল বিলক্ষন
শুভ ক্ষণে মণ্ডপে গিয়া দিল দরশন ।
অন্তঃপট নাহি বরের মুখে ম্লান
রামের চরণে গিয়া করিল প্রণাম ।
অঞ্জলি পুষ্প দিয়া নমস্কার করে
সপ্ত প্রদক্ষিন কৈল রামের পদতলে ।
অন্তঃপট ঘুচাইল যত বন্ধু জন
লক্ষ্মী নারায়নে হইল শুভ দরশন ।
সীতা লইয়া সভে লৈয়া যায় পানি
লক্ষ্মী নারায়নে দোঁহে হৈয়াছে মেলানি ।
জবীরা দিয়া কন্যা বর লৈল ঘরে
সোয়াইল লৈয়া লক্ষ্মী অন্ধকার ঘরে ।
বরকে আনিতে আজ্ঞা করে সখীগন
ষষ্ঠীর পূজা করন রাম নারায়ন ।
হাতে বেরি আনাইল রাম নারায়নে
সীতার হাতে বেরি তোল বলে বন্ধু জনে ।

মনেতে ভাবিলেন তখন সীতা ঠাকুরাণী
পায়ে হাত দেন পাছে রাম গুণমণি।
বাম হাতের শঙ্খ করেন ঝনঝনি
হাতেতে ধরিয়া তোলেন রাম রঘুমণি।
স্ত্রী লোকের পরিহাস করে সেই ঠাঁয়ে
কেহ বলে হাতে ধরে কেহ বলে পায়ে।
পূর্ব্বাপর বর কন্যা আইল দুই জনে
কন্যা দান করে রাজা বিবিধ বিধানে।
কন্যা দান করে রাজা বিবিধ প্রকারে
পঞ্চ হরীতকী দিয়া পরিহার করে।
দাস দাসী অনেক রাজা দিল নৃপবরে
জলধারা দিয়া কন্যা বর লইল ঘরে।
রাজা রাণী গিয়া ঘরে করিল রন্ধন
কন্যা বর দুই জনে করিল ভোজন।
বাসর ঘর সাজাইল যত সখীগণ
রাম সীতা বাসর ঘরে রহিল দুই জন।
উর্ম্মিলার সহিত আছেন ঠাকুর লক্ষ্মণ
মন্ডবীর সহিত আছেন ভরত বিচক্ষণ।

শ্রুতিকার সহিত যে আছেন শত্রুঘ্ন
বাসর বঞ্চিল রাম লক্ষ্মন চারি জন।
আনন্দ হইল সব মিথিলা ভুবন
রামকে দেখিতে যায় যত নারীগন।
পরিহাস করে স্ত্রী লোক শ্রীরামের তরে
তোমার যে রূপ শ্রীরাম সীতার সোষরে।
এক কথা আমরা রাম তোমাকে কহি ভাল
সীতা বড় সুন্দরী হে তুমি বড় কাল।
হাসিয়া বলেন রাম কমললোচন
আমা হইতে সুন্দর বটে ভাইত লক্ষ্মন।
পরিহাস বুঝিয়া বলিবা মাত্র বীর
রামকে এড়িয়া লক্ষ্মনের ঠাঁই যায়।
যেখানে বসিয়াছেন ঠাকুর লক্ষ্মন
সেখানে চলিয়া গেল যত সখীগন।
গলায় বস্ত্র দিয়া বলেন লক্ষ্মন শুনমনি
রামকে পরিহাস করে সে মোর জননী।
লজ্জাযুক্ত হইয়াত যত সখীগন
পুনর্ব্বার গেল যথা আছেন নারায়ন।

রাত্রিতে বঞ্চিল রাম কমললোচন
প্রাতঃকালেতে হইল সূর্য্যের কিরণ।
প্রাতঃকাল হইল যে প্রত্যুষ বিহনে
সভা করি বসিলেন যত বন্ধু জনে।
আনন্দবাদ্য বাজে তখন জনকভুবনে
বিদায় মাগিল গিয়া বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণে।
এ কথা শুনিয়া বলে জনক নৃপবর
রাম আর সীতা থাকুক এথা এক বৎসর॥
আশ্চিয়া বলেন তবে অজের নন্দন
শরীর লইয়া যাইবি রাখিব জীবন॥
গলায় বস্ত্র দিয়া তখন বলেন রাজন
সভে হে আমার ঘরে করিবে ভোজন॥
ভাল২ বলিয়া বলেন অজের কোঙরে
সভে ভোজন আজি যে করিব তোমার ঘরে।
রাজরাণী ঘরে গিয়া করেন রন্ধন
এক অন্ন হইল আর পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।
স্নান করি আইল যত সব রাজাগণ
আনন্দিত হৈয়া সভে করেন ভোজন।

ভোজন করিল রাম পরম হরিষে
দধি দুগ্ধ দিল রাজা ভোজনাবশেষে।
আচমন করিয়া সভে বসিল আসনে
কর্পুর তাম্বুল দিল করিতে ভোজনে।
সেই রাত্রি বঞ্চিল রাম জনকের ঘরে
প্রাতঃকালে বিদায় মাগে অজের কোঙরে।
রাম সীতা চতুর্দ্দোলে করিল আরোহন
ভাটে রায়বার পড়ে বেদ পড়ে ব্রাহ্মন।
গায়েতে যে সোনা দিলেন যাতায় টোপর
রথের ওপরে চড়ে হাতে ধনুঃশর।
চারি পুত্রবধু গিয়া চাপিল চতুর্দ্দোলে
বাদ্য করিয়া চলে অজের কোঙরে।
দেবরথে চাপিলেন বশিষ্ঠ ব্রাহ্মন
চতুর্দ্দিগেতে রাজা দেখেন অলক্ষন।
রাজা বলে শুন গোসাঞি বসিষ্ঠ ব্রাহ্মন
বসিষ্ঠ বলেন শুন রাজা অজের নন্দন।
চারি পুত্র চারি দিগে দেখ বিদ্যমান
কি করিতে পারে তোমা এ সব অলক্ষন।

বাদ্যের যে মহাশব্দ উঠিল আকাশে
শুনিয়া পরশুরামে লাগিল তরাসে।
মিথিলাতে শুনি কেন বাদ্যের বাজন
হেন বুঝি সীতাকে বিভা কৈল কোন জন।
মনে২ যুক্তি করে মুনির কোঙর
এথা রাম সীতা বিদায় করে নৃপবর।
রাজা তবে সীতাকে যে কৈল গিয়া কোলে
লক্ষ২ চুম্ব দিল বদন কমলে
বিস্তর দুঃখে তোমাকে যে করিলাম পালন
বারেক মিথিলা বলি করিহ স্মরণ।
লোপামুদ্রা পুষিলাম অনেক শকতি
রামের সেবা করিবে যে পাইবে মুকতি।
শিক্ষাইলাম তোমাকে যে বিবাহের কালে
স্বামীর সেবা সীতা নাহি ছাড় কোন কালে
ঝিয়ারি বহুরি সব দিল দরশন
গলায় ধরিয়া সভে যুড়িল ক্রন্দন।
জায়া সভা এড়িয়া যে যাহ কোথাকারে
তোমাকে মিলিল স্বামী দেব গদাধরে।

রাম সীতা বিদায় করি জনক রাজন
ব্রাহ্মণেরে দিল রাজা বহুমুল্য ধন।
হাতে ধনুকে আসিতেছে মুনির কোঙর
রহ২ বলিয়াত ডাকিছে সত্বর।
খাণ্ডা টাঙ্গি পরশু তখন হাতে করিয়া
না পলাহ২ ধনুক ভাঙ্গিয়া।
এতেক বলিল যদি মুনির কোঙরে
দশরথ রাজার তখন মুখে ধুলা ওড়ে।
এক হাতে ধরিল রাম আর হাতে লক্ষ্মণ
মুনির চরনে নিয়া দিল ততক্ষন।
মুনি বলে দশরথ বলি তোর তরে
ধনুক ভাঙ্গিল কেবা জনকের ঘরে।
এ কথা শুনিয়া বলেন দেবতা শ্রীরাম
আমি হাতে ধরিয়া ভাঙ্গেছি ধনুক খান।
এ কথা শুনিয়া বলেন তখন পরশুরাম
আমার সমান করি থুলি পুত্রের নাম।

আমিত পরশুরাম বিদিত মহীতলে
এমন জন আছে কে যে রাম নাম ধরে ।
এ কথা শুনিয়া বলেন রাম নারায়ণ
দোষ ক্ষমা কর তুমি তপস্বী ব্রাহ্মণ ।
এ কথা শুনিয়া বলেন মুনির নন্দন
এমন কথা কহ তুমি তপস্বী ব্রাহ্মণ ।
পৃথিবী নিঃক্ষত্রি করিলাম তিন শতবার
আমি পরশুরাম নাম মুনির কোঙর ।
আমাসমান করি থুইল পুত্রের যে নাম
খাণ্ডায় কাটিয়া আজি করিব দুই খান ।
এমন কথা কহ তুমি তপস্বী ব্রাহ্মণ
দশরথ রাজার তবে উড়িল জীবন ।
কাতর হইয়া বলেন অজের নন্দন
ক্রোধ যে করিয়া বলেন ঠাকুর লক্ষ্মণ ।
পাছু হইয়া কথা কহ মুনির নন্দন
গুরুর দিক্ষা পাইয়াছি কাটিতে দুষ্ট ব্রাহ্মণ
এতেক বলিল যদি লক্ষ্মণ ধনুর্দ্ধর
কুপিলত ভৃগুরাম মুনির কোঙর ।

জীর্ন ধনুক ভাঙ্গিল দেখিল সর্ব্ব জন
আমার ধনুকে রাম ভুলে দেও গুন।
এতেক বলিল যদি মুনির নন্দন
সীতা দেবীর হইল তখন নমু যে বদন।
এক ধনুক ভাঙ্গিল যে দেব গদাধরে
চারি কন্যা বিভা কৈল চারি সহোদরে।
আরবার ধনুক আনিল ভৃগু মুনি
না জানি হইবে মোর কতেক সতিনী।
ধনুক খান ভৃগুরাম দিল বড় দাপে
মরেত মরুক বেটা ধনুকের চাপে।
ধনুক খান দেখিয়াত দেব রঘুনাথে
হাসিয়া ধনুক রাম ধরে বাম হাতে।
ধনুক ধরিয়া রাম লক্ষ্মণকে বলে
ফুলধনু ছিল যেন পাঁচ বৎসরের কালে।
রাম বলেন শুনরে লক্ষ্মণ ধনুর্দ্ধরে
এই ধনুকের মহিমাত এতমুনি করে।
রাম বলেন শুন ওহে মুনির কোঙর
ধনুক যদি দিলে তবে দেহ এক শর।

সুবুদ্ধি যে ভুঁড়রামে কুবুদ্ধি লাগিল
রঘুনাথের হাথে তখন শর যোগাইল।
যেই রঘুনাথের তরে শর যোগাইল
আপনার তেজ রাম সকল হরল।
আপনার তেজ তখন লইলেন রাম
কেবল মুনির পুত্র হইল ব্রাহ্মন।
রাম বলেন শুন ওহে মুনির নন্দন
ধনুকেতে গুন দিব কিসের কারন।
তোমার ধনুকে যদি গুন দিতে পারি
তোমার ধনুক বানে তোমার তরে মারি।
আমার ধনুকে যদি গুন দিতে পার
আমরা ধনুক বানে আমার তরে মার।
রাম বলেন শুন হে লক্ষ্মন ধনুর্দ্ধরে
বল ধনুকে গুন দিই সভার ভিতরে।
লক্ষ্মন বলেন শুন ওহে দেব গদাধর
ধনুকেতে গুন দেও সভার ঘুচুক ডর।
এ কথা শুনিয়া রাম হইল কৌতুকে
ধনু নোওাইয়া গুন দিলেন ধনুকে।

ধনুক টঙ্কার গিয়া উঠিল গগন
পাতালে বাসুকি কাঁপে স্বর্গে দেবগন।
পাতালে বাসুকি বলে, দেব রঘুবীর
ধনুক বান তোল মোর বুক হয় স্থির।
লক্ষ্মণ বলেন শুন দেবতা শ্রীরাম
ধনুক বান তোল বাসুকি পাওক পরিত্রান
এই কথা শুনিয়াত দেব রঘুনাথে
হাসিয়া যে ধনুক বান তোলে বাম হাতে।
রাম বলেন শুন ওহে মুনির নন্দন
তোমারে না মারিব ব্রহ্মবধের কারন।
আমার কথা শুন তুমি মুনির তনয়
তোমারে মারিলে মোর ব্রহ্মবধ হয়।
অব্যর্থ বান আমার হইবে কেমন
স্বর্গপথ কবি কিবা পাতাল ভুবন।
যে আজ্ঞা করিয়া বলে মুনির নন্দন
যোড়হাত করি ভৃগু করে নিবেদন।
ধর্ম্ম থাকিলে স্বর্গ পায় নাহি হয় আন
স্বর্গপথ বন্ধ কর দেব ভগবান।

এ কথা শুনিয়া তবে দেব রঘুনাথ
ভৃগুরামের প্রভু যে রুদ্ধিল স্বর্গপথ।
যোড়হাতে বলে আমি হইলাম ব্রাহ্মণ
তপস্যা করিতে মুনি করিল গমন।
দশরথ রাজার যে জুড়াল পরাণ
আনন্দিত হৈল রাজা অজের নন্দন।
পুত্র বলিয়া রাম লক্ষ্মণ কৈল কোলে
লক্ষ২ চুম্ব দিল বদন কমলে।
রাজা বলেন শুন ওহে বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ
বাদ্য বাজনায় আর নাহি প্রয়োজন।
চতুর্দ্দোলেতে প্রভু করিল আরোহণ
দেশের তরে সভে তখন করিল গমন।
সিদ্ধাশ্রমেতে রাম দিল দরশনে
প্রণাম করিল সভে মুনির চরণে।
মুনির পত্নী আইল শ্রীরাম দেখিবারে
রাম সীতা দেখে তারা হরিষ অন্তরে।
ধন্য জননী ইহার ধন্য ইহার পিতা
যেমন গুণের রাম তেমন গুণের সীতা।

সন্ধ্যাশ্রম মুনির তবে পশ্চাৎ করিয়া
গঙ্গার তীরেতে রাজা ওত্তরিল গিয়া।
গঙ্গাজল পার হৈল যত লোক জন
অহল্যার তপোবনে দিল দরশন।
অহল্যার তপোবন পশ্চাৎ করিয়া
পবনের জন্মভুমি ওত্তরিল গিয়া।
পবনের জন্মভুমি করিয়ে ত্যজন
তাড়কার বনে গিয়া দিল দরশন।
তাড়কার তখন বন পশ্চাৎ করিয়া
শরযু গঙ্গার তীরে ওত্তরিল গিয়া।
গ্রাম প্রদক্ষিন করে অজের নন্দন
গ্রামের নিকটে গিয়া বাজায় বাজন।
হরষিত হৈল লোক কৌশল্যা ঠাকুরানী
ডাক দিয়া আনিলেন সকল সতিনী।
সীতার হাতেতে সোনার কঙ্কন দিয়া
পুত্রবধু ঘরে নিল জলধারা দিয়া।
কেকয়ী আইলেন হরষিত হৈয়া
পুত্রবধু ঘরে নিল জলধারা দিয়া।

সুমিত্রা আইলেন হরষিত হৈয়া
পুত্রবধূ ঘরে নিল জলধারা দিয়া।
হরষিত হৈল রাজা অজের নন্দন
রাজরাণী ঘরে গিয়া করিল রন্ধন।
এক অন্ন করিল আর পঞ্চাশ ব্যঞ্জন
ভোজন করিতে বৈসে যত রাজাগণ।
ভোজন করিল সভে পরম হরিষে
দধি দুগ্ধ দিল তবে ভোজনের শেষে।
আচমন করিয়া বৈসে যত রাজাগণ
কর্পূর তাম্বুল দিল করিতে ভক্ষণ।
বিদায় হইয়া দেশে গেল যত রাজাগণ
অযোধ্যাতে রহিলেন লক্ষ্মী নারায়ণ।
কীর্ত্তিবাসের কথা অমৃতসমান
এত দূরে আদ্য কাণ্ড হৈল সমাধান।—